সতীর পতি

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরা ও

সত্যনারায়ণ অপেরায় সগৌরবে অভিনীত।

সুবিখ্যাত নাট্যকার

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ বি-টি প্রণীত

প্রকাশক :—শ্রীপরেশনাথ ঘোষ
আনন্দ এজেন্সী
১৮ বি, বটকৃষ্ট পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

প্রিণ্টার :—শ্রীমাণিকলাল ঘোষ
রুবী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৮, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫

ঃঃ উৎসর্গ ঃঃ

শ্রীমান্ তরুণকুমার দে'র করপুটে—

আঁধার কুটীরে মোর
তুমিই জ্বেলেছ আলো,
আকাশের চাঁদ হ'তে
বেশী তোরে বাসি ভালো।
আমার যা কিছু আছে,
তোমারে অদেয় নাই,
পুঁথিটি তোমারে দিয়া
চাঁদমুখে চুমো খাই।

—বাবু।

—কলিকাতার বহু যাত্রাদলে অভিনীত নাটক—

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত অগ্নিময়ী ঐতিহাসিক নাটক। রাক্ষসী পলাশীর বুকে যারা ক'রেছিল শয়তানীর অভিনয়, তাদেরই বেইমানী আর দুর্নীতে শৃঙ্খলিতা হ'লো দেশমাতৃকা,—সেই কাহিনীর অভিনব এ নাট্য-রূপ। কাটোয়ার বাঁধে—গিরিয়ার প্রান্তরে যায় সুরু, উধুয়ানালায় হ'লো তার অভিষেক। মীরকাশেমের অপূর্ব্ব বীরত্বমণ্ডিত কীর্ত্তিগাথা। দাম ৩·০০

বর্গীকাটার মাঠ শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিরচিত শোণিত রঞ্জিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নূতন নাটক। দুর্দ্ধর্ষ বর্গীদের ক্ষমাহীন বর্ব্বরতা, লুঠতরাজ, অমানুষিক অত্যাচার, ছাতনা-বাসীর আর্ত্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, নিয়তির নিষ্ক্রিয় ক্রীড়নক রাজা প্রতাপেন্দ্র রায়ের প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষায় দুর্নিবার্য্য কণ্টকজ্বালা, দেবী করে বর্গীর রক্তে ছাতনার সমগ্র মাঠ রক্তে লালে লাল। প্রতিমার বীরত্ব, অণিমার শৌর্য্যত্ব, ভীমসেনের কৃতিত্ব, রত্নার শূরত্বাদি সব চরিত্রই আছে। দাম ৩·০০

দানব সংহার হরপ্রসাদ বাবু প্রণীত জন-প্রিয়তার পুষ্পসাজে ধন্য চিরনূতন পৌরাণিক নাটক। প্রস্তাব উপে-ক্ষণে শান্তির নীলাকাশে অশান্তির ধূমকেতু সৃষ্টি—যার ফলে বাণে বাণে মহা-যুদ্ধ—গদায় গদায় মহারণ—অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি—দেবতা অসুরে সংগ্রাম—নর-দানবে মহাসমর, বিশ্ব জুড়ে আর্ত্তনাদ,—রক্তে ধরণী কর্দ্দমাক্ত। তার-পর ? সৌরভ, অশ্বকেতু, তালকেতু, গালব সেই সমস্ত আছে। দাম ৩·০০

মায়ের প্রাণ হরপ্রসাদবাবু প্রণীত মাতৃ হৃদয়ের কঠোরতা আর বাৎসল্যে ভরা অশ্রুসজল পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক; নববাসন্তী অপেরা কর্ত্তৃক অভিনীত। দানবীর অত্যাচারের নাৎসী বিভীষিকা, পিতৃহত্যার কূট ষড়যন্ত্র, সতীত্ব রক্ষায় দীক্ষার আত্মবলি, বৈরীনাশে প্রদীপ্ত ঋষির রুদ্ররোষ, শূন্যক্রোড়া বিহ্বলা মায়ের দিগন্ত মুখরিত সকরুণ আকুলতা, লাম্পট্যের শেষ পরিণতি কোথায়—কোন্ অন্ধকার আবর্ত্তে ? দাম ৩·০০

আশীর্ব্বাদ হরপ্রসাদ বাবু প্রণীত আলোড়ন সৃষ্টিকারী যাত্রাভিনয়। জিঘাংসা উন্মাদ ক্ষমতাদম্ভ মহামন্ত্রীর মৃগতৃষ্ণা, অবতীর পথে লক্ষ কণ্ঠে হাহাকার, দেশব্যাপী বিদ্রোহানল প্রজ্বলন, লুণ্ঠন প্রজাপীড়ন নরহত্যা ও নারীধর্ষণ, বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ। তারপর ? দেখুন শেষ পরিণতি অভিনয়-গর্ভাঙ্কের যবনিকার রূপালী পর্দ্দায় আলোক-সম্পাতে। দাম ৩·০০

ভূমিকা।

চিরকরুণ চিরপবিত্র সতীর দেহত্যাগের কাহিনীর নাট্যরূপ লিখিত এই "সতীর পতি"। বহুদিনের সে মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী; তবু সে আজও পুরাণো হয় নাই। মঞ্চে, আসরে, কথকতার বৈঠকে কতভাবে এ কাহিনী পরিবেশন করা হইয়াছে—কোথাও তার প্রভাব কমে নাই। এই নাটকও যে নাট্যরসিকেরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, সে কৃতিত্ব আমার নয়, কাহিনীর নিজেরই।

ভারতের একান্নটি পীঠস্থান সতীকে ধরিয়া রাখিয়াছিল অনেকদিন। যাত্রীরা তখন শুনিতে পাইত সেই সব পীঠস্থানে সর্ব্বত্র একই ধ্বনি,—"আমি মরি নাই।" আজ সে ধ্বনি অস্পষ্ট, ক্ষীণ, বিলুপ্তপ্রায়।

সমাজের স্তরে স্তরে শিবকে বাদ দিয়া শবের পূজা চলিতেছে। কাঞ্চনের লোভ সমাজের কল্যাণবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই বিকৃতবুদ্ধি সমাজ যদি এমনি করিয়াই শিবহীন যজ্ঞে মাতিয়া থাকে, তবে ভারতের আত্মিক ও স্বাধীন সত্তা সতীর মতই হারাইয়া যাইবে। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

বীর-বাঙ্গালী উক্ত নন্দবাবু কৃত নূতন স্বদেশী পঞ্চাঙ্ক নাটক। পুলিশের সহিত হাতাহাতি সংঘর্ষ, টেগার্ড-হত্যার আয়োজন, বাঘা যতীনের বীরত্ব, ইংরেজের সহিত তুমুল সংগ্রাম, নারীর অভাবনীয় রণচাতুর্য্যে বৃটিশের পরাভব ইত্যাদি প্রত্যেক দৃশ্যে দৃশ্যে চমকিত—অঙ্কে অঙ্কে আতঙ্কিত হইবেন। সেই বাঘা যতীন, ঋষি অরবিন্দ, সত্যেন বোস ও বারীন ঘোষ, মলয়া ও ভোলার অদ্ভুত বীরত্ব ইত্যাদি সব আছে। দাম ৩·০০

মিলনরাত্রি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বাবু প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। অভিশপ্তা ধরণীর রোদন ঝঙ্কারে নারায়ণের ধরার বক্ষে আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, অসুরের অত্যাচার ও দানবের সহিত ভীষণ সংগ্রাম, করালীর রক্তভৃষার উপশম, আহিরীদের গোপন বিহার, রসময়ের অভিনব প্রেম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু কিছু আছে। অশ্রু-হর্ষের মন্দাকিনী—হাস্য-কৌতুকের গঙ্গা-যমুনা—ভাষার অলকানন্দা। দাম ৩·০০

পুষ্পাঞ্জলি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী বিরচিত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক, বহু পেশাদার যাত্রার দলে সগৌরবে অভিনীত। ইহাতে ভারতব্যাপী মহা সমরায়োজনের পূর্ব্বস্থচনা, সত্যরক্ষায় অনুজের প্রতি অসাধারণ ভ্রাতৃ-বাৎসল্য, প্রেমের প্রত্যাখ্যানে মহীয়সী সরলা রমণীর দলিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তীব্র প্রতিহিংসা সাধন, প্রণয়ের প্রতিদানে ধ্বংসযজ্ঞের সমিধ আহরণ, গুরু-শিষ্যে বাধল তুমুল সংগ্রাম, শেষে জয় হ'ল কার? দাম ৩·০০

কর্ণার্জ্জুন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক, কলিকাতার বাসন্তী অপেরায় সুযশের সহিত অভিনীত। আভিজাত্যের নির্ম্মম কশাঘাত মহাবীর কর্ণের অন্তরে এনে দিল অভিমানের অনল পরশ, তাই সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে বিবেকের বিরুদ্ধে হাসিমুখে আলিঙ্গন দিল মূর্ত্তিমান পাপকে; কুরু-পাণ্ডবের সৌহার্দ্দের বন্ধন ছিন্ন করতে ছুটে এল নিয়তি কালের ধ্বংসনিশান করে, শোণিত-সমিধে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে মারণযজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের কূট-চক্রান্তে অর্জ্জুন লভিল বীরত্ব-সম্মান। দাম ৩·০০

চণ্ডাল উক্ত বিনয়বাবু প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক, নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। বিশ্বামিত্রের কোপে স্ত্রী-পুত্রসহ রাজ্যভ্রষ্ট রাজা হ'লো চণ্ডাল, রত্নেশ্বরের স্বেচ্ছাচার দুর্ব্বার হ'য়ে উঠলো লুকায়িতা কমলার সন্ধানে, সে নির্ম্মম নীতির বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়াল বীর কাঞ্চন, কারাকক্ষের অন্ধকারে ফুটে উঠলো খড়্গ-ধরা সাধ্বীর করালিনীরূপ, ঘাতক করে হ'লো পিশাচের ধ্বংস, চণ্ডাল হ'লো পুণ্যবান। তারপর হ'ল কি? দাম ৩·০০

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

বিষ্ণু, মহাদেব, নারদ, নন্দী, কেশরী

দক্ষ	...	...	প্রজাপতি।
বীতশোক	...	...	যুবরাজ।
ধূম্রাক্ষ	...	...	দক্ষের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।
দিকপাল	...	...	নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।
ভৃগু	...	...	পুরোহিত।
প্রিয়ব্রত	...	...	মাহিষ্মতীর রাজচক্রবর্ত্তী।

পূজারী, অশিব, শঙ্খ, চিত্রগুপ্ত, মোড়ল, প্রমথগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সতী	...	...	দক্ষকন্যা।
প্রসূতি	...	...	দক্ষের মহিষী।
মালবিকা	...	...	ঐ পুত্রবধূ।
গন্ধেশ্বরী	...	...	দিকপালের স্ত্রী।

বিজয়া, সহচরীগণ, শিবদাসীগণ, নারীগণ ইত্যাদি।

মানুষ যারা নয় শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত রৌদ্রদীপ্ত মর্ম-স্পর্শী নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক। রণনিনাদ আর অবিরাম তোপধ্বনিতে গৌড়নগরী প্রকম্পিত, অস্ত্রের ঝঙ্কারে দেশবাসী সদা শঙ্কিত, শোণিত অর্ঘ্যে অজয় নদে রক্ততরঙ্গ। তারপর? ইছাই ঘোষের মহত্ব, তরুণ বীর লাউসেনের বীরত্ব, মহামদের পশুত্ব, রঞ্জার পাতিব্রত্য, কালুডোমের অসাধারণত্ব, মারুতির শৌর্য্য সমস্তই আছে। চিরনূতন নাটক। দাম ৩·০০

ছদ্মবেশী ছেলে উক্ত বিনয়বাবু প্রণীত ঐতিহাসিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চাঙ্ক নাটক; কলিকাতার নববাসন্তী যাত্রা পার্টির দর্শকবন্দিত গৌরব-মুকুট। উজ্জয়িনী আক্রমণে বঙ্গেশ্বরের দুর্মদ অভি-যান, রণক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান কল্পে জননীর আত্মোৎসর্গ, ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাসে রাজরাণীর বিজনবাস, পৌত্তলিক সাধকের নরবলির আয়োজন, হিংসার বেদীমূলে অহিংসার অভ্যুত্থান, ছদ্মবেশী ছেলের মমতায় শান্তির অভয়বাণী, তথাগতের অপূর্ব্ব লীলা-মাহাত্ম্য। তারপর? দাম ৩·০০

পাহাড়ে ছেলে উক্ত বিনয়বাবু কৃত যাত্রাভিনয়ে বিপ্লব সৃষ্টিকারী নূতন পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। কৃষক-ধনীর মহাসমর, সাম্য ও স্বার্থে বিপুল সংঘর্ষ, শান্তি-অশান্তির মহাবিপ্লব, কিন্তু জয় হ'ল কার? অর্থের বিনিময়ে রাজা বীরেন্দ্র আয়োজন করলে দরিদ্র চাষীদের সর্ব্বনাশ সাধন, রুখে দাঁড়াল দীনের দরদী দুরন্ত ছেলে দীপঙ্কর সমবেত শক্তি নিয়ে, আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিল চাষার মেয়ে কল্যাণী, বিশ্বম্ভর রায়ের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায় হ'লো কে, দেখুন যবনিকাতলে। দাম ৩·০০

দণ্ডকারণ্য উক্ত বিনয়বাবু কৃত উন্মূলিত অসহায় বাংলার নরনারীর জীবন-সংগ্রামে বিধৃত পঞ্চাঙ্ক নাটকের এক নবদিগন্ত। কলোনী-জীবনের লাঞ্ছনা, দেবনাথের অশ্রুবন্যা, দণ্ডক শবরীর আতিথেয়তা, সমাজের বিরুদ্ধে বিমলের বিদ্রোহ, শিপ্রার মৌনপূজার নব-সমাধি, যাযাবর জীবনের দুঃখ। ভাঙা ঘর নতুন ক'রে বাঁধার হাসি-কান্না বিরহ-মিলন অশ্রু-আনন্দ সব আছে। শত-সহস্র রজনীর সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়। দাম ৩·০০

বাস্তুহারা উক্ত বিনয়বাবু রচিত বাংলার জনগণের নীড় ভাঙার বুক-ফাটা মর্ম্মোচ্ছ্বাসের করুণ চিত্রের নাট্যালেখ্য; হর্ষ-উচ্ছল সহস্র রজনীর সাফল্যমণ্ডিত গৌরব অভিযান। নিজ বাসভূমে পরবাসী ছুটে এল নিরপত্তা আশে; বাংলার আকাশে দেখা দিল অশান্তির ধূমকেতু, বঙ্গ-বালা উমরায়ের ঘরে হ'ল বিনোদিনী বালা। দয়ালের ধৈর্য্যতা, ফজুসেখের মানবতা, আবদুলের নির্ম্মমতা, দেবনাথের মহাপ্রাণতা আছে। দাম ৩·০০

সতীর পতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবমন্দির।

[নেপথ্যে নহবৎ বাজিতেছিল]।

সতী ও পূজারীর প্রবেশ।

সতী। কেন আমায় এখানে ডেকে আন্‌লেন ঠাকুর? আমি যে স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছি।

পূজারী। স্বয়ম্বর সভায় যেতে হবে না মা; তোমার বর এইখানে।

সতী। কি বল্‌ছেন আপনি?

পূজারী। মনে নেই, একদিন এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে তুমি বলেছিলে, জীবনে মরণে মহাদেবই তোমার স্বামী?

সতী। ঠাকুর,—

পূজারী। মহাদেব ছাড়া ত্রিভুবনে কেউ নেই, যে তোমার স্বামী হবে।

সতী। আপনি তো জানেন, পিতা শিবকে দেবতার আসন দিতে চান না।

পূজারী। জানি। এইজন্যই স্বয়ম্বর সভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হয়নি। কিন্তু তুমি তো জান, শিবের চেয়ে বড় কেউ নেই। সংসারে কেউ যা গ্রহণ করে না, মহাদেব তাকেই আদর ক'রে তুলে নেন, সহস্র

অপরাধ ক'রেও যে তাঁকে ভক্তিভরে স্মরণ করে, আশুতোষ তার সব দোষ ভুলে যান। এমন আপনভোলা সৃষ্টিছাড়া দেবতাকে তোমার দাম্ভিক পিতা অগ্রাহ্য করতে পারেন, কিন্তু তুমি তো জান মা, শিবের চেয়ে যোগ্যবর ত্রিভুবনে কেউ নেই।

সতী। তা সত্য।

পূজারী। এমন রূপবান্ গুণবান্ বরকে অগ্রাহ্য ক'রে কার গলায় তুমি মালা দিতে যাচ্ছ সতি? চেয়ে দেখ ওই রজতগিরিনিভ বিগ্রহের দিকে। স্নেহ-করুণার এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আর তুমি দেখেছ মা?

সতী। না। কিন্তু সবাই যে বলে তিনি বৃদ্ধ।

পূজারী। ভাল ক'রে চেয়ে দেখত, শিব কি বৃদ্ধ?

সতী। কই, না। এ যে পরম সুন্দর যুবা পুরুষ!

পূজারী। তবু এ তাঁর বিগ্রহ মাত্র। এমন শিল্পী কেউ নেই, যে তাঁকে রূপ দিতে পারে; এমন কবি কেউ নেই, যে তাঁর গুণ বর্ণনা করতে পারে। দে মা, তোর মালা ওই বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দে।

সতী। কিন্তু, পিতা—

পূজারী। পিতামাতার মতামত নিয়ে যদি বরমাল্য দিতে হয়, তবে স্বয়ম্বরের অভিনয় কেন পাগলি? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেল মা; আজ তুমি স্বয়ম্বরা, বর নির্ব্বাচনে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার পিতাই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবু যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। শিবের চরণে যে আশ্রয় পায়, অশিব তার হয় না মা!

সতী। একি অপরূপ মূর্ত্তি তোমার ভোলানাথ? এত রূপ, এত গুণ তোমার, তবু কেন তুমি শ্মশানবাসী? কেউ কি তোমায় ঘরবাসী করতে পারলে না?

পূজারী। তুই পারবি মা। দে, মালা দে সতি!

সতী। মালা দিলেই কি ভোলানাথ আমায় গ্রহণ করবেন ?

পূজারী। নিশ্চয়ই করবেন।

গীত।

পূজারী।—

পাগল ভোলা শ্মশানচারী, ভস্ম মাখে গায়,
নেশার ছলে শুধুই চলে, কাঁকর ফোটে পায়।
কেউ জানে না, কাহার তরে পাগল ঘোরে চরাচরে,
আহার নিদ্রা পরিহরি রৌদ্রে বরষায় ॥
তুই তারে কর্ ঘরবাসী মা,
ছড়িয়ে দে তোর প্রেম-গরিমা,
তোরই তরে হয়ত ভোলা পথে পথে ধায় ॥

[প্রস্থান।

সতী। আমারই সন্ধানে তুমি শ্মশানে মশানে ঘুরছো ভোলানাথ ? কেন দেব ? আমি কে ? কে আমি ? আমি যদি তোমার ঘরে যাই, আর তুমি ঘরছাড়া হবে না ? তবে নাও, হে শিবসুন্দর, সতীর বরমাল্য গ্রহণ কর। (বিগ্রহের গলায় বরমাল্য পরাইবার উদ্যোগ)।

গীতকণ্ঠে অশিবের প্রবেশ।

অশিব।— গীত।

করিস কি তুই, ছি !
বাহাত্তুরে বুড়ো ও যে, সুন্দরের তুই দেখলি কি ?
শ্মশানে ওর খেলা, ভূতের সাথে মেলা,
আছে যত ছিষ্টিছাড়া, মহাদেবের চেলা,
ভিখারী ও ন্যাংটা ভোলা, তুই যে মানী রাজার ঝি।

[প্রস্থান।

সতী। ভোলানাথ, কে বলে তুমি বৃদ্ধ? কে বলে তুমি ভিখারী? অহঙ্কারে অন্ধ যারা, তারা দেখতে পায় না; তোমার চেয়ে যুবক কেউ নেই, তোমার মত ঐশ্বর্য্য কারও নেই। চন্দন-পুরীষে তোমার সমান অনুভূতি; তাই সাগরমন্থনের রাশীকৃত অমৃতের এক কণাও গ্রহণ না ক'রে তুমি কণ্ঠায় কণ্ঠায় বিষ পান ক'রেছ। হে বিরাট পুরুষ, হে আত্মভোলা সন্ন্যাসি, হে শিবসুন্দর, সতীর বরমাল্য গ্রহণ কর। (বিগ্রহের গলায় মাল্যদান ও প্রণাম)।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

গীতকণ্ঠে শঙ্খের প্রবেশ।

গীত।

শঙ্খ।—

ও বঁধু, তুই দেখ্‌বি চল।
বর এসে তোর দাঁড়িয়ে আছে আলো ক'রে বিশ্বতল।
এমন অতুল রূপের খনি,
দেখেনি কেউ, ও সজনি,
সৌরভে তার আকুল হ'য়ে এল ছুটে অলির দল।
আয় বঁধু, চল আপন ঘরে, ঘরমুখো আজ তোর পাগল॥

[প্রস্থান।

সতী। ডাক শুনেছ তুমি? এসেছ তুমি ভোলানাথ? আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]।

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। ভাল মেয়ে তুমি সতি! স্বয়ম্বরের লগ্ন বয়ে যায়, প্রাসাদময় তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি মন্দিরে এসে দাঁড়িয়ে আছ?

সতী। স্বয়ম্বরের আর প্রয়োজন নেই মা। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের চলে যেতে বল।

প্রসূতি। সে কি সতি? তোমার মত নিয়েই স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হ'য়েছে। মানব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব, তার উপর তেত্রিশ কোটী দেবতা সভায় উপস্থিত। তাঁরা সব অপমানিত হ'য়ে ফিরে যাবেন? তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। বুদ্ধিহীনা নারি
লগ্নবেলা বয়ে যায়,
সভাজন হ'য়েছে চঞ্চল,
কি হেতু বিলম্ব এত?
বিদায়ের সম্ভাষণ এর পরে হবে।
সভামাঝে শীঘ্র করি
কন্যারে পাঠায়ে দাও।

প্রসূতি। শোন রাজা, কি বলিছে সতী।

দক্ষ। কি?

সতী। পিতা, স্বয়ম্বরে আর মোর
নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ। নাহি প্রয়োজন? কেন?

সতী। সভামাঝে উপবিষ্ট যাঁরা,
জানি তারা জ্ঞানে গুণে রূপৈশ্বর্য্যে
অতুলন এ তিন ভুবনে।
তবু মোর বরমাল্য কারে নাহি দিব।

দক্ষ। তবে কি হেতু এ স্বয়ম্বর-অভিনয়?
পিতা আমি, দক্ষ প্রজাপতি,
বিশ্বজোড়া মান মোর, তুমি সব জান।
তোমারি সম্মতিক্রমে
করিয়াছি স্বয়ম্বর সভা আয়োজন।
আসন্ন লগ্নের বেলা,
উপনীত দেবের সমাজ,
এ সময়ে উন্মত্ত প্রলাপ
আমি না শুনিতে চাহি।
দক্ষের মুখের কথা ছেলেখেলা নয়।

সতী। নারীর বিবাহ,—সেও ছেলেখেলা নয়।

প্রসূতি। মহারাজ, অবোধ কন্যার 'পরে
করিও না ক্রোধ। সত্য যদি
স্বয়ম্বরে অসম্মতি তার,—

দক্ষ। "ভেঙ্গে ফেল স্বয়ম্বর সভা;
লাগুক পিতার মুখে চুণকালি যত,
কন্যার বাসনা তবু চরিতার্থ হোক।"
কেন? তোমার রূপসী মেয়ে
কোটি কোটি দেবতার মাঝে
কারেও কি যোগ্য ভাবিল না?

প্রসূতি। সতি,—

দক্ষ। বিচারের নহে এ সময়।
দক্ষ কারে অনুরোধ করেনি জীবনে।
শোন কন্যা আদেশ আমার,—

তোমার ইচ্ছায় যবে সভা আয়োজন,
বাধ্য তুমি স্বয়ম্বরা হ'তে।

সতী। পিতা, কারে কহে স্বয়ম্বর?
যার গলে মালা দিব আমি,
নির্ব্বিচারে জামাতা বলিয়া
তুমি কি করিবে তারে কন্যা-সম্প্রদান?

দক্ষ। নিশ্চয়।

সতী। তবে কহ মহাভাগ,
কোটি কোটি দেবতার মাঝে
অনাহূত কেন মহাদেব?

দক্ষ। মহাদেব। মহাদেব নহে দেব।

সতী। এ শুধু দেবতার সভা নয় পিতা।
যক্ষ রক্ষ দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
সর্ব্বজাতি নিমন্ত্রিত সভাস্থলে যদি,
কোন্ অপরাধে অপরাধী
ত্রিলোকবন্দিতপদ দেব মহেশ্বর?

দক্ষ। মহেশ্বর ভূত নিয়ে ফেরে,
ভূতের বান্ধব ভোলা
স্থান পাবে ভূতের সভায়।
দক্ষকন্যা তুমি,
তব বরমাল্য নিতে ভূতপ্রেত
পিশাচ-দানব হয় নাই নিমন্ত্রিত।

প্রসূতি। ছি-ছি রাজা, ভূতপ্রেত পিশাচের সনে
সর্ব্বত্যাগী বিশ্বনাথে করিছ তুলনা!

দক্ষ। সর্ব্বত্যাগী বিশ্বনাথে
মাতা কন্যা উভয়ে মিলিয়া
মন্দিরে করিছ পূজা,
তবু আমি দিই নাই বাধা।
যত ইচ্ছা ভূতপ্রেতে রাজভোগ
করাও ভক্ষণ, কিন্তু স্বয়ম্বর-
সভামাঝে ভাঙড় ভোলায় আমন্ত্রণ—
হেন আশা বাতুলে সম্ভবে।

প্রসূতি। আয় মা, পাঠায়ে দি সভামাঝে
তোরে। মালা কই তোর?

সতী। ওই দেখ, বরমাল্য
দিছি আমি শঙ্করের গলে।

দক্ষ। কি?

সতী। ভেঙ্গে দাও স্বয়ম্বর সভা।
স্বয়ম্বরা হ'য়ে গেছে দুহিতা তোমার।
পতি তার—মহাদেব।

দক্ষ, প্রসূতি। সতি!

সতী। বৃথা ক্রোধ মহাভাগ;
বৃথা মাতা মানিছ বিস্ময়।
মিলেছে সতীর বর,
পতি তার মহাদেব।

দক্ষ। অনাচারী ভূতনাথ পতি হবে তোর?

সতী। ভূতনাথ বিশ্বনাথ বিদিত ভুবনে।

প্রসূতি। সতি,—

সতী। বৃথা মোরে তিরস্কার ক'রো না জননি।
বৃদ্ধ হোক, যুবা হোক,
মালা দিছি যার গলে, সেই পতি মোর।

প্রসূতি। কোথা শিব, কার গলে দিলে বরমালা ?

সতী। ওই দেখ, দিছি মালা বিগ্রহের গলে।

দক্ষ। তুলে নে, তুলে নে মালা,
প্রাণহীন বিগ্রহের গলে
মোহবশে বরমালা দিলে
স্বয়ম্বরা হয় না ললনা।

সতী। মোহবশে নহে পিতা।
সজ্ঞানে দিয়েছি মালা,—

দক্ষ। ত্রিভুবন এখনো শোনেনি তোর
কলঙ্ক-কাহিনী। কেহ না জানিতে
তুলে নাও মালা। এই দণ্ডে
স্বয়ম্বর সভাস্থলে গিয়া
যারে ইচ্ছা করহ বরণ।

সতী। অসম্ভব! দ্বিচারিণী হইবে না
দুহিতা তোমার।

দক্ষ। প্রসূতি,—
বিগ্রহের কণ্ঠ হ'তে এই দণ্ডে
তুলে নাও মালা।

প্রসূতি। মহারাজ, বিগ্রহ এ নয়।
জাগ্রত এ মহেশ্বর,
কণ্ঠে তার কন্যা যদি দিল বরমালা,

বাধ্য মোরা জামাতা বলিয়া তারে
করিতে বরণ।

দক্ষ। স্তব্ধ হও প্রগল্‌ভা রমণি?
জামাতা! জামাতা!
ভূতের বিগ্রহ পূজি মিটে নাই সাধ,
চাহিছ সাকারে তারে রাজগৃহে
করিতে স্থাপন!
শত্রু মোর মহাকাল শিব।
পৃথিবীতে প্রজাসংগঠন তরে
নিয়োজিলা বিরিঞ্চি আমারে।
আমি চাই স্নেহের বন্ধনে জীবে জীবে
করিতে বন্ধন, মৃত্যু আনি শিব দেয়
পদে পদে বাধা।
ধরণী মরণশীল ধ্বংসের আগার,
তাইত সংসারে কোথা বাঁধিল না দানা।
শোন, শোন, উন্মাদিনী নারি,
শোন তুমি নির্ব্বোধ বালিকা,
প্রলয়-প্লাবনে যদি ডোবে বসুন্ধরা,
তথাপি শঙ্করে আমি
করিব না কন্যাদান।

সতী। তুমি দান কর কি না কর,
শঙ্করের পায়ে আত্মদান
করিয়াছে দুহিতা তোমার।
চন্দ্রসূর্য্য ডুবে যায় যদি,

ভাঙে যদি হিমাদ্রি-শিখর,
তথাপি সতীর পতি ভোলা মহেশ্বর।

দক্ষ। আরে আরে কুলের পাংশুল,
জনকের মুখে লেপি পূরীষ-কর্দ্দম,
গোপনে করিবে তুমি পতি নির্ব্বাচন,
আর, সেই হবে জামাতা আমার!
পিতার কি এই প্রাপ্য দুহিতার কাছে?

প্রসূতি। মহারাজ, কনিষ্ঠা দুহিতা তব
তোমারি আদরে
আজি হ'য়েছে চঞ্চলা।
অল্পবুদ্ধি বালা যদিই বা
ক'রে থাকে দোষ, মহারাজ,
ক্ষমা কর তারে।
মহেশ্বরে কর আবাহন, তার হাতে
তুলে দাও কন্যারে তোমার।

দক্ষ। ক্ষমা! পুত্রকন্যা নিরন্তর
করিবে অন্যায়, আর পিতা শুধু
চোখ বুজে ক'রে যাবে ক্ষমা?
যাও, দূর হও রাজগৃহ হ'তে।
ভূতনাথ সনে শ্মশানে-মশানে গিয়া
কর বিচরণ। অনশনে অর্দ্ধাশনে
মরণ ঘনায়ে আসে যদি,
ভিক্ষাপাত্র করে নিয়া বিধবার বেশে
একা তুমি এস মোর কাছে;

সেইদিন কন্যা ব'লে পুনরায়
করিব গ্রহণ।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। একি অঘটন ঘটালি মা তুই ?

সতী। মা, তুমিও কি বল,
সতীর অযোগ্য পতি প্রভু মহেশ্বর ?

প্রসূতি। একি কথা সতি ?
মহাদেব পতি যার, তার সম
ভাগ্যবতী কে আছে সংসারে ?
কিন্তু ভোলা যদি তোমারে মা
না করে গ্রহণ ?

সতী। নাম তাঁর নিয়ে বুকে ফিরিব মা
শ্মশানে মশানে। আজ হোক,
কাল হোক, হোক যুগান্তরে,
একদিন পাবো তাঁর চরণে আশ্রয়।
আমারে বিদায় দাও জননি আমার !

প্রসূতি। মা, সত্যই কি যাবি তুই
শ্মশানে মশানে ?

সতী। মা গো, করিও না অশ্রু-বরিষণ।
আবার আসিব আমি।
আমি জানি, স্নেহময় পিতা মোর ;
রোষ তার দু'দিনেই জল হ'য়ে যাবে।
পিতা মোরে যেদিন করিবে ক্ষমা,
স্মরণ করিও মা গো কন্যারে তোমার।

প্রসূতি।	হায় সতি,
	উৎসবের আয়োজন করিয়াছি কত।
	ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত বিবাহে তোমার।
	সকলি বিফল হ'লো।
	গাহিল না বন্দিগণ,
	উলুধ্বনি কেহ নাহি দিল!
	ভিক্ষুকের কন্যাসম
	কোথায় পাঠাই তোরে?
	কৈলাসে কি শ্মশানে মশানে?
সতী।	মা,—
প্রসূতি।	সত্য যদি মহাদেব না করে গ্রহণ,
	মোর কোলে আসিস্ ফিরিয়া।
সতী।	ওই দেখ, ওই দেখ জননি গো,
	বিল্বতলে দাঁড়ায়েছে
	জামাতা তোমার,
	কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল,
	কত স্নেহ ঝরিছে নয়নে!
	যাই, যাই ভোলানাথ,—
প্রসূতি।	সতি,—
সতী।	ছেড়ে দে গো জননি আমার,
	অভিমানে হয়তো বা
	ফিরে যাবে ভোলা।
	বিদায় জননি, যাই আমি
	কৈলাসের ধাম।

গীতকণ্ঠে প্রমথগণের প্রবেশ।

গীত।

প্রমথগণ।—

আমরা যাযাবর।
না পেয়েছি বাঁধবো এবার আকাশতলে ঘর মা,
আকাশতলে ঘর॥
পরবো না আর হাড়ের মালা, খাবো না আর ছাই,
আজকে যারা শালা বলে, কাল বলবে ভাই,
হেই মা, তোরে গড় করি,
আয় চ'লে আয় দড়বড়ি,
হাই যে সেথা দাঁড়িয়ে আছে বাবা মহেশ্বর,
মা, বাবা মহেশ্বর॥

[সতীকে ঘিরিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রসূতি। মহেশ্বর, অবোধ দুহিতা মোর,
ক্ষমা ক'রো শত দোষ তার।

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। চলে গেছে? যাক্—যাক্। কার জন্য কাঁদ? সব পর, সব শত্রু। এই মেয়েটাকে পাখার মত পালক-ঢাকা দিয়ে এতবড় ক'রে তুলেছি। গুরুতর রাজকার্য্যের মধ্যেও কতবার অন্তঃপুরে ছুটে এসেছি ওর মুখখানা দেখবার জন্যে। একবার পিতার মর্ম্মবেদনা বুঝলে না— বুঝলে না তার অপমান। সোজা চলে গেল। হতভাগী একটা প্রণাম ক'রেও গেল না, পাছে আমি যেতে না দিই। কেন? বয়স্থা মেয়ে

নিজের ইচ্ছায় যাকেই বিবাহ করুক, আমি বাধা দেবার কে? যাক্— যাক্, তুমি দুঃখ ক'রো না রাণি। সব শত্রু—সব শত্রু!

প্রসূতি। মহারাজ,—

দক্ষ। কি প্রসূতি?

প্রসূতি। বিবাহের পর কন্যা জামাতার দ্বিরাগমনের প্রথা আছে।

দক্ষ। আছে ত আছে। আমি কি চতুর্দোলা পাঠিয়ে দেবো তাদের আনবার জন্য?

প্রসূতি। নিরভিমান মহাদেব নিজেই যদি আসেন?

দক্ষ। সেই নির্লজ্জ ভাঙড় যদি নিতান্তই আসে, আমাকে আগেই সংবাদ দিও, আমি রাজপুরী ছেড়ে চলে যাবো; তারপর তুমি জামাইকে ভাং বেঁটে দিও।

প্রসূতি। কিন্তু—

দক্ষ। কিন্তু সে যেন বাঘছাল পরে না আসে, আর ভূতগুলোকে যেন সঙ্গে না আনে। তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তোমাকেও কৈলাসে চলে যেতে হবে।

প্রসূতি। ভয় নেই, তারা আসবে না।

দক্ষ। সেকি কথা? জামাই—সাক্ষাৎ নারায়ণ। সাবধান, গোপনে লোক পাঠিও না যেন।

প্রসূতি। তোমাকে গোপন ক'রে আমি তো কখনও কিছু করিনি রাজা। গোপনে তারা আসবেই বা কেন? তোমার অনাদরের রাজ-ভোগ মহাদেব খাবেন না।

দক্ষ। আনন্দের কথা। এখন যাও, অতিথিরা যেন অনাদরে ফিরে না যায়। (প্রসূতির প্রস্থানোদ্যোগ) প্রসূতি,—

প্রসূতি। কি মহারাজ?

দক্ষ। (কপট ঔদাসীন্যে) কিছু বল্‌লে সতী ?

প্রসূতি। না মহারাজ।

দক্ষ। ক্ষমা-টমা চায়নি তো ?

প্রসূতি। অপরাধ না ক'রে ক্ষমা চাইবে কেন রাজা ?

দক্ষ। না চাইলেই ভাল। কে জানে, হয়ত ক্ষমা ক'রেই ফেল্‌তুম। আচ্ছা, তুমি যাও। (প্রসূতির প্রস্থানোদ্যোগ) তুমি আবার সতীকে কিছু ব'লো না যেন। কি দরকার ? মেয়ে চিরদিনই পর। বুঝলে ? তারা যদি একান্তই আসে— ? আচ্ছা, যাও তুমি। সব শত্রু, সব শত্রু।

প্রসূতি। সতী তোমার শত্রু নয় রাজা, তুমি নিজেই নিজের শত্রু।

[প্রস্থান।

দক্ষ। সন্তানের কাছে পিতার কি কোন প্রাপ্যই নেই ? শুধু আঘাত, শুধু কৃতঘ্নতা,—আর কিছুই নয়— ? যাক্—আমি মনে কর্‌বো, সতী মরেছে। তবে সে ফিরে এল বোলে। ভিখারীর ঘর ক'দিন কর্‌বে ? যদি আসে, মুখ ফিরিয়ে থাকবো। কিন্তু—না, সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। মহারাজ,—

দক্ষ। কি দিকপাল ?

দিকপাল। দেবতারা কেউ জলগ্রহণ কর্‌লেন না।

দক্ষ। তাদের আহার্য্য কুকুরগুলোকে দিয়ে দাও।

দিকপাল। গন্ধর্ব্বেরাও ভয়ানক রেগে গেছে।

দক্ষ। তাদের রাগে প্রজাপতির কিছুই যায় আসে না।

দিকপাল। যক্ষরা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, তাঁদের ডেকে এনে এ অপমান করার কারণ কি ?

দক্ষ। তাদের গিয়ে বল, প্রজাপতি দক্ষ যার তার অপমান অভিমান নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানবগণ কি বলছে ?

দিকপাল। তারা রাজকন্যাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

দক্ষ। আশীর্বাদ! কেন ?

দিকপাল। তারা বলছে, রাজকন্যা যোগ্যপাত্রেই পড়েছেন।

দক্ষ। মূর্খ মানবগুলোকে বেশ ক'রে খাইয়ে দাও আর পিঠে ছাঁদা বেঁধে দাও। যোগ্য পাত্র! ভুবনললামভূতা ষোড়শী কন্যা আমার, স্বয়ং নারায়ণ তাকে পত্নীরূপে পেলে ধন্য হ'য়ে যেতো, তার যোগ্যপাত্র শ্মশান-চারী মহাদেব! ওঃ—এর চেয়ে তার মৃত্যুই ভাল ছিল।

দিকপাল। আমি ভাবছি, রাজকন্যার উপর মহাদেবের দৃষ্টি পড়লো কেন ?

দক্ষ। পড়বে না ? শিবপূজো না ক'রে জলগ্রহণ করতো না যে।

দিকপাল। তাই তো মহারাজ, আমার ঘরেও যে নিত্য দেবতার পূজো হয়!

দক্ষ। তোমার মেয়ে আছে ?

দিকপাল। আজ্ঞে, মেয়ে নেই, তবে পরিবার আছে।

দক্ষ। তবে আর কি ? একদিন দেখবে, দেবতা এসে তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

দিকপাল। তা হ'লে উপায় ?

দক্ষ। বিগ্রহ ফেলে দাও।

দিকপাল। আজ্ঞে, তাই দিই গে যাই। কি জ্বালায়ই পড়েছি! দেবতাগুলো যেন হাত ধুয়ে বসে আছে; নামটি ক'রেছ কি মরেছ। দূর উনুনমুখো দেবতা।

[প্রস্থান।

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ,—

দক্ষ। কৈলাসপুরীটা জালিয়ে দিয়ে আসতে পারবে?

ধূম্রাক্ষ। পারবো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দক্ষ। কোথায় যাচ্ছ?

ধূম্রাক্ষ। কৈলাসে।

দক্ষ। মূর্খ! কৈলাস গেলে মেয়েটা থাকবে কোথায়? আমি পিতা হ'য়ে কন্যাকে নিরাশ্রয় করতে পারি?

ধূম্রাক্ষ। আপনি সব পারেন।

দক্ষ। কি রকম?

ধূম্রাক্ষ। ভেবে দেখুন, আপনিই বল্লেন মেয়েকে স্বয়ম্বরা হ'তে, অথচ মেয়ে যখন শিবের গলায় বরমাল্য দিলে, আপনি তাড়িয়ে দিলেন।

দক্ষ। শিবকে তো আমি নিমন্ত্রণ করিনি।

ধূম্রাক্ষ। না করাই আপনার অন্যায় হ'য়েছে। মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে সে অন্যায় আরও বাড়িয়ে তুলেছেন।

দক্ষ। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ! প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ভিখারী শিবের গলায় বরমাল্য দেবে, একি আমার কলঙ্কের কথা নয়? ত্রিভুবন আমাকে শিবের শ্বশুর ব'লে ব্যঙ্গ করবে, এর চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ ঠিকই বলেছেন।

দক্ষ। তা তো ব'লেছি। কিন্তু এও সত্য যে, শিব আগে যাই ক'রে থাক, সতীর প্রভাবে তার স্বভাব বদলে যেতে পারে। পারে কি না?

ধূম্রাক্ষ। নিশ্চয়ই পারে।

দক্ষ। তবে কৈলাস দগ্ধ ক'রে লাভ?

ধূম্রাক্ষ। লাভ এই যে, সংসার জানবে, প্রজাপতি দক্ষের প্রতিহিংসা পুত্র-কন্যা বাছে না। তাঁর প্রশংসায় আকাশ বাতাস পূর্ণ হবে, আর তাঁর আদরিণী কন্যা ভোলানাথের সঙ্গে শ্মশানে মশানে ঘুরে পিতার গৌরব-পতাকা উড়িয়ে যাবে।

দক্ষ। হুঁ,—তুমি তা হ'লে বল্‌তে চাও, সতীকে আমার ক্ষমা করা উচিত ?

ধূম্রাক্ষ। ক্ষমা করা নয়—ক্ষমা চাওয়া উচিত।

দক্ষ। ধূম্রাক্ষ,—

ধূম্রাক্ষ। আপনি তা পার্‌বেন না মহারাজ।

দক্ষ। আর সব রাজকন্যারা কোথায় ?

ধূম্রাক্ষ। তাঁরা সবাই মহারাণীকে ঘিরে কাঁদছেন, আর মহাদেবকে ধিক্কার দিচ্ছেন।

দক্ষ। মহাদেবকে ধিক্কার দিচ্ছেন ? তারা ধিক্কার দেয় কোন সাহসে ? তাদের স্বামীদের গুণপনা কে না জানে ? যাও, তাদের বল গে, কাঁদতে হয়, তারা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদুক, এখানে নয়।

ধূম্রাক্ষ। তা হ'লে এখন আমি কি কর্‌বো মহারাজ ?

দক্ষ। সভামণ্ডপ ধূলিসাৎ ক'রে দাও, আর বিবাহের যত আয়োজন সব নদীতে ফেলে দাও।

[ধূম্রাক্ষের প্রস্থান।

দক্ষ। (বিগ্রহের উদ্দেশে)

বল, বল হে ভাঙ্গড় ভোলা,

কেন মোর শান্তিময় গৃহে

জ্বালাইলে অশান্তি-অনল ?

ভূত তুমি শ্মশানবিহারী,

তবু দয়া করি রাজগৃহে
তোমার হ'য়েছে পূজা।
এই কি তাহার ফল?
কুলে মোর কালি দিলে ভোলা?
বিগ্রহ তোমার চূর্ণ করি
মিশাইব ধূলিরেণু সনে।
(বিগ্রহ তুলিবার চেষ্টা)
একি! নীরস দারুর মূর্ত্তি
এত গুরুভার! মহাবল দক্ষ
তারে তুলিতে না পারে!
যাদুকর! যাদুকর! দেখি তুমি
কত শক্তিমান। (মুষ্ট্যাঘাতের চেষ্টা)
কি আশ্চর্য্য, হস্তে মোর কে চাপালো
পাষাণের ভার! ওঃ—ধূম্রজালে
বেড়িল ভুবন! অন্ধকার, অন্ধকার!
কোথা পথ? কোন্ দিকে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিকপালের গৃহ।

গন্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গন্ধেশ্বরী। কি বিপদেই পড়িছি এই নারায়ণকে নিয়ে। কত্তাটি তো ঠাকুরদেবতা দুই চক্ষে দেখতে পারে না। যদি বলি কলা এনো, নিয়ে আসবে মুলো। ভক্তিছেদ্দা থাকলে তো? নিজের পেটটি ঠাণ্ডা থাক্‌লেই হ'লো। অহঙ্কার কচ্ছিনে; কিন্তু আমার মত সব ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করবে, এমন লোক এখনও জন্মায় নি। এই দেখ না, তিনমাস ধরে খরচ বাঁচিয়ে এই সন্দেশের ভোগ তৈরী ক'রেছি; তবু এক চোখো দেবতা মুখ তুলে চায়? ঐ যাঃ, ঠাকুরঘরের চাবিটা আবার কোথায় গেল? জ্বালালে দেখছি। (ভোগ প্রভৃতি রাখিয়া) ছোট্ট আবার চাবি আনতে,—ধেৎ।

[প্রস্থান।

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। দেবতাগুলোকে ভোগ দেওয়া মহাপাপ। ব্যাটাদের যে পূজো কর্‌বে, তারই সর্ব্বনাশ হবে। বুড়ো মহাদেবটার কাণ্ড দেখ। সগুষ্টি মিলে য্যাদ্দিন তোয়াজ ক'রে খাওয়ালে, আর রাজার মেয়েটিকে নিয়ে লম্বা। ঘরে আর ঠাকুর-দেবতা রাখা হবে না। শ্রীমান্ গোলোকবিহারীকে আজই জলসই কর্‌বো। একি, ভোগ! বাঃ, এ যে সন্দেশ দেখছি। ঠাকুর তো জলে যাচ্ছেন, সন্দেশ খেয়ে কি আর হজম হবে? তার চেয়ে আমার ভোগেই—(আরাম করিয়া সন্দেশ খাইতে লাগিল)

গন্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গন্ধেশ্বরী। মাথা খেয়েছে আমার। কোথায় হারালো চাবিটা?

দিকপাল। (স্বগতঃ) হারাবে কেন? আমার কাছেই ত আছে। আঃ, বেশ জিনিষ।

গন্ধেশ্বরী। আ-মর্, কুকুর নাকি? দফা সেরেছে। (ছুটিয়া নিকটে আসিল) ওমা, তুমি! কি কর্‌ছ তুমি?

দিকপাল। ভোগে তা দিচ্ছি।

গন্ধেশ্বরী। ওঠ মীগ্‌গির, ওঠ। (হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল) একি, সন্দেশ। সন্দেশ কি হ'লো?

দিকপাল। আমি তো খেলুম।

গন্ধেশ্বরী। খেলে? ওরে হতভাগা মিন্‌সে, ওরে অনাচারী মেলেচ্ছ, সন্দেশ কি তোমার জন্তে ক'রেছিলুম?

দিকপাল। আমি তো তাই ভাবলুম।

গন্ধেশ্বরী। মরণ হয় না তোমার? আমি তিন মাস পয়সা জমিয়ে জমিয়ে ঠাকুরের ভোগ তৈয়ের ক'রেছি, তুমি গোগ্রাসে সব গিলে ফেল্‌লে? তোমার জন্তে সন্দেশের ভোগ দেবো? ছাই দেবো মুখে।

দিকপাল। একটু জল আন, গলা আটকে আসছে।

গন্ধেশ্বরী। মর, দম বন্ধ হ'য়ে মর। মিন্‌সে কি কর্‌লে গো? ঠাকুরের ভোগ মেরে দিলে? নরকেও যে স্থান হবে না।

দিকপাল। না হয় স্বর্গেই থাকবো, আর কি কর্‌বো বল?

গন্ধেশ্বরী। হায় হায়রে, এ যে মেলেচ্ছও পারে না। আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।

দিকপাল। হাঁ-হাঁ, অমন কাজ ক'রো না গন্ধেশ্বরি! আত্মহত্যা মহাপাপ।

গন্ধেশ্বরী। তোমার মত মহাপাপীর ঘর করা আরও মহাপাপ। যাও, এখন সন্দেশ এনে দাও, নইলে রসাতল কর্‌বো।

দিকপাল। এ অসময়ে কোত্থেকে সন্দেশ আন্‌বো?

গন্ধেশ্বরী। যেখান থেকে পার।

দিকপাল। তা হ'লে তো আমাকে জোলাপ নিতে হয়।

গন্ধেশ্বরী। কি, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে মস্করা! হতভাগা মেলেচ্ছ।

দিকপাল। খবরদার, ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ করিসনি।

গন্ধেশ্বরী। মেলেচ্ছ আর কাকে বলে রে ড্যাকরা।

দিকপাল। থাম তুমি ডেক্‌রি! হাজার দিন ব'লেছি, ঠাকুর-দেবতা পুষো না। ওরা লোক ভাল নয়।

গন্ধেশ্বরী। কেন, কি ক'রেছে ঠাকুর-দেবতা তোমার?

দিকপাল। সতীর কথা শোননি? মহাদেবকে পূজো করতো। ব্যাটা মহাদেব তাকে নিয়ে সটান লম্বা। তোমার ওই গোলোকবিহারীও এলো ব'লে। হঠাৎ একদিন তোমাকে নিয়ে চম্পট দেবে।

গন্ধেশ্বরী। মিন্‌সে বলে কি? মহাদেব সতীকে নিয়েছে ব'লে নারায়ণ এই বুড়ো মাগীকে নেবে?

দিকপাল। আরে দেবতাদের বুড়ী ছুঁড়ী নেই, একটা হ'লেই হ'লো।

গন্ধেশ্বরী। মিন্‌সে কি পাগল! নারায়ণ আস্‌বে আমাদের ঘরে!

দিকপাল। নারা—খুড়ি, গোলকবিহারীর বাবা আসবেই। ও ব্যাটাদের কখনও নাই দিতে আছে? একবার ফুলচন্দন দিলে আর রক্ষে নেই। হয় মেয়ের সঙ্গে পিরীত করবে, না হয় বউকে ভোগা দেবে, আর নয়তো ছেলের ঘাড় মটকে রেখে যাবে। আমার ছেলে বল, মেয়ে বল, সব তুমি। তোমাকে যদি নেয়—

গন্ধেশ্বরী। নারায়ণ যদি আমাকে নেন তো তোমার বাপের ভাগ্যি।

দিকপাল। তাই নাকি? পিরীত জমেছে তা হ'লে?

গন্ধেশ্বরী। দূর হাউড় মিন্‌সে। তুমি সন্দেশ আনবে কি না?

দিকপাল। তুমি জল আনবে কি না?

গন্ধেশ্বরী। তুমি জলের বদলে ছাই খাও।

দিকপাক। সন্দেশের বদলে তোমার গোলোকবিহারীকে—

গন্ধেশ্বরী। একশোবার খালি "গোল্লাবিহারী গোল্লাবিহারী!" কেন, নারায়ণ বল্‌তে পার না?

দিকপাল। বল্‌লেই এসে পড়বে।

গন্ধেশ্বরী। ওঃ, কত পুণ্যি করেছ তুমি, একবার নামটা বল্‌লেই দেবতা এসে চোখের সামনে দাঁড়াবে। তবু যদি সারা জীবনে একটিবারও ফুলজল দিতে।

দিকপাল। যা যা, ফুলজল দেবো না ঘোড়ার ডিম দেবো।

গন্ধেশ্বরী। তবে আজ তোমাকেই রেঁধে নারায়ণের ভোগ দেবো।

দিকপাল। কোথায় পাবে তুমি তাকে? এই আমি যাচ্ছি ব্যাটাকে জলসই করতে। (বিগ্রহ লইল)

গন্ধেশ্বরী। ওমা, যাবো কোথায় গো? ঠাকুরকে জলে ফেল্‌বে কি গো?

দিকপাল। ফেল্‌বো না তো কি? বিগ্রহ থাকলেই নিজে এসে হাজির হবে। তোর সঙ্গে পিরীত করবে আর আমাকে চ্যাংদোলা ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সেটি হবে না। এত শীগ্‌গির আমি স্বর্গে যাবো কোন্ দুঃখে? [প্রস্থানোদ্যোগ]

গন্ধেশ্বরী। বলি, যাচ্ছ কোথায়? ঠাকুর দিয়ে যাও। (বিগ্রহ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

দিকপাল। ছেড়ে দাও গন্ধেশ্বরি, ছেড়ে দাও। (গন্ধেশ্বরী বিগ্রহ

ছিনাইয়া লইল) যাঃ শালা, মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন ! মাগীর কি হাতীর মত বল রে ! নিলে নিলেই। যাচ্ছি আমি রাজবাড়ী। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে তোর গোলকবিহারীর মুণ্ডপাত করবো।

গন্ধেশ্বরী। তোমার পিণ্ডি চটকাবো আমি।

দিকপাল। খবরদার, ভোগ দিসনি বল্‌ছি। দেবতার ঝাঁক নেমে এসেছে ; যাকে পাচ্ছে, তাকেই বিয়ে কর্‌ছে, কাঁকে পেলেই হয়।

গন্ধেশ্বরী। তাই নাকি ?

দিকপাল। তবে আর বল্‌ছি কি ? মহাদেব পথ দেখিয়েছে ; দেবতাদের আর পায় কে ?

গন্ধেশ্বরী। কি রকম ? সত্যি বল্‌ছো ?

দিকপাল। সত্যি না তো কি ? বিশ্বেশ্বরের দিদিশাশুড়ী রোদে বসে কাঁথা সেলাই কচ্ছিল, বিশ্বকর্ম্মা তাকে নিয়ে হাওয়া। দীনবন্ধু তালুইয়ের ছোটমেয়ে যমপুকুরে ব্রত করছিল, যমরাজ এসে ছোঁ মেরে মেয়েটাকে নিয়ে গেল। অরাজক ! অরাজক ! ওই শোন্ নূপুরের শব্দ ! একবার ডাকলেই হয়। খবরদার, নাম করিসনি। সর্ব্বনাশ হবে রে, সর্ব্বনাশ হবে।

প্রস্থান।

গন্ধেশ্বরী। মন্দ কি ? নারায়ণ যদি বিয়ে ক'রে নিয়ে যায়, নিক না। মিন্সের হাতে পড়ে তো একরত্তি সুখ হ'লো না। বার বছর ধরে ভোগ দিচ্ছি, এক বেলাও বাদ যায়নি। একি সব বৃথাই যাবে ? এত ভক্তি ক'রে কোন্ পোড়াকপালী পূজো করছে, দেখিয়ে দিক না। উনুন-মুখীরা বলে কি না আমি বুড়ী। একবার রথে উঠলে হয়, দেখিয়ে দেবো, বুড়ী কে, আর ছুঁড়ী কে। নারায়ণ ! নারায়ণ ! [প্রস্থান।

ঐক্যতান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির।

মালবিকার প্রবেশ।

মালবিকা। হে ভোলানাথ, হে সদানন্দ মহাদেব, কেন তোমার মুখে আজ আষাঢ়ের মেঘ জমেছে? কি অপরাধ আমি ক'রেছি শঙ্কর? তোমার সেবার কি কোন ত্রুটি হ'য়েছে? প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

সহচরীগণের প্রবেশ।

১ম সহচরী। একি বউরাণি, ঠাকুরের চোখে জল কেন?

মালবিকা। জল! তাই তো! কে কি করেছিস তোরা? ভোলানাথ তো কখনও কাঁদে না।

গীত।

সহচরীগণ:—

বউ কি তোমার হা'রিয়ে গেছে, কাঁদ কেন মহেশ্বর?
লাজের মাথা আর খেও না, হাসছে বিশ্বচরাচর॥
ভাগ্যবান সে, বউ মরে যার,
দুঃখ কি, বউ আসবে আবার,
যদিও তুমি বাহাত্তুরে, তবু পুরুষ চির-বর।
হে ভোলানাথ, আর কেঁদো না,
কাঁচ হারালো, আছে সোনা,
আমরা দেবো গলায় মালা, ভয় কি তোমার দিগম্বর॥

মালবিকা। কি পাগলের মত বকছিস? দেখছিস না, ঠাকুরের মুখ ক্রমেই অন্ধকার হ'য়ে আসছে?

১ম সহচরী। মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে দাও, আর ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দাও; এখুনি আবার হেসে উঠবে।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

মালবিকা। অপরাধ নিও না শঙ্কর,
বুদ্ধিহীনা নারীমাত্র আমি,
নাহি জানি ভজন পূজন,
সেবায় তোমার যদি কিছু
হ'য়ে থাকে দোষ আজকে
নিজগুণে ক্ষমিও দাসীরে।

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। মালবিকা,—
মালবিকা। কেন মা?
প্রসূতি। কুমার কি ফিরিয়াছে ঘরে?
মালবিকা। ফিরিলে তো তুমি আগে জানিতে জননি।
প্রসূতি। বড়ই চঞ্চল মন!
নিশিযোগে দেখেছি স্বপন,
সতী মোর শুষ্কমুখে মলিন বসনে
দাঁড়ায়েছে গৃহকোণে মোর।
চারিদিকে বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী,
আনন্দে ভরেছে দশদিক;
ম্লানমুখী কন্যা মোর কারো পানে

ফিরিয়া না চায়। স্নেহভরে বক্ষে টানি
জিজ্ঞাসিনু তারে,—"মা গো, কেন তোর
মলিন বয়ান?" বক্ষে মোর মুখ রাখি
নীরবে কাঁদিল সতী, নন্দী কাঁদে,
কাঁদে তার কেশরী বাহন,
সেই সঙ্গে কেঁদে মরে বিশ্বচরাচর।

মালবিকা। কেন চিন্তা জননী গো?
সতী তব শিবের ঘরণী।
তার সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে
কেহ নাহি আর। পতি যার শিব,
দুঃখ তারে স্পর্শিতে না পারে।

প্রসূতি। কুমার আসিলে ঘরে
পাঠায়ে দিও মা তারে কৈলাসের ধাম।
কতদিন দেখি নাই মায়েরে আমার।
সব মেয়ে আসে যায়;
সতী মোর সেই গেছে, আর ফেরে নাই।
যদি পারে একটি দিনের তরে
মায়ে যেন দিয়ে যায় দেখা।

মালবিকা। না মা। সতীরে দেখিতে যদি চাও,
জামা'য়েরে কর নিমন্ত্রণ।
শঙ্কর আসেন যদি,
কন্যা তব নিশ্চয় আসিবে সাথে।
সতী ছাড়া ভোলানাথ এক পাও
চলে না জননি।

প্রসূতি। জামাই কি এত ভালবাসেন সতীরে?

মালবিকা। ত্রিভুবনে এ প্রেমের নাহি মা তুলনা।

প্রসূতি। তুমি তবে শঙ্করেরে পাঠাও আনিতে।

মালবিকা। কোন চিন্তা নাই মা তোমার;
অচিরেই শিবসনে সতীরে দেখিবে ঘরে।

প্রসূতি। শিবপূজা হ'য়েছে মা শেষ?
একি! শঙ্করের দু'নয়নে
ঝরিছে কি জল?

মালবিকা। না মা, এ তোমার নয়নের ভ্রম।

প্রসূতি। ভ্রম! দেখি। [বিগ্রহের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন]
ভ্রম নয়, ভ্রম নয় মালবিকা।
যতই মুছাই, তত ঝরে আঁখিজল।
শিব কাঁদে? সদানন্দ ভোলানাথ
কেঁদে হ'লো সারা?

মালবিকা। মা,—

প্রসূতি। কেহ কভু দেখে নাই শিবেরে কাঁদিতে।
শিব কাঁদে! ওরে, দক্ষালয়ে কাঁদে শিব!
কিবা সে দারুণ দুঃখ, শিবের নয়নে
যাহে ঝরে অশ্রুজল!
বাবা, বুকে ব্যথা কে দিল তোমার?
ওরে, কে কোথা আছিস্ তোরা,
ছুটে আয়—ছুটে আয়,
মুছায়ে দে শিবের নয়ন।
শিব কাঁদে দক্ষালয়ে,—একি অমঙ্গল!

বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। অমঙ্গল আরম্ভ হ'য়েছে মা?

প্রসূতি। কি বীতশোক, তোমার মুখখানাও এমন মলিন দেখছি যে? কি হয়েছে বাবা? প্রজাপতি ভৃগুর যজ্ঞশালায় কোন অনর্থ হয়নি তো?

বীতশোক। না, অনর্থ আর কি?

মালবিকা। মহাদেব এসেছিলেন?

বীতশোক। তিনি আগেই উপস্থিত হ'য়েছিলেন।

প্রসূতি। সতীর কথা কিছু বল্লেন? কেমন আছে, আমার সতী?

বীতশোক। সে কথাটা তো জিজ্ঞাসা করিনি (মালবিকাকে) ভালই আছে। কি বল?

মালবিকা। মহাদেব যার স্বামী, তার কি সুখের অন্ত আছে না?

বীতশোক। ওই শোন।

প্রসূতি। কথাটা তোর বাবাকে একবার বলতে পারিস?

বীতশোক। বলে কোন লাভ নেই। দিদি যেদিন শিবের গলায় বরমাল্য দিলে, সেদিন থেকে শিবকে তিনি কি বিষ-দৃষ্টিতেই যে দেখে আসছেন, ভাবতেও ভয় হয়।

প্রসূতি। মেয়েটা সেই যে গেল, আর এল না।

বীতশোক। কবে তোমরা আনতে পাঠিয়েছ?

মালবিকা। তুমি একবার যাবে?

বীতশোক। কোথায়?

মালবিকা। কৈলাসে। মা দুঃস্বপ্ন দেখে বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছেন; দিদিকে গিয়ে নিয়ে এস। আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি, আমারও বড় সাধ হয়।

বীতশোক। সাধ তো আমারও হয়, কিন্তু দিদি একা আসবে না।

প্রস্থতি। একা কেন? শিবকেও নিয়ে আসবে।

বীতশোক। তা হয় না মা।

মালবিকা। কেন?

বীতশোক। মা, তোমার আরও মেয়ে জামাই আছে; তাদের এনে সাধ আহ্লাদ পূর্ণ কর। দিদিকে তুমি ভুলে যাও।

প্রস্থতি। ভুলে যাবো? আমার ছোট মেয়ে সতী, তাকে আমি ভুলে যাবো? এ তুমি কি বল বীতশোক?

মালবিকা। কি হ'য়েছে বল তো?

বীতশোক। আমরা ভুল ক'রেছিলুম মা। পিতা এখনো মহাদেবকে ক্ষমা করেননি। যজ্ঞসভায় মহাদেবকে তিনি অপমান ক'রেছেন।

প্রস্থতি, মালবিকা। অপমান!

প্রস্থতি। মহাদেবকে?

মালবিকা। তাই কি তোমার চোখে জল, মহাদেব?

প্রস্থতি। বীতশোক,—

বীতশোক। মা, পিতা বিশ্ববন্দিত প্রজাপতি। তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ামাত্র দেব দানব যক্ষ রক্ষ—যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে পিতাকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করলে, কিন্তু মহাদেব গাত্রোত্থান করলেন না।

প্রস্থতি। তারপর?

বীতশোক। তারপর পিতা ক্রোধের বশে শিবকে অত্যন্ত কটুভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন; স্বার্থপর চাটুকারগণ ইন্ধন যোগাতে লাগলো। কি বল্‌বো মা, মহাদেব যদি মৃত্যুঞ্জয় না হ'তেন, এতক্ষণে তাঁর চিহ্নও থাকতো না।

মালবিকা। কি বল্‌লেন বাবা?

বীতশোক। বল্‌লেন,—এই শ্মশানচারী কদাচারী মহাদেব ছলে বলে কৌশলে আমার কন্যারত্ন হরণ ক'রেছে। এই অসামাজিক বর্ব্বর নির্গুণ হ'লেও আমার জামাতা ব'লে দেবসমাজে বরণীয়, তবু এর এমন দর্প যে, বিশ্ববন্দিত শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষকে পর্য্যন্ত অবহেলা করে।

প্রসূতি। প্রজাপতি একথা বল্‌লেন?

বীতশোক। সব কথা আমি বল্‌তে পারছি না মা।

মাবলিকা। কেউ বাধা দিলে না?

বীতশোক। কে বাধা দেবে? পিতামহ ব্রহ্মা একবার মুখ তুলেছিলেন, পিতার ধমক খেয়ে তিনি চোখ বুজে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন। বিষ্ণু আকাশের দিকে চেয়ে বোধ হয় বৈকুণ্ঠের কথা ভাবছিলেন। আর যারা ছিল, তারা জীবিত কি মৃত, বুঝতে পারলাম না।

প্রসূতি। মহাদেব নিজে কি করলেন?

বীতশোক। মহাদেব যে মহা-দেব, তাঁর কি রাগ আছে মা? পিতার তিরস্কারে তিনি নীরবে শুধু হাসলেন। তাঁর মাথার উপরে কালসাপ ফণা তুলে গর্জ্জন ক'রে উঠলো, দোরে বাঁধা বলদটা বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে এলো। তিনি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—"যে সয়, তারই জয়।"

প্রসূতি। এমন জামাই কে কবে পেয়েছে? তবে জামাই এ কাজটাও ভাল করেনি; শ্বশুরকে সম্মান দেখানো তাঁর উচিত ছিল।

বীতশোক। তা ছিল বই কি? শ্বশুর ব'লে কথা।

মালবিকা। তুমি ভুল বুঝেছ।

বীতশোক। ভুল বুঝেছি? মহাদেবের এ অন্যায় দর্প নয়?

মালবিকা। না।

বীতশোক। তবে কি?

মালবিকা। সামাজিকতা।

বীতশোক। কি রকম?

মালবিকা। সভায় তিনি জামাই হ'য়ে যাননি, গিয়েছিলেন দেবতার পক্ষে মহা-দেব হ'য়ে।

বীতশোক। তাই তো বটে! তিনি তো জামাই হ'য়ে যাননি।

মালবিকা। তুমি যদি একটা সভায় সভাপতি হও, আর বাবা যদি সেই সভায় উপস্থিত হন, তুমি কি আসন ছেড়ে নীচে নেমে বসবে?

বীতশোক। না, তা তো নয়।

মালবিকা। তবে?

বীতশোক। তবে? একথা আমায় এখন ব'লে লাভ কি হ'লো? কথাটা আগে বলতে পারনি? আমি যে পিতার কাছে ব'লে এসেছি, মহাদেবের অন্যায় হ'য়েছে।

প্রসূতি। এখনি গিয়ে সত্য কথা বল।

বীতশোক। এখন বললে হয়তো তিনি মনে করবেন, স্ত্রী শিখিয়ে দিয়েছে।

প্রসূতি। তাতে লজ্জা কি বাবা? ওর গৌরবে তোমারই গৌরব।

বীতশোক। হুঁ, গৌরব। বেশ, যাচ্ছি, কি বলবো?

মালবিকা। বলবে, মহাদেবের কোন অন্যায় হয়নি।

প্রসূতি। তারপর কৈলাসে গিয়ে তাদের নিয়ে এস।

বীতশোক। (মালবিকাকে) কি, যাবো কৈলাসে?

মালবিকা। নিশ্চয়ই যাবে।

বীতশোক। কিন্তু পিতা যে বিধান দিয়ে ফেলেছেন মা। সবাই তা মেনেও নিয়েছে।

প্রসূতি। কি বিধান বীতশোক?

বীতশোক। শিবকে আর যজ্ঞভাগ দেওয়া হবে না। এবার থেকে শিবহীন যজ্ঞ হবে।

প্রসূতি। শিবহীন যজ্ঞ! সবাই তা মেনে নিয়েছে?

বীতশোক। দেবতাদের মধ্যে যারা এ বিধান মানবে না, তারাও কেউ যজ্ঞভাগ পাবে না।

প্রসূতি। কি আশ্চর্য্য! দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বের সভায় এমন একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিলে? শিবহীন যজ্ঞের কথা কেউ কখনও শুনেছ! যাক, তুমি আর তবে কি করবে? বুঝতে পারছি, প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে।

বীতশোক। তবেই দেখ, পিতাকে আর অনুরোধ করা নিষ্ফল।

মালবিকা। নিষ্ফল ব'লে হাত পা গুটীয়ে বসে থাকবে? তাঁকে বুঝিয়ে বল।

বীতশোক। বিধান যে দিয়ে ফেলেছেন।

মালবিকা। যিনি বিধান দিতে পারেন, তিনি সে বিধান প্রত্যাহার করতেও পারেন।

বীতশোক। এ তো সহজ কথা। দেখেছ মা, বউয়ের মাথা কি পরিষ্কার! এই জন্যই ওকে আমি এত ভক্তি করি, আর তোমরা বল—

মালবিকা। আঃ, কি বাজে বলছো!

বীতশোক। কথাটা ভাল হয়নি বুঝি? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। মা, তোমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে এমন বউ—

মালবিকা। আবার?

প্রসূতি। (মৃদু হাসিলেন)

বীতশোক। হাস আর যাই কর, যেদিন ওকে চিনতে পারবে, সেদিন আর আমায় স্ত্রৈণ বলতে পারবে না। [প্রস্থান।

মালবিকা। মা, তুমি পুরোহিতকে সংবাদ দাও; আমি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করবো। দেখেছ, মহাদেবের চোখ দিয়ে এখনও জল পড়ছে।

প্রসূতি। অশ্রুজল সংবরণ কর মহাদেব। তুমি যে শিব, তুমি যে মঙ্গলের বিগ্রহ, কারও অমঙ্গল তো তুমি করতে পার না। হে শিব, প্রসন্ন হও।

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। বউমা,—

মালবিকা। কেন কাকা?

ধূম্রাক্ষ। বড় কঠিন আদেশ নিয়ে এসেছি মা লক্ষ্মি!

প্রসূতি। কি ধূম্রাক্ষ, তুমি কাঁপছো যে?

ধূম্রাক্ষ। আপনারা বাইরে আসুন মহারাণি।

প্রসূতি। কেন?

ধূম্রাক্ষ। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ক'রে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে।

মালবিকা। আগুন ধরিয়ে দেবেন? কেন?

ধূম্রাক্ষ। প্রজাপতির আদেশ।

প্রসূতি। কি আদেশ?

ধূম্রাক্ষ। রাজ্যে যত শিবের বিগ্রহ আছে, এমনি ক'রেই দগ্ধ করতে হবে। এ রাজ্যে শিবের পূজো আর হবে না, শিবের স্তব কেউ উচ্চারণ করতে পাবে না; এমন কি, যে পুঁথিতে শিবের নাম আছে, তাতেও অগ্নিসংযোগ করতে হবে।

প্রসূতি। প্রজাপতির মতিভ্রম হ'য়েছে।

মালবিকা। চুপ কর মা।

প্রসূতি। চুপ করবো? সভাস্থলে শিবের অপমান, তাঁর যজ্ঞভাগ

বন্ধ, তার উপর বিগ্রহের এই লাঞ্ছনা! না, এ আমি হ'তে দেবো না। আমার চোখের উপর শিবের বিগ্রহ দগ্ধ করবে, আর আমি মুখ বুজে সহ্য করবো? তা হবে না ধূম্রাক্ষ।

ধূম্রাক্ষ। উপায় নেই মহারাণি। প্রজাপতির আদেশ আমাকে এখনি পালন করতে হবে।

প্রসূতি। ধূম্রাক্ষ, তোমার মেয়ে-জামাই আছে না? তোমার চোখের উপর তোমার জামাইয়ের একখানা ছবি এনে কেউ যদি আগুন ধরিয়ে দেয়, সইতে পার তুমি?

ধূম্রাক্ষ। পারি।

প্রসূতি। মমতা হবে না?

ধূম্রাক্ষ। মমতা! মমতা যা ছিল, তোমার সতীর সঙ্গে চলে গেছে। সংসারে যখন আমার কেউ ছিল না, তখন জন্মেছিল সতী। আমার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা সে একাই কেড়ে নিয়েছে। কতদিন রাজসভায় গিয়ে সে আমার কোল জুড়ে বসেছে, কিছুতেই নামেনি; রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রে মহারাজের কাছে কত তিরস্কার পেয়েছি। কিছুই আমি গ্রাহ্য করিনি। উঃ, সে আজ কতদিন নেই! মেয়েটা দেখাও করলে না?

প্রসূতি। ধূম্রাক্ষ!

ধূম্রাক্ষ। সেই সতীর স্বামী মহাদেব। আমার চোখে সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের খনি। মহারাণি, তার বিগ্রহ দগ্ধ করবার পূর্ব্বে আমার নিজের মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। তবু উপায় নেই।

মালবিকা। চল মা, আমরা বেরিয়ে যাই।

প্রসূতি। মালবিকা!

মালবিকা। বিগ্রহের মায়ায় একটা জ্যান্ত মানুষের মৃত্যু ডেকে এনো না মা।

প্রসূতি। তা ব'লে আমার চোখের উপর আমার জামাইকে—

মালবিকা। জামাই নয়, জামাইয়ের বিগ্রহ।

প্রসূতি। হতভাগি, তুই বলিস কি ?

মালবিকা। কেন ভাবছ মা? স্বয়ং দেবতাকে যে পেয়েছে, তার আর বিগ্রহে প্রয়োজন নেই। যদিই প্রয়োজন থাকে, যাঁর বিগ্রহ তিনই রক্ষা করবেন। মহেশ্বর, তুমি জাগো, শক্তির অহঙ্কারে যারা তোমাকেও অবহেলা করে, তাদের তুমি বুঝিয়ে দাও যে, তুমি নির্জ্জীব পাষাণ নও, তুমি সজীব, তুমি শক্তিমান।

[প্রণাম করিল ; তারপর প্রসূতির হাত ধরিয়া প্রস্থান]

ধূম্রাক্ষ। জাগো মহাকাল, জাগো।

গীতকণ্ঠে পূজারীর প্রবেশ।

গীত।

পূজারী।—

জাগো মহাকাল।
ফণি-রূপে ফণা তুলে ঢালুক বিষের জ্বালা
দিগন্ত-ব্যাপী জটাজাল॥
ভৈরবে গরজিয়া শিঙ্গা উঠুক বাজি,
অনাচারী বিশ্বে নামুক প্রলয় আজি ;
সংহার—সংহার,
ছাই হোক সংসার ;
মহাশ্মশানের বুকে নাচুক তালবেতাল।
জাগো মহাকাল॥

[বিগ্রহ আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

ধূম্রাক্ষ। ছেড়ে দাও পূজারি। তুমি বাইরে যাও। আমি মন্দির রুদ্ধ ক'রে আগুন ধরিয়ে দেবো।

পূজারী। আমি যাবো না। কারও সাধ্য নেই আমার বুক থেকে আমার ঠাকুরকে ছিনিয়ে নেয়। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, ঠাকুরের সঙ্গে আমাকের দগ্ধ কর।

ধূম্রাক্ষ। আমায় অপরাধী ক'রো না ব্রাহ্মণ। বিগ্রহ দাও, দাও বিগ্রহ।

পূজারী। না—না।

ধূম্রাক্ষ। কেন মরবে পাগল!

পূজারী। কেন মরবো, শুনবে? এই অনাচারী দক্ষ আমার ঠাকুরকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ক'রেছে। অথচ সংসারে এমন কেউ নেই, যে তাকে ধ্বংস করতে পারে। আমার মৃত্যু দিয়ে আমি তার মাথায় ব্রহ্মহত্যার পাপ চাপিয়ে দিয়ে যাবো। সে মরবে, পৃথিবী শীতল হবে; যে মুখে সে শিবের নিন্দা ক'রেছে, তার সেই মুখ—

ধূম্রাক্ষ। ব্রাহ্মণ!

পূজারী। যাও—যাও, আমি শুনবো না। আমি মরবো, মরে ভূত হ'য়ে দক্ষের রক্ত চুষে খাবো।

ধূম্রাক্ষ। তবে আর আমার অপরাধ নেই। বিগ্রহের সঙ্গে তুমিও দগ্ধ হও।

[প্রস্থান।

পূজারী। মহেশ্বর, তুমি কি এতই শক্তিহীন? দর্পীর দল তোমাকে পদানত করতে চায়। তাদের জানিয়ে দাও যে, পশুবলে তোমাকে জয় করা যায় না, তোমাকে জয় করা যায় শুধু প্রেমে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর—অলিন্দ।

কাল—রাত্রি।

প্রাসাদের চারিদিকে একটা করুণ সুর ধ্বনিত হইতেছিল; নিদ্রাহীন প্রজাপতি দক্ষ বাহির হইয়া আসিলেন।

দক্ষ। ওই পথে গেছে মোর নয়নের তারা
কৌশলে ভুলায়ে মোরে ভাঙ্গড় শঙ্কর।
সতীরে ছিনায়ে নিল বক্ষ হ'তে মোর।
সেই গেছে, ফিরিল না আর।
মাসে মাসে বর্ষ গেছে,
বর্ষে বর্ষে কত যুগ গিয়াছে বহিয়া;
আশায় বিনিদ্র নিশা কত গেছে ব'য়ে,
অপূর্ণ রহিল সাধ, সতী মোর
ফিরিল না আর।
প্রমত্ত ধূর্জ্জটি কৈলাসের তপোবনে
বাঁধিয়া রেখেছে তারে।
"বাবা" বলি কত বুঝি কাঁদে সতী মোর,
পাগল শঙ্কর কত বুঝি করে নির্য্যাতন।
ওঃ—ভাবিতে বিদরে হিয়া,
মহার্ঘ্য কৌস্তভমণি ডুবিল সাগরে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। জয় হোক মহারাজ!

দক্ষ। যজ্ঞভাগে বঞ্চিত শঙ্কর,
অপাংক্তেয় দেবের সমাজে,
তবু তার উদ্ধত মস্তক
লুণ্ঠিত হ'লো না মোর চরণের তলে!
পূজনীয় শ্বশুরের পায়ে
তবুও সে চাহিল না ক্ষমা!
কে বুঝিবে বেদনা আমার?
এই ভ্রষ্টাচারী মহাদেব
জামাতা আমার,
গুণবতী রূপসী দুহিতা মোর
তাহার ঘরণী। কার দোষ?

নারদ। ভাগ্যবতী কন্যা তব,
ভাগ্যবান তুমি প্রজাপতি,
পবিত্র এ বংশ তব, মহেশ্বরে
বাঁধিয়াছ বিবাহ বন্ধনে।

দক্ষ। ভাগ্য! হে নারদ, এত ভাগ্য
কার ত্রিভুবনে? এমন দুহিতা যার,
তাহার জামাতা উন্মাদ, শ্মশানচারী,
গৃহহীন, ভস্ম মাখে গায়;
দুর্গন্ধ হাড়ের মালা দুলিছে গলায়।
ধর্ম, অগ্নি, চন্দ্র মোর আরও তিন

আছেন জামাতা ;   রূপে গুণে
ত্রিভুবনে জনে জনে তুলনাবিহীন।
পত্নীরা তাদের সুখৈশ্বর্য্যে
কাটাইছে দিন।   আর সতী ?
হায়, অন্ন বস্ত্র আভরণ
কিছু নাহি তার।   নানা রত্ন অলঙ্কার
ছিল তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে,
শুনিয়াছি, কিছু তার নেয় নাই ভাঙ্গড় শঙ্কর।

নারদ। হে রাজন্, রাখ অনুরোধ,
শিবনিন্দা আর কভু আনিও না মুখে।
অকারণে যজ্ঞভাগে শিবেরে বঞ্চিত
করি যে কাল-বিধান তুমি
দিয়াছ ভুবনে,—দেখ তার
অনিবার্য্য ফল।   কে করিবে ত্রিসংসারে
শিবহীন যাগ ?   বহুদিন যাগযজ্ঞ
করে নাই কেহ।   বৃত্তিহীন দেবগণ,
যজ্ঞধূমবিরহিত শ্বাসরোধী বায়ু,
ক্রিয়াহীন ভ্রষ্টাচারী মানবসমাজ।
অশিবে ভরেছে ধরা,
ভেঙ্গে গেছে সমাজবন্ধন।
পুরুষ বিলাসে মগ্ন, মতিচ্ছন্ন নারী।
কত আর কহিব রাজন্ ?
সৃষ্টি যায় রসাতলে,
শিবেরে প্রসন্ন কর, তুমি প্রজাপতি।

দক্ষ। শিবের প্রসাদে কারও নাহি প্রয়োজন।

নারদ। চেয়ে দেখ মতিমান্,
বৃষ্টিহীন ধরাতল তাম্রবর্ণ
ক'রেছে ধারণ। সপ্তসিন্ধু শুষ্কপ্রায়,
শস্যক্ষেত্রে ধূ ধূ করি জ্বলে হুতাশন।
দুর্ভিক্ষে ভরিল ধরা;
অনাহারে কীটসম মরিছে মানব।
রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রজাপতি,
সুন্দর এ সৃষ্টি বিধাতার।

দক্ষ। সৃষ্টির মঙ্গল তরে
মহাকাল শিবে আমি না করিব ক্ষমা।
প্রজা সংস্থাপনে শিব দেয় পদে পদে বাধা,
আমি সে ভাঙ্গড় শিবে করিব শাসন।
মূর্খ ত্রিভুবন!
যজ্ঞভাগে বঞ্চিত শঙ্কর, তাই কেহ
শিবহীন যজ্ঞ নাহি করে! কেন?
কেবা সে অধম শিব? যজ্ঞে তারে
কিবা প্রয়োজন?

নারদ। সৃষ্টিরক্ষাকারী বিষ্ণু
পাঠাইলা ত্রিভুবনে মোরে।
রাজা প্রজা মুনি ঋষি দেবতা দানব
জনে জনে করযোড়ে করিনু মিনতি;
শিবহীন যজ্ঞে কেহ না হইল ব্রতী।

দক্ষ। সকলেই অসম্মত?

নারদ। কহিলেন দেবরাজ,—শিবের প্রসাদে
ইন্দ্রত্ব পেয়েছি আমি। শিবহীন যজ্ঞ
আমি করিব না কভু।"
অত্রিমুনি দুই কর্ণে দিলেন অঙ্গুলী।
কেহ ভয়ে রহিলেন দ্বার রুদ্ধ করি,
অসুস্থ বলিয়া কেহ করিলেন ভাণ,
আর মহারাজ প্রিয়ব্রত—

দক্ষ। কি কহিলা প্রিয়ব্রত?

প্রিয়ব্রতের প্রবেশ

প্রিয়ব্রত। দেবর্ষি সে কথা ভয়ে বল্‌তে পারবেন না ব'লে আমি নিজেই বল্‌তে এসেছি।

দক্ষ। তোমাকে যে বড় উত্তেজিত দেখছি প্রিয়ব্রত?

প্রিয়ব্রত। উত্তেজিত! প্রজাপতি দক্ষ, তুমি আমার ভগ্নীপতি,—তোমাকে হত্যা কর্‌লে আমার ভগ্নী বিধবা হবে, নইলে তোমার মাথাটা এতক্ষণ কাঁধের উপর থাক্‌তো কি না, সন্দেহ।

দক্ষ। কেন রাজচক্রবর্ত্তি, আমার অপরাধ?

প্রিয়ব্রত। তোমার মাথায় মস্তিষ্ক ব'লে কোন পদার্থ নেই। এমন মাথা পৃথিবীর অনর্থের উৎস। যত শীঘ্র এর নিপাত হয়, ততই মঙ্গল।

দক্ষ। তুমি কার কাছে দাঁড়িয়ে আছ, মনে আছে?

প্রিয়ব্রত। আছে। দাঁড়িয়ে আছি এক বুদ্ধিহীন অপরিণামদর্শী ত্রিলোকের ধ্বংসকামী প্রজাপতির কাছে, যার হাতে আমার ভগ্নীকে সম্প্রদান ক'রে আমি আজ অনুতপ্ত।

দক্ষ। প্রিয়ব্রত,—

প্রিয়ব্রত। শিবের কাছে তুমি এখনও ক্ষমা চাওনি ?

দক্ষ। ক্ষমা চাইবো আমি! অপরাধী শিব, আর আমি চাইবো ক্ষমা! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রাজচক্রবর্ত্তী! তোমাকে শ্যালক পরিচয় দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

প্রিয়ব্রত। রাখ তোমার ঘৃণা। তোমার ঘৃণায় প্রিয়ব্রতের কিছুই যায় আসে না। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বিধান তুমি প্রত্যাহার করবে কি না।

দক্ষ। শিবহীন যজ্ঞের বিধান ?

নারদ। সৃষ্টিটাকে ধ্বংস করবেন ?

দক্ষ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমার পিতা ; তার উপর আমি প্রজাপতি। সৃষ্টির উপর তোমাদের চেয়ে আমার বেশী মমতা।

নারদ। মমতার কি এই নিদর্শন ? সৃষ্টিটা জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, তবু আপনার মানের বড়াই শেষ হবে না ?

দক্ষ। মান আমার আছে, মানের বড়াই আমি করতে পারি, তোমার শিবের কি মান আছে দেবর্ষি ? তার এত মানের বড়াই কেন, জিজ্ঞাসা ক'রে এস।

প্রিয়ব্রত। অসার ঔদ্ধত্যের পায়ে শিব মাথা নত করে না।

দক্ষ। করতে হবে।

প্রিয়ব্রত। তুমি ভুল বুঝেছ প্রজাপতি। শিব যে মঙ্গলের প্রতীক! পথের দিকে না চেয়ে মাথা উঁচু ক'রে চলে যারা, তাদের কখনও মঙ্গল হয় না। মাথা নত কর দক্ষ, জগতের দুঃখ বেদনা নিজের ব'লে গ্রহণ কর, শিব এসে আপনি তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বেন।

নারদ। আজ যদি তিনি আপনার পায়ে মাথা নত করেন, মাথাটা আপনার কাঁধ থেকে খসে পড়বে।

দক্ষ। সুতরাং তোমার শিবকে মাথা উঁচু ক'রেই থাকতে বল। ত্রিভুবন যার পদতলে লুণ্ঠিত, শ্মশানচারী শিবের শ্রদ্ধা তার না হ'লেও ক্ষতি নাই।

নারদ। আপনি মনে করছেন, ত্রিভুবন আপনার আদেশ পরম শ্রদ্ধায় মেনে নিয়েছে? তা নয় প্রজাপতি। সবাই আপনাকে ভয় করে, কেউ শ্রদ্ধা করে না।

দক্ষ। নারদ,—

প্রিয়ব্রত। ভুল বুঝো না দক্ষ। শিব তোমার জামাতা; তাঁর মান তোমাকেই রাখতে হবে।

দক্ষ। ভাঙ্গড়ের আবার মান!

প্রিয়ব্রত। দক্ষ,—

দক্ষ। যাও—যাও, আমার পারিবারিক ব্যাপারে তোমাকে আমি মীমাংসা করতে ডাকিনি।

প্রিয়ব্রত। পারিবারিক ব্যাপার এ নয়। মহাদেব সমগ্র বিশ্বের সম্পদ্। তাঁর অমর্য্যাদায় পৃথিবীর প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে। আমার রথ-চক্রের নিষ্পেষণে যে সপ্তসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, চেয়ে দেখ, তার জলরাশি ধূমের মত উড়ে যাচ্ছে। জগৎ জুড়ে আজ অশিবের তাণ্ডবলীলা! এ অনর্থের অবসান কর দক্ষ; মহাদেবকে তাঁর যোগ্য সম্মান দাও।

নারদ। ভগবান বিষ্ণুরও এই অনুরোধ।

দক্ষ। বিষ্ণুর অনুরোধ আমি গ্রাহ্য করি না।

নারদ। আপনার পিতা ব্রহ্মারও এই ইচ্ছা।

দক্ষ। পিতার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে; তাঁর ইচ্ছার কোন মূল্য নেই।

নারদ। দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব,—সকলেরই এই আকুল প্রার্থনা।

দক্ষ। তাদের প্রার্থনায় আমি পদাঘাত করি।

চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।

চিত্রগুপ্ত। আর একটা কালির পোঁচ পড়ল।

দক্ষ। কে?

চিত্রগুপ্ত। আমি চিত্রগুপ্ত, সৃষ্টির হিসাব-রক্ষক।

দক্ষ। আমার হিসাব আছে?

চিত্রগুপ্ত। আছে বই কি! দেখবে? এই যে।

নারদ। এ তো শুধুই কালি।

চিত্রগুপ্ত। কালি নয়, প্রজাপতি দক্ষের জীবনের চিত্র এ-ই।

দক্ষ। কি আছে চিত্রে?

গীত।

চিত্রগুপ্ত।—

সারাটি অঙ্গে ঘা।
মস্তক হ'তে পা॥
যেদিকে তাকাই শত শত ক্ষত
ক'রে আছে শুধু হাঁ।

দক্ষ। বটে!

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চিত্রগুপ্ত।—

ধারায় ধারায় পুঁয নেমে আসে,
পালায় ধরণী গন্ধে,
তারাও আড়ালে বমি করে মরে,
ভয়ে যারা পায়ে বন্দে;

দক্ষ। চিপ্রগুপ্ত!

পূর্ব্বগীতাংশ।

চিত্রগুপ্ত।—

কিলবিল করে   পোকা সারা গায়
চাটুকারদল তবু নমে পায়,
পাতকের ভারে   লজ্জায় ভয়ে
দুলিছে ধরার গা॥

[প্রস্থান।

দক্ষ। মূর্খ।

প্রিয়ব্রত। সংসারে সবাই মূর্খ, আর তুমি একাই বুদ্ধিমান।

নারদ। রাজচক্রবর্ত্তীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না মহারাজ।

দক্ষ। কারও পরামর্শে আমার প্রয়োজন নেই।

নারদ। তা হ'লে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করাই কি আপনার সঙ্কল্প?

দক্ষ। না, আমি ধ্বংসোন্মুখ সৃষ্টিটাকে রক্ষা করবো।

বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। কখন এলেন মাতুল?

প্রিয়ব্রত। এইমাত্র।

দক্ষ। বীতশোক, তুমি ভৃগুকে সংবাদ দাও—আমি বাজপেয় আর বার্হস্পত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো।

বীতশোক। আমার একটা কথা পিতা।

দক্ষ। বল।

বীতশোক। আজ্ঞে, যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ হবে তো?

দক্ষ। না; আমি শিবহীন যজ্ঞ কর্‌বো।

নারদ। শিব, শিব।

দক্ষ। নারদ,—

প্রিয়ব্রত। তোমার পিতা উন্মাদ হ'য়েছেন বীতশোক। একে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

দক্ষ। কারাগারে নিক্ষেপ করবো তোমাকে।

প্রিয়ব্রত। সে কারাগার আজও তৈরী হয়নি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বীতশোক। সে কি মাতুল! আপনি চলে যাচ্ছেন? মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না?

প্রিয়ব্রত। এর পরে প্রায়ই দেখা হবে বাবা, আজ নয়। তোমার মাকে ব'লো, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, সে বিধবা হোক।

[প্রস্থান।

দক্ষ। নারদ,—

নারদ। মহারাজ, শিবহীন যজ্ঞের কল্পনা ত্যাগ করুন। এতে আপনার সমূহ অমঙ্গল আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

দক্ষ। আমিও দিব্যচক্ষে দেখছি, শিবহীন যজ্ঞের ফলে পৃথিবীর মঙ্গল হবে।

বীতশোক। শিবকে ত্যাগ ক'রে কারও মঙ্গল হয় না পিতা।

দক্ষ। কে বলেছে?

বীতশোক। সকলেই বল্‌ছে।

দক্ষ। তোমার মা, তোমার মাতুল আর এই দেবর্ষির কথার কোন মূল্য নেই।

বীতশোক। আজ্ঞে, মালবিকাও বল্‌ছিল।

দক্ষ। অতএব সে কথা বেদবাক্য। তুমি ভৃগুকে সংবাদ দিতে পারবে কিনা আমি জানতে চাই।

বীতশোক। পিতা, আমি একবার—

দক্ষ। কি, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে? অপদার্থ, নির্ব্বোধ, বেরিয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে। মনে রেখো, আমার এই যজ্ঞানুষ্ঠানে সমস্ত আয়োজনের ভার তোমার। যদি এ আয়োজন কিছুমাত্র ত্রুটি হয়, আমার সিংহাসন আমি সাগরে নিক্ষেপ ক'রে যাবো, তবু তোমাকে দেবো না।

বীতশোক। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য পিতা। তবে সিংহাসনের লোভ আমার কিছুমাত্র নেই।

দক্ষ। বিজ্ঞের মত কথা বল্‌তেও জান দেখছি।

বীতশোক। বিজ্ঞ আমি নই পিতা। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হ'য়ে মানুষ যে কেমন ক'রে ধ্বংসের দিকে ছুটে যায়, স্বচক্ষেই তা দেখলুম। মালবিকা বলেছে—

দক্ষ। হুঁ, মালবিকা বলেছে। কি বলেছে মালবিকা?

বীতশোক। আমরা বরং ভিক্ষান্নে জীবনধারণ কর্‌বো, তবু অশিবের সাধনা ক'রে রাজ্যভোগ কর্‌বো না।

দক্ষ। বেরিয়ে যাও। তোমার স্থান এখানে নয়, অন্তঃপুরে।

বীতশোক। আমি ভৃগুকে সংবাদ দিতে যাচ্ছি পিতা।

[প্রস্থান।

দক্ষ। স্ত্রৈণ, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য!

নারদ। না মহারাজ, শিশুর মত সরল এই যুবক।

দক্ষ। থাক্, যুবকের গুণগান তোমায় করতে হবে না। তুমি আমার যজ্ঞে শিবকে বাদ দিয়ে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রে এস। আগামী শুক্লা পঞ্চমীতেই আমি শিবহীন যজ্ঞ করবো।

নারদ। মহারাজ,—

দক্ষ। নারদ, দক্ষকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে তার পিতারও সাধ্য নেই, তুমি

তো একটা তুচ্ছ দেবর্ষি। আমার এ শিবহীন যজ্ঞে বাধা দেওয়া দূরের কথা, যে যোগদান না করবে, তার স্থান হবে কারাগারে অথবা যমালয়ে।

গীতকণ্ঠে অশিবের প্রবেশ।

গীত।

অশিব।—

অশিবের জয়মালা পর তবে বীর।
কাজ নাই মুখ চেয়ে শিব-শিবানীর;
সবার মাথার পরে তুলিয়া চরণ,
দাঁড়াও বিজয়ী বীর বিশ্বশরণ,
বিশ্বের জীব যত
তব পদে অবনত,
তোমারই আদেশবাহী নভঃ বায়ু নীর॥

[প্রস্থান।

নারদ। অশিবের আহ্বান।

দক্ষ। কি বুঝলে?

নারদ। বুঝলুম, ধ্বংস আপনার শিয়রে।

[প্রস্থান।

দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষের ধ্বংস! মূর্খ দেবতার দল শিবকে চিনেছ, দক্ষকে চেনেনি। এইবার চিনিয়ে দেবো।

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ!

দক্ষ। কি?

ধূম্রাক্ষ। কুমারকে কোথায় পাঠাচ্ছেন?

দক্ষ। পুরোহিতের কাছে, আমি যজ্ঞ করবো।

ধূম্রাক্ষ। শিবের নিমন্ত্রণ হবে তো?

দক্ষ। না, আমি শিবহীন যজ্ঞ করবো।

ধূম্রাক্ষ। এর আগে কেউ শিবহীন যজ্ঞ করেনি মহারাজ।

দক্ষ। এর আগে যারা যজ্ঞ ক'রেছে, তারা কেউ দক্ষ নয়।

ধূম্রাক্ষ। আমার মনে হয়, এমন যজ্ঞে কেউ পৌরোহিত্য করবে না।

দক্ষ। কেউ না করে, আমি নিজেই পৌরোহিত্য করবো।

ধূম্রাক্ষ। শিবকে নিমন্ত্রণ না করলে দেবতারা বোধ হয় কেউ আসবেন না।

দক্ষ। স্বেচ্ছায় না আসে, বেঁধে নিয়ে আসবো।

ধূম্রাক্ষ। আপনার পিতাকেও বেঁধে আনতে চান?

দক্ষ। যদি যজ্ঞে বাধা না দেন।

ধূম্রাক্ষ। তবে আর যজ্ঞ ক'রে লাভ নেই।

দক্ষ। কেন?

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ, শিবহীন যজ্ঞের অনিবার্য্য ফল ধ্বংস। যজ্ঞ না করলেও সে ফল আপনি পাবেন। তবে একটা কথা বলছিলুম। শিবকে যজ্ঞভাগ না দেন, তাকে নিমন্ত্রণ করতে দোষ কি?

দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে তেত্রিশকোটী দেবতা আসবে, তাদের মধ্যে একটা ভূতকে আমি বসতে দেব না।

ধূম্রাক্ষ। দেবতারা যদি আসেন, বুঝবো, তাঁরা ভূতের চেয়েও নিকৃষ্ট।

দক্ষ। তোমার মত মূর্খের কাছে দক্ষ উপদেশ চায় না। যাও, যজ্ঞ-মণ্ডপ প্রস্তুত করগে।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ,—

দক্ষ। কি, আরও কথা আছে?

ধূম্রাক্ষ। সতী আসবে তো?

দক্ষ। সতী? যদি আসে, আসবে।

ধূম্রাক্ষ। আমি তা হ'লে কৈলাসে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি?

দক্ষ। না। সে যদি আসে, বিনা নিমন্ত্রণে মাথা হেঁট ক'রে আসবে। আমি তাকে বিধবা কন্যা ব'লে গ্রহণ করবো। এক মেয়ে, তার উপর পরের মেয়ে। তারজন্য তোমার প্রাণটা কাঁদবে কেন মূর্খ? সব পর, সব পর;—এরা শুধু নেয়, দেয় না কিছুই।

[প্রস্থান।

ধূম্রাক্ষ। শিব, শিব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাস।

গীতকণ্ঠে শিবদাসীগণের প্রবেশ।

গীত।

শিবদাসীগণ।—

সুখের স্রোতে অঙ্গ ঢেলে আমরা ভেসে যাই,
মোদের দুঃখ কিছু নাই।
ধুতুরা ফুলের মধু খেয়ে
দিন কেটে যায় নেচে গেয়ে,
ফুলের রেণু সবাই মাখে,
আমরা (অঙ্গে) মাখি ছাই॥

পিয়ে ভোলার নামের সুধা
দূর হয়েছে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
ভোলা মোদের মাতাপিতা,
(বন্ধু) স্বামী-পুত্র-ভাই ॥

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। আবার গান? আমি ওসব গানবাজনা ভালবাসিনে। দিন নেই, রাত নেই, কেবল গান আর গান! কি ক'রে তোমাদের এত আনন্দ হ'চ্ছে, আমার তো মাথায় আসছে না।

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। মাথা তোমার আছে?

নন্দী। কি, আমার মাথা নেই?

বিজয়া। না, নেই, তুমি একটি কবন্ধ।

নন্দী। আমি কবন্ধ? আমার মাথা নেই? এতবড় কথা! তবে আর রক্ষে নেই, কৈলাসপুরী আজ ছারখার করবো। ভাঙ্গ, গাছপাথর, হাঁড়িকুড়ি সব ভাঙ্গ। আমার যখন মাথা নেই, তখন কৈলাসেও কিছু থাকবে না। (যষ্টি উত্তোলন)

১ম শিবদাসী। এই—এই, আমরা হাঁড়িকুড়ি নই। আমরা আগে যাই, তারপর তুমি যা খুশী ভাঙ্গ। ধর, গান ধর।

নন্দী। এই সাবধান, ফের গান ধরলে মাথার খুলি ওড়াবো।

১ম শিবদাসী। সা রে গা মা—

নন্দী। তবু সুর ভাঁজে?

২য় শিবদাসী। রে গা মা পা—

নন্দী। এই,—

৩য় শিবদাসী। গা মা পা ধা—

নন্দী। মেরে ফেল্‌বো, সব মেরে ফেল্‌বো।

৪র্থ শিবদাসী। মা পা ধা নি—

৫ম শিবদাসী। পা ধা নি সা—

নন্দী। তবে রে, আজ তোদের একদিন কি আমারই একদিন।

[শিবদাসীগণের প্রস্থান।

নন্দী। যত সব অসভ্যের দল; পুরুষের ধমকে ভয় পায় না।

বিজয়া। তুমি তো পুরুষ নও, তুমি কাপুরুষ।

নন্দী। এই বল্‌লে মাথা নেই; অবার বলছো কাপুরুষ?

বিজয়া। কাপুরুষ আর কাকে বলে? অপরাধ ক'রেছেন প্রজাপতি দক্ষ, আর তুমি কি না গাছপাথরের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ। নীলপদ্মের গাছে হাজার হাজার ফুল ফুটেছিল, তুমি গায়ের জ্বালায় গাছটা উপড়ে ফেলে দিলে। মানস সরোবরের ঘাটে কাতারে কাতারে মাছ খেলা কর্‌তো, তুমি ত্রিশূল দেখিয়ে শাসিয়ে দিলে, আর কেউ ঘাটে আসে না।

নন্দী। কেন আসবে? ঘাটে তাদের কি দরকার? যত সব অসভ্যের দল।

বিজয়া। পাখীগুলোও কি অসভ্য? রোজ সকালবেলা তারা হাজারে হাজারে ফুলের বাগানে এসে গান কর্‌তো, তুমি গাধার মত চীৎকার ক'রে এমনি তাল কেটে দিলে যে, আর তাদের দেখাই পাওয়া যায় না।

নন্দী। দেখে আর কাজ নেই। কেবল গান আর গান। কিসের এত আনন্দ? পৃথিবীতে শিবের পূজো বন্ধ হ'য়ে গেল, যাগ নেই, যজ্ঞ নেই—সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, তবু এই পাখী ব্যাটারা দিনরাত ট্যাঁ-ট্যাঁ করবে? শিবের পূজো যদি উঠে যায়, আমি ত্রিশূলের ফলায় গোটা সৃষ্টিটাকে উপড়ে ফেলবো।

বিজয়া। ভাঙের বাটিটা ভেঙে ফেলেছ কেন? রাগ দেখাবার কি আর জায়গা পেলে না? বাটিটাও কি অপরাধী?

নন্দী। সবাই অপরাধী; ঠাকুরকে জব্দ করার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। যত আমি ঘোঁটনকাঠি ঘোরাই, বাটিও তত ঘোরে। আগে তো ঘুরতো না। এসব আমি বুঝি না? যত সব অসভ্যের দল।

বিজয়া। এখন ভাঙ বাটবে কিসে শুনি?

নন্দী। ভাঙ বাটবো না ছাই বাটবো।

বিজয়া। তুমি ঠাকুরকে ছাই খাওয়াবে?

নন্দী। আমি তাই বলেছি?

বিজয়া। এই যে বল্‌লে।

নন্দী। কখন বল্‌লুম? ঠাকুরের মুখে আমি ছাই তুলে দেবো, এই কথা তুমি বল্‌তে পারলে? হতভাগা দক্ষটা ঠাকুরকে গালমন্দ ক'রেছে, আমি কাছে থেকেও কিছুই করতে পারিনি। সেই থেকে আমার চোখে ঘুম নেই। দক্ষের বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মাথায় আগুন জ্বলে, ঠাকুরের মুখের দিকেও আমি চাইতে পারিনে। আর তুমি বল্‌ছো, তার মুখে আমি ছাই দেবো! তোমাকে দিদি বলি, তাই রক্ষে, নইলে এক ঘুঁসি তোমার মাথা—(জিভে কামড় দিল)

বিজয়া। তুমি নারীর অপমান ক'চ্ছ নন্দি? যাচ্ছি আমি মার কাছে।

নন্দী। যাও—যাও, মা আমার মাথা কেটে নেবে। বল্‌ছি অন্যায় হ'য়েছে, আর বল্‌বো না; তবু—"মার কাছে যাবো।" যাও না। আমিও বল্‌বো—ঠাকুরকে ছাই দিতে বল্‌ছে। যত সব অসভ্য—

বিজয়া। কি বল্‌লে? আমি অসভ্য—

নন্দী। তোমাকে বল্‌ছি?

বিজয়া। তবে কাকে?

নন্দী। বল্‌ছি ইয়েকে।

বিজয়া। কিয়ে কে?

নন্দী। ওই—সেই—দক্ষকে।

বিজয়া। দক্ষ মায়ের বাবা; তাকেই বা তুমি গাল দেবে কেন?

নন্দী। একশোবার দেবো। মায়ের বাবা! ভারী বাবা! আমি ওর দফা গয়া করবো। আমার ঠাকুরকে অপমান! সেদিন রাস্তায় দেখা হ'য়েছিল। তুলেছিলুম ত্রিশূল।

বিজয়া। অমন কাজ ক'রো না নন্দি। দক্ষের কোন অনিষ্ট যদি কর, বাবা তোমার মুখ দেখবে না। খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

নন্দী। ওই তো হ'য়েছে বিপদ। নইলে দক্ষের বাপের সাধ্যি আছে আমার ঠাকুরকে অপমান করে? মাথাটা ছিঁড়ে নিতে পারতুন না? বলে,— মহাদেবের গায়ের গন্ধে বমি আসে। ব্যাটার কথা শোন দেখি একবার! তোর গায়ে যে ছাগলের গন্ধ, সেটা যদি বলি? যত সব অসভ্যের দল।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। কি হয়েছে দাদা?

নন্দী। মারবো ব্যাটাকে এক ঘুসি।

কেশরী। সাবধান, মুখ সামলে কথা বল বল্‌ছি।

নন্দী। যা—যা জানোয়ার।

কেশরী। জানোয়ার তো তুমিও।

নন্দী। চোপরাও হতভাগা।

কেশরী। কেন চোপরাবো? তোমাকে আমি ভয় করি? তুমি

যেমন বাপের ব্যাটা, আমিও তেমনি মায়ের ব্যাটা। তুমি আমাকে ঘুঁসি মারবার কে?

নন্দী। তোকে আবার ঘুঁসি মারবো কি? একটা টিপুনি দিলে তুই তো মাঠময় ক'রে ফেল্‌বি।

কেশরী। থাক্—থাক্, আর বড়াই কর্‌তে হবে না। তবু যদি দক্ষ রাজা অপমান না কর্‌তো।

নন্দী। দক্ষ আমায় অপমান ক'রেছে?

কেশরী। তোমাকে না ক'রেছে, তোমার ঠাকুরকে ক'রেছে।

নন্দী। আমি তার কি কর্‌বো?

কেশরী। কি আর কর্‌বে? ঘরে এসে ভাঙের বাটি ভাঙবে আর গাছপালা ওপড়াবে। কাপুরুষ কোথাকার।

নন্দী। জানোয়ারটাকে ঘা কতক বসিয়ে দেবো নাকি! আর যে সয় না।

কেশরী। যাও—যাও, ঘোম্‌টা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকগে। আমার মাকে যদি অপমান কর্‌তো, তা হ'লে আমি তার বুকের মাংস কামড়ে খেতুম।

নন্দী। আমিই কি ছেড়ে দেবো নাকি? একবার যদি বাগে পাই, আমি ওর মাথাটা ছিঁড়ে এনে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌বো। আমার ঠাকুরকে অপমান! আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছারখার কর্‌বো। গাছপালা সমস্ত উপড়ে ফেলবো। হর হর মহাদেব।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কি হ'য়েছে নন্দি?

নন্দী। হ'য়েছে আমার মাথা। ত্রিশূলটা এনে দিচ্ছি; আমাকে

এখনি এ কোঁড় ও কোঁড় না করলে আপনার ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

মহাদেব। এত রেগে উঠলি কেন বাবা?

নন্দী। যান—যান; আমার সঙ্গে কথা বল্‌বেন না আপনি।

মহাদেব। কেন?

নন্দী। আমি আপনার সঙ্গে থাকবো না।

মহাদেব। আমার অপরাধ?

কেশরী। অপরাধের কথা নয়। দাদার ভয় হ'য়েছে, আপনার সঙ্গে থাকলে দক্ষরাজ যদি ওর কাণ কেটে নেয়?

নন্দী। কি, দক্ষরাজ আমার কাণ কেটে নেবে? একথা আমি ব'লেছি?

কেশরী। বলতে আর বাকী কি? মুখে স্পষ্ট লেখা আছে।

নন্দী। লেখার তুই কি বুঝলি পশু।

কেশরী। পশু হ'লেও আমি পশুরাজ; আর তুমি একটি দুপেয়ে গাধা।

নন্দী। তবে আর তোর রক্ষে নেই; তোকে আজ ভাঙ্গবাটা করবো।

কেশরী। তার আগে মা তোমার মুণ্ডপাত করবে। চলে এস চট্‌পট। তুমি ভাঙের বাটি ভেঙ্গেছ, নীলপদ্মের গাছ উপড়ে ফেলেছ, পাখীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছ; মা রেগে কাঁই। আজ তোমার দফা গয়া।

[প্রস্থান

নন্দী। কথাটা শুনলেন? হতভাগা কেশরীটা আমাকে বলে গাধা!

মহাদেব। শীতলার বাহন, বড় উপকারী জীব।

নন্দী। আপনার জন্যই তো আমার এ অপমান।

মহাদেব। অপমানকে সম্মান ব'লে গ্রহণ কর।

নন্দী। আপনি বলেন কি! জানোয়ারটা আমাকে বলবে, "গাধা", আর আমি বুঝি ধেই ধেই ক'রে নাচবো?

মহাদেব। ক্ষতি কি?

নন্দী। এমন না হ'লে প্রজাপতি দক্ষ আপনাকে অপমান করতে সাহস করে?

মহাদেব। তোমরা সবাই বলছো, দক্ষ আমায় অপমান করেছেন। আমি তা তো বুঝতে পারছি না।

নন্দী। আপনার মাথা থাকলে তো বুঝবেন। আপনাকে অপদার্থ, অসামাজিক, ভাঙড় ব'লেছিল, মনে আছে?

মহাদেব। তা হবে। কিন্তু সে কথা তো মিথ্যে নয় নন্দি।

নন্দী। লোকটা বলে কি না, আপনার গায়ে দুর্গন্ধ!

মহাদেব। কেউ ফুলের গন্ধ ভালবাসে, কেউ মড়ার মাংস চিবিয়ে খায়। সংসারে সবার রুচি সমান না হ'লে রাগের কি আছে নন্দি?

নন্দী। তা ব'লে তেত্রিশকোটি দেবতার সামনে আপনার নিন্দে করবে?

মহাদেব। নিন্দা যদি করতে হয়, গোপনে না ক'রে প্রকাশ্যেই করা উচিত।

নন্দী। দক্ষের আদেশে আপনার যজ্ঞভাগ বন্ধ, সে খবর রাখেন?

মহাদেব। যজ্ঞভাগ না পেয়েও তো আমার দিন কেটে যাচ্ছে নন্দী। ধুতরো ফুলে এখনো মধু আছে। ভাঙের গাছ এখনও শুকিয়ে যায়নি।

নন্দী। আপনার তো দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সৃষ্টি যে রসাতলে গেল।

মহাদেব। কেন?

নন্দী। দেখতে পাচ্ছেন না, যাগযজ্ঞ একেবারে বন্ধ!

মহাদেব। যাগযজ্ঞ বন্ধ! তাই তো বটে! বহুদিন যজ্ঞধূমের গন্ধ পাইনি। সৃষ্টিটা তা হ'লে বেঁচে আছে কি ক'রে?

নন্দী। জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে আছে ঠাকুর। এইবার নাভিশ্বাস উঠেছে।

মহাদেব। পৃথিবীতে এত রাজ-রাজেশ্বর, এত মুনি ঋষি থাক্‌তে কেউ যজ্ঞ করছে না নন্দি? কারণ?

নন্দী। শিবহীন যজ্ঞ কেউ করতে সাহস করছে না।

মহাদেব। আমি রুষ্ট হবো ব'লে? এ বড় লজ্জার কথা। তুই যা তো নন্দি, ত্রিভুবন ঘুরে তারস্বরে ঘোষণা ক'রে আয়, শিবহীন যজ্ঞে শিবের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। মুনিঋষিদের গিয়ে বল্, আমি নিজেই তাঁদের অনুরোধ ক'চ্ছি শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে।

নন্দী। তার চেয়ে আমি বৈদ্যদের ডেকে আনতে যাচ্ছি।

মহাদেব। বৈদ্য কি করবে?

নন্দী। আপনার মাথা ফুটো ক'রে মধ্যমনারায়ণ তেল ঢেলে দেবে।

মহাদেব। তা হ'লেই সৃষ্টি রক্ষা পাবে?

নন্দী। সৃষ্টি নয়, আপনার মাথা রক্ষা পাবে।

মহাদেব। এ তুই বড় গোলমেলে কথা বল্‌ছিস!

নন্দী। আপনার লজ্জা করে না? দেবাদিদেব মহাদেব আপনি, আপনাকে অপমান করলে একটা প্রজাপতি, তাও আপনি সহ্য ক'রে এলেন, আমাকেও হাত তুলতে দিলেন না। তার উপর শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে আপনিই কচ্ছেন অনুরোধ। যাচ্ছি আমি মার কাছে। এতদিন চেপে রেখেছি; আর আমি চেপে রাখবো না। দেখি মাকে ব'লে।

মহাদেব। কি বল্‌বি?

নন্দী। বল্‌বো, তোমার বাবা ঠাকুরকে অপমান ক'রেছে।

মহাদেব। না নন্দি, সতীকে একথা বলিস্‌নে। সে বড় দুঃখ পাবে, হয়তো তার পিতাকে কটুকথা বল্‌বে। তুই বিশ্বাস কর্‌, আমার কোন অপমান হয়নি।

নন্দী। আমার হ'য়েছে।

মহাদেব। আমার জন্য তোর যদি অপমান হ'য়ে থাকে, আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি।

নন্দী। তোমার মরণ হয় না? যা বস্তুতে নেই, দিনরাত কেবল তাই করবে? তুমি না মহেশ্বর? মা তোমাকে না হাজার দিন বলেছেন, তোমার চেয়ে বড় কেউ নেই? তবু তুমি যার তার কাছে মাথা নোয়াবে? যা তা ক'রে লোক হাসাবে? ব্রহ্মার বাহন হাঁস, বিষ্ণুর বাহন পাখী, আর তোমার বাহন কি না ষাঁড়! কেন? একটা হরিণ-ফরিণও জুটলো না? সাগরমন্থনের সমস্ত অমৃত উনুনমুখো দেবতাগুলো খেয়ে নিলে, আর তুমি গেলে কি না তাদের পাতে পড়া কাঁড়ি কাঁড়ি বিষ খেতে! যাচ্ছি আমি মার কাছে। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

মহাদেব। নন্দি! নন্দি! নাঃ, অনর্থ না ঘটিয়ে এরা ছাড়বে না দেখছি। মান—মান, কেবল মান। গোটা সংসারটা মানের কান্নায়ই শেষ হ'য়ে গেল! কেউ বোঝে না যে, মান না দিলে মান পাওয়া যায় না। নারায়ণ! নারায়ণ!

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। জয় শিব শঙ্কর!

মহাদেব। কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমার! এই মুহূর্তে আমার মনটা তোমারই দর্শন কামনা কচ্ছিল নারায়ণ।

বিষ্ণু। আপনি এখনও কৈলাসে! দক্ষালয়ে যাবেন না?

মহাদেব। কেন?

বিষ্ণু। আপনি এখনও সংবাদ পাননি?

মহাদেব। কিসের সংবাদ?

বিষ্ণু। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ কর্‌ছেন যে!

মহাদেব। বেশ—বেশ। বহুদিন যজ্ঞের অভাবে ত্রিভুবন ম্রিয়মান। আমি এইমাত্র নন্দীকে বল্‌ছিলুম—ওরে নন্দি! এই দেখ, কি অনর্থ ঘটাল, কে জানে!

বিষ্ণু। মা কোথায়? তিনি কি পিত্রালয়ে চলে গেছেন?

মহাদেব। না, এখনও যাননি তো।

বিষ্ণু। কেউ তাঁকে নিতে আসেনি?

মহাদেব। না,—এখনও কেউ আসেনি বটে। তবে—

বিষ্ণু। আপনার নিমন্ত্রণ হ'য়েছে তো?

মহাদেব। নিমন্ত্রণ আর কি? প্রজাপতি তো আর আমাদের পর নন, প্রয়োজন হ'লে আমি আপনিই যাবো। আর নাই যদি যাই, তবু আমি মনে প্রাণে কামনা কর্‌বো, যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোক।

বিষ্ণু। বুঝেছি; দক্ষ তাঁর নিজের বিধান অমান্য কর্‌বেন না। কিন্তু এ শিবহীন যজ্ঞে আমি যোগ দেবো না মহেশ্বর।

মহাদেব। সে কি নারায়ণ? সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তুমি না গেলে যজ্ঞ হবে কি ক'রে?

বিষ্ণু। নাই হোক; তবু আপনার যেখানে নিমন্ত্রণ হয় না, সেখানে আমি যাবো না।

মহাদেব। নিমন্ত্রণ হবে না, তুমি কি ক'রে বল্‌ছো? হয়তো আসতে একটু দেরী হচ্ছে।

বিষ্ণু। না শঙ্কর, এ নিশ্চয়ই শিবহীন যজ্ঞ।

মহাদেব। যজ্ঞ তো বটে। যজ্ঞের অভাবে সৃষ্টি রসাতলে যাচ্ছে। সৃষ্টিরক্ষার জন্য শিবকে বাদ দিয়েও যদি যজ্ঞ হয়, তেত্রিশকোটি দেবতা কেন তাতে যোগ দেবে না বিষ্ণু? তুমি যে সৃষ্টির রক্ষাকর্তা, তোমার এ অভিমান সাজে না।

বিষ্ণু। শিবের অপমান ক'রে যদি সৃষ্টি রক্ষা করতে হয়, তবে এ সৃষ্টি রসাতলেই যাক।

মহাদেব। অপমান! অপমান! চারিদিকে রব উঠেছে, শিবকে অপমান ক'রেছে। শিব নিজে কিন্তু জানে না, কখন তার অপমান হ'লো।

বিষ্ণু। আপনি মহাদেব, আমি তো মহাদেব নই।

মহাদেব। তুমি মহাদেবের মাথার মণি।

বিষ্ণু। মাথা থাকবে কৈলাসে, আর মণি যাবে দক্ষালয়ে, তা হয় না শঙ্কর। আমি বৈকুণ্ঠে ফিরে যাচ্ছি, নারদ যদি নিমন্ত্রণ করতে আসে, তখন আমার স্মরণ করবেন।

মহাদেব। নারায়ণ, প্রজাপতি দক্ষ তোমার ক্রোধের পাত্র নন। তুমি যে সৃষ্টিরক্ষক; তোমার চোখে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ থাকতে পারে না, থাকবে শুধু করুণা। বিশ্বের জীব অসংখ্য অপরাধে অপরাধী; তাদের যোগ্যতা বিচার ক'রে তুমি যদি তাদের রক্ষা করতে চাও, তা হ'লে কেউ বাঁচতে পারে না। তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তাই মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। তুমি যাও নারায়ণ, তুমি যাও।

বিষ্ণু। এ আপনার কি নিষ্ঠুর আদেশ?

মহাদেব। আদেশ নয়, অনুরোধ।

বিষ্ণু। ছিঃ, মহেশ্বর!

মহাদেব। আমরা যে দেবতা; আমাদের মত ভাগ্যহীন কেউ নেই।

জগতের জীব নিরন্তর আমাদের আঘাত করবে, তবু আমাদের রাগ করবার অধিকার নেই। যাদের ক্রোধে সৃষ্টি দগ্ধ হ'য়ে যায়, তাদের কি মানের কান্না সাজে? যাও নারায়ণ, তুমি যাও। আমার জন্য কাউকে নিঃশ্বাস ফেলতে দিও না। সবাইকে ব'লো, শিবহীন যজ্ঞে শিবের পূর্ণ সম্মতি আছে।

বিষ্ণু। এইজন্যই তুমি মহেশ্বর। নির্বোধ দক্ষ তোমার মহিমা বুঝলে না। যে যতই চেষ্টা করুক, তার অমঙ্গল কেউ রোধ করতে পারে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মহাদেব। কোথায় চলেছ নারায়ণ?

বিষ্ণু। দক্ষালয়েই যাবো। একবার মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাচ্ছি।

মহাদেব। কেন—কেন, তাঁর কাছে আবার কেন?

বিষ্ণু। দেখি, প্রজাপতি বোধ হয় কন্যাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

মহাদেব। তা যদি হয়, তুমি তাঁকে নিয়ে যাও।

বিষ্ণু। বেশ, কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি। আপনি যেন বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞস্থলে গিয়ে উপস্থিত হবেন না।

[প্রস্থান।

মহাদেব। যাক্, বিষ্ণু যখন যাচ্ছেন, যজ্ঞ নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। এই নন্দীটা আবার কি বিবাদ ঘটায় দেখ। নন্দি—নন্দি,—

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সতীর প্রবেশ।

সতী। বিজয়া, বিজয়া,—

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। কেন মা?

সতী। রথে চড়ে ওই কারা যাচ্ছে দেখ তো। ওই আর একখানা। পেছনে আরও একখানা আস্‌ছে। কাদের রথ বিজয়া?

বিজয়া। মা,—

সতী। কি হ'লো? কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে? কার রথ?

বিজয়া। একখানা চন্দ্রের, আর একখানা ধর্ম্মের, পেছনে আসছে যমরাজের রথ।

সতী। তাই তো বটে। সঙ্গে দিদিরাও রয়েছে যে! কোথায় যাচ্ছে এরা?

বিজয়া। বাপের বাড়ী।

সতী। দিদিরা সবাই বাপের বাড়ী যাচ্ছে? কেন? কেন? কারও কোন অমঙ্গল হয়নি তো?

বিজয়া। না মা, সবাই কুশলে আছে।

সতী। তবে দিদিরা সবাই নক্ষত্রের বেগে ছুটে যাচ্ছে কেন?

বিজয়া। তোমার পিতা যজ্ঞ করছেন কিনা, তাই—

সতী। পিতা যজ্ঞ কচ্ছেন? কে বল্‌লে?

বিজয়া। ভগবান বিষ্ণু দক্ষালয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মুখেই শুনে এলুম।

সতী। কই, পিতা তো আমাকে কিছু জানাননি!

বিজয়া। জানাবেন বই কি! তুমি তাঁর ছোট মেয়ে, তোমাকে সংবাদ না দিয়ে তিনি কি যজ্ঞ কর্‌তে পারেন? হয়তো দেবর্ষিকে পাঠিয়েছেন, তিনি হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে সব ভুলে গেছেন। তোমাদের এই দেবর্ষিটি বড় ভালকাণা বাপু। আর তোমার বাবাই বা কি রকম? তোমার ভাইকেও তো পাঠাতে পার্‌তেন।

সতী। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হ'য়েছে?

বিজয়া। তা হবে বই কি। আজ না হয় কাল হবে।

সতী। যজ্ঞ কবে?

বিজয়া। শুন্‌ছি তো শুক্লা পঞ্চমীতে।

সতী। আজও কেউ এলো না? পিতা কি সত্য সত্যই আমায় ভুলে গেলেন?

বিজয়া। ভুল্‌বেন কেন? দেখ না, রথ এলো ব'লে। আর যদি নাই আসে, তা হ'লেই কি? নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয় পরকে। তোমরা হ'লে আপনার জন; নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় তোমরা কেন বসে থাকবে?

সতী। দিদিরা কি তবে বিনা নিমন্ত্রণেই যাচ্ছে?

বিজয়া। নিমন্ত্রণ হ'লে তো রথও আসতো। দেখতে পাচ্ছ না, ওরা নিজেদের রথে চড়েই যাচ্ছেন?

সতী। তা সত্য। পিতা হয়তো মনে করেছেন, পরের মত নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালে আমি অপমান বোধ কর্‌বো।

বিজয়া। এ তো সোজা কথা মা।

সতী। কিন্তু—

বিজয়া। আবার কিন্তু কি ?

সতী। আমি না হয় মেয়ে, না ডাকলেও যেতে পারি। কিন্তু ঠাকুর ?

বিজয়া। ঠাকুরের ডাক এলো ব'লে।

সতী। যদি না আসে ?

বিজয়া। তা হ'লে তো যজ্ঞই হবে না।

সতী। কেন ?

বিজয়া। শিবহীন যজ্ঞ কখনও হয় ? এই সোজা কথাটা তুমি জান না ?

সতী। সত্য। যজ্ঞ যদি কর্‌তে হয়, ঠাকুরকে আহ্বান কর্‌তেই হবে। যাকে পাঠিয়েছেন, সে নিশ্চয়ই পথ ভুল ক'রেছে। তা হ'লে তো যজ্ঞ পণ্ড হবে বিজয়া!

বিজয়া। হবেই তো। সেই জন্যই তোমাদের এখনি যাত্রা করা দরকার।

সতী। তুই ঠিক বলেছিস বিজয়া; পিতা যদি ভুল ক'রে থাকেন, সেজন্য অভিমান ক'রে আমরা তাঁর অনিষ্ট কর্‌তে পারি না। তুই ঠাকুরকে ডাক তো; বল, এখনি যাত্রা কর্‌তে হবে।

বিজয়া। যাচ্ছি মা। তবে একটা কথা। ঠাকুর যদি যান, তাঁকে জামাই সাসিয়ে নিয়ে যেও। কি জানি, কত রকমের লোক আসবে; সবাই তো সমান নয়; হয়তো বাঘছাল আর হাড়ের মালা দেখে কেউ নিন্দে কর্‌বে। শ্বশুরবাড়ী ব'লে কথা, একটু সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। আর দেখ, নন্দীকে নিয়ে যেও না।

[প্রস্থান

সতী। পিতা কি সত্যই আমার উপর রাগ ক'রেছেন ? কেন ?

আমি পাগল ভোলানাথকে বরণ ক'রেছি ব'লে? হায়, আমি কেমন ক'রে বোঝাব, সংসারে এই পাগল স্বামীর তুলনা নেই? মা তো সব জানেন; মাও কি আমার উপর অভিমান করেছেন? না-না, নিশ্চয়ই কোথাও কারও ভুল হ'য়েছে। ঐ পদশব্দ, নিশ্চয়ই কেউ আমায় নিতে আসছে।

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। মা,—

সতী। কে? নারায়ণ?
তুমি কি এসেছ মোরে
আমন্ত্রণ জানাতে পিতার?

বিষ্ণু। না মা।
নিমন্ত্রিত আমি চলিয়াছি দক্ষালয়ে।

সতী। চল, আমরাও যাবো তব সাথে।

বিষ্ণু। বিনা নিমন্ত্রণে।

সতী। জনমের সাথে পিতৃগৃহে হ'য়ে আছে
চির-নিমন্ত্রণ। নারায়ণ,
কন্যা যাবে পিত্রালয়ে,
নিমন্ত্রণে কিবা প্রয়োজন?

বিষ্ণু। হে ভবানি, দক্ষরাজ কন্যা শুধু
নহ তুমি আজ।
শিবের ঘরণী তুমি,
মাতা তুমি দেব-সমাজের।
অবজ্ঞার অপমান বহিয়া মস্তকে
তুমি যদি যাও পিত্রালয়ে,

শঙ্করের মাথা হেঁট হবে,
লজ্জায় লুকাবে মুখ দেবের সমাজ।

সতী। লজ্জায় লুকাবে মুখ দেবের সমাজ!
ভাল কথা কহিলে শ্রীহরি।
এত লজ্জা এত মান দেব-সমাজের,
তবু তারা অনাহূত শঙ্করের
দ্বার দিয়া মহোল্লাসে চলিয়াছে
যজ্ঞের আগারে।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম বৃহস্পতি রবি,—
শঙ্করের অপেক্ষায় কেহই তো
রহিল না বসি। ওই দেখ,
হংসের বাহনে চতুর্মুখ চলিয়াছে
যজ্ঞভাগ নিতে। তুমি বিষ্ণু,
যজ্ঞধূম-সৌরভেতে তোমারেও
ক'রেছে আকুল!

বিষ্ণু। মাতা, বৃথা মোরে দিতেছ গঞ্জনা।
যজ্ঞভাগে প্রয়োজন কিছু নাহি মোর।
দক্ষালয়ে যাই আমি শিবের আদেশে।
যজ্ঞ বিনা সৃষ্টি যায় রসাতলে।
যজ্ঞেশ্বর বলি মোরে কহে ত্রিভুবন;
আমার বিহনে যজ্ঞ পাছে পণ্ড হয়,
তাই শিব আদেশ করিলা মোরে
অবিলম্বে যজ্ঞালয়ে যেতে।

সতী। পাছে যজ্ঞ পণ্ড হয়,

পাছে সৃষ্টি যায় রসাতলে,
তাই আমি যাবো যজ্ঞালয়ে,
মহেশ্বর যাবে মোর সাথে।

বিষ্ণু। পিতামাতা তরে যদি কাঁদে প্রাণ তব,
যেও তুমি দক্ষালয়ে;
কিন্তু মাগো, শত শত অনুরোধ মম,
বিনা নিমন্ত্রণে শিবে তুমি দিও না যাইতে।

সতী। যাও তুমি নারায়ণ। নাহি ভয়,
সুনিশ্চয় শঙ্করের হবে নিমন্ত্রণ।
শিবের শ্বশুরালয়ে
শিবহীন যজ্ঞ নাহি হবে।

বিষ্ণু। মনস্কাম পূর্ণ হোক দাক্ষায়ণি তব।
মানস-নয়নে মোর ভেসে ওঠে
অশিবের ছবি।
মাগো, পিত্রালয়ে নিতান্তই
যাও যদি তুমি, ভুলেও পিতার সনে
ক'রো না সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান।

সতী। কার পদধ্বনি! নিমন্ত্রণ পত্র নিয়া
দূত বুঝি আসিছে কৈলাসে।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। সতি, কেন মোরে ক'রেছ স্মরণ?

সতী। চল।

মহাদেব। কোথা যাবো?

সতী। জাগিয়া কি দেখিছ স্বপন?
যজ্ঞ হবে পিতৃগৃহে মোর
পেয়েছ সংবাদ?

মহাদেব। শুনিয়াছি শ্রীবিষ্ণুর মুখে।

সতী। তবু তুমি বসে আছ নিশ্চিন্ত নীরবে?

মহাদেব। না সতি, বহু অনুরোধে
যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিরে পাঠাইনু
প্রজাপতি দক্ষের ভবনে।

সতী। আর তুমি?

মহাদেব। আমি মনে প্রাণে করিতেছি
আকুল কামনা,—যজ্ঞ পূর্ণ হোক,
তপ্ত বিশ্ব হোক পুনঃ জীবন সঞ্চার।

সতী। যজ্ঞালয়ে যাইবে না তুমি?

মহাদেব। না ভবানি।

সতী। কেন? বার্ত্তাবহ যদি কিছু
ক'রে থাকে ভুল,
তার তরে তোমার কি অভিমান
সাজে ভোলানাথ?

মহাদেব। দাক্ষায়ণি, অভিমান অপমান
কারে কহে, জানে না শঙ্কর।
বিনা আমন্ত্রণে আমি যদি
যজ্ঞালয়ে যাই, হয়তো বা অনর্থ
ঘটিবে তায়।

তপ্ত বিশ্ব করিতে শীতল
মহামান্ত প্রজাপতি
করিছেন যজ্ঞ আয়োজন।
যজ্ঞে শিব না থাকিলে
নির্বিঘ্নে যত্মপি হয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ,
শিব তাহে সাধিবে না বাদ।

সতী। শিবহীন যাগ কভু হয় না শঙ্কর।

মহাদেব। যজ্ঞেশ্বর হরি আছে, ভয় কি ভবানি?
শিবে যদি এতো প্রয়োজন,
শিবের দেহটা শুধু রহিল কৈলাসে,
প্রাণ গেছে যজ্ঞের আলয়ে।
তবু যদি বিঘ্ন কিছু হয়,
নিমন্ত্রণ হোক কি না হোক,
কহি সত্য বাণী, হে শিবানি,
শঙ্কর স্মরণ মাত্র যাবে দক্ষালয়ে।

সতী। মোরে তবে দেহ অনুমতি,
যাবো আমি পিতার ভবনে।

মহাদেব। যাবে, তুমি যাবে? কিন্তু—

সতী। কিন্তু কি ঠাকুর? নিমন্ত্রণ হয়নি ব'লে আমি কি মান ক'রে বসে থাকবো? বার্ত্তাবহ যদি ভুল ক'রে থাকে, আমি সে ভুলের সুযোগ নিয়ে পিতামাতার বুকে আঘাত দেবো, এই কি তোমার বিধান মহেশ্বর?

মহাদেব। না না, তা নয়, মানের কথা নয়। পিতামাতার কাছে কন্তার আর মান-অপমান কি? তবে তুমি বুঝে দেখ—

সতী। কি বুঝবো ঠাকুর? দিদিরা সবাই চলে গেছে, দেশদেশান্তর

থেকে অসংখ্য আত্মীয়-বান্ধব এসেছে। আমি বাপ মায়ের ছোট মেয়ে, আমি যদি না যাই, মা শয্যা গ্রহণ করবেন, পিতার চোখের জলে হোমাগ্নি নিভে যাবে।

মহাদেব। সে কথা সত্য। তুমি না গেলে তোমার পিতার চোখের জলে হোমাগ্নি নিভে যেতে পারে, কিন্তু তুমি উপস্থিত হ'লে হয়তো গোটা যজ্ঞস্থলে আগুন ধরে যাবে।

সতী। কেন?

মহাদেব। তোমার পিতার ক্রোধানলে।

সতী। পিতার ক্রোধ—আমার উপর?

মহাদেব। না-না, তোমার উপর নয়, আমার উপর।

সতী। কেন, কি ক'রেছ তুমি?

মহাদেব। হয়তো তিনি যা চেয়েছিলেন, আমি তা নই।

সতী। হতভাগা নন্দীটা তোমায় বুঝিয়েছে, নয়? স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, আমার পিতা কি একথা জানেন না? তুমি কি বলতে চাও, আমার পিতা এতই নির্বোধ যে, তেত্রিশ কোটি দেবতার মাথার মণি যিনি, তাঁকে কন্যাদান ক'রে তিনি অনুতপ্ত?

মহাদেব। না-না, আমি সে কথা বলছি না সতি। তবে—তবে যেতে হয়, তুমি উৎসবের পরে যেও; আমি নিজেই তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসবো; এখন নয়—এখন নয়।

সতী। পরে গেলে দিদিদের সঙ্গে দেখা হবে না।

মহাদেব। আমি তাঁদের সবাইকে কৈলাসেই নিমন্ত্রণ ক'রে আনবো।

সতী। তোমার উদ্দেশ্য কি? পিতামাতাকে আমায় দেখতে দেবে না? পিতা এতবড় একটা যজ্ঞ কচ্ছেন, যজ্ঞটা আমায় চোখে দেখতেও দেবে না?

মহাদেব। তুমি নিজে এর চেয়েও বড় যজ্ঞ কর, তোমার পিতামাতা ভাইভগ্নীদের নিয়ে এস। নন্দী সব আয়োজন ক'রে দেবে। তবু তুমি যেও না, সতি, যেও না। জানি না, কেন আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এ আমার আদেশ নয়, এ আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা।

সতী। মহেশ্বর,—

মহাদেব। একি সতি, তোমার চোখে জল এলো যে! বুঝেছি, নিয়তি কেন বাধ্যতে? আচ্ছা যাও সতি। কিন্তু কারও সঙ্গে বিরোধ ক'রো না; কেউ কটু কথা বল্‌লে প্রতিবাদ ক'রো না। আর যজ্ঞ শেষ হ'লেই চলে এসো; একদিনও বিলম্ব ক'রো না। নারায়ণ! নারায়ণ!

সতী। বিদায় মহেশ্বর, দোষ নিও না যেন। মাকে দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

[প্রস্থান।

মহাদেব। সব অন্ধকার! সব অন্ধকার! সতি, না—পিছু ডাকবো না। যাক্, আবার আসবে। কিন্তু বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে গেল কেন? পাখীগুলো বল্‌ছে,—"যাসনে, যাসনে।" ওরে চুপ কর। কেউ পিছু ডাকিসনি। আবার আসবে—আবার আসবে।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। মা, মা,—

মহাদেব। চলে গেছে।

নন্দী। কোথায়?

মহাদেব। দক্ষালয়ে।

নন্দী। কি? যে দক্ষ আপনাকে অপমান করে, তার বাড়ী যাবে মা? আপনি যেতে দিলেন কেন?

মহাদেব। না গিয়ে যে ছাড়বে না।

নন্দী। ছাড়বে না, মামার বাড়ীর আবদার? আমাদের নেমন্তন্ন হ'য়েছে?

মহাদেব। এখনও হয়নি।

নন্দী। আর হবে কি যজ্ঞের পরে? বিনা নিমন্ত্রণে মা-ই বা যেতে চায় কেন, আর আপনিই বা যেতে দেন কেন?

মহাদেব। নাই বা হ'লো নিমন্ত্রণ। বাপের বাড়ী তো।

নন্দী। বাপের বাড়ী তার; আপনার তো বাপের বাড়ী নয়। দক্ষ যদি মার কাছে আপনার নিন্দে করে?

মহাদেব। প্রতিবাদ করতে নিষেধ ক'রেছি।

নন্দী। যদি মাকে বাড়ী ঢুকতে না দেয়?

মহাদেব। চলে আসবে।

নন্দী। চলে আসবে, কিন্তু আমরা লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে?

মহাদেব। মুখ না দেখালেও দিন কাটে বাবা।

নন্দী। মোটের উপর আপনার মাথায় কিছু নেই।

মহাদেব। সম্ভব।

নন্দী। কোন্ বেশে গেল মা?

মহাদেব। যে বেশে এখানে ছিল।

নন্দী। এই পাগলকে নিয়ে আমি কি করবো বলতে পার? ভিখারীর সাজে মাকে আপনি বাপের বাড়ী পাঠালেন? সেখানে তার বোনেরা যাবে গয়নাগাঁটি পরে, আর মা যাবে ভিখারী সেজে? সবাই যখন নিন্দে করবে, তখন কি হবে?

মহাদেব। নিন্দাকে প্রশংসা মনে করলেই হবে।

নন্দী। মানসম্মান সব জলাঞ্জলি দিয়েছ? যা করতে নেই, তাই তুমি হাজারবার করবে? দক্ষ যদি মাকে অপমান করে, তোমার মাথাটা আমি চিবিয়ে খাব। যাচ্ছি আমি কুবের দাদার কাছে, মাকে যদি সাজিয়ে দেয় তো ভাল, নইলে তাকে কিছুতেই যেতে দেবো না।

[প্রস্থান।

মহাদেব। সতী আসবে, আবার আসবে সতী।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। ঠাকুর,—

মহাদেব। এই যে, নারদ এসেছ। আমি জানি, তুমি আসবে। এরা বলে আসবে না। 'নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ' ক'রে সবার মুখে রক্ত উঠে গেল। ওরে, ও নন্দি, দেখে যা, নারদ নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

নারদ। আমি নিমন্ত্রণ করতে আসিনি ঠাকুর।

মহাদেব। তবে কে আসছে।

নারদ। কেউ নয়। আপনাদের নিমন্ত্রণ নিষিদ্ধ।

মহাদেব। যাক, যাক্, নিমন্ত্রণ না হওয়াই ভাল। কেশরী নিমন্ত্রণ পেলে অত্যন্ত বেশী আহার ক'রে, আর নন্দীটা কারও না কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই কলহ করবে।

নারদ। কিন্তু এ শিবহীন যজ্ঞে নারায়ণ যাচ্ছেন কি ব'লে?

মহাদেব। যেতে কি চান? আমি অনেক অনুরোধ ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দিলুম। "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।" বুঝলে নারদ? নারায়ণ না থাকলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। যজ্ঞ না হ'লে সৃষ্টি রসাতলে যাবে।

নারদ। সৃষ্টি ঠিকই থাকবে, দক্ষ রসাতলে যাবে।

মহাদেব। সে কথাও তো ভাল নয়। তিনি প্রজাপতি।

নারদ। এই প্রজাপতি আপনাকে অপমান করেছে।

মহাদেব। এই দেখ, তুমিও "অপমান অপমান" ক'রে পাগল হ'য়ে উঠেছ। অপমান কাকে বলে, আমি কিন্তু বুঝি না। আমাদের অপমান শুধু আমাদের নিজেদের হাতেই হ'তে পারে, আর কারও হাতে নয়।

নারদ। হায় মূর্খ দক্ষরাজ, এই মহাযোগীকে তুমি চিনলে না! ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে এঁর তুলনা হ'তে পারে। কি অপার সহিষ্ণুতা, আর কি অপরিসীম মহত্ব!

মহাদেব। কি মনে ক'রে এসেছ নারদ?

নারদ। আপনাদের বল্‌তে এসেছি, যেন আপনারা দক্ষালয়ে না যান। মা কোথায়?

মহাদেব। চলে গেলে নারদ।

নারদ। চলে গেছেন! কেন আপনি যেতে দিলেন? মহা অনর্থ হবে যে?

মহাদেব। না-না, অনর্থ কেন হবে? যাক্, সেই এসেছে, আর তো যায়নি? তুমি চলে যাও নারদ; তার কাছে কাছে থেকো। কি জানি, আমার মনটা ভাল লাগছে না। নন্দীটা আবার গেল কুবেরের কাছে; সে তার মাকে সাজিয়ে দেবে। কেশরী গেল কি না, তাই বা কে জানে? সেও হয়তো গেছে।

নারদ। কুবের সাজাবে মাকে? সোনাদানা দিয়ে! আচ্ছা, দেখি, কেমন মানায়। আমি চল্লুম, আপনি যেন যাবেন না, সাবধান। দক্ষের হাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার জাত যায় যাক্, অপনার জাত মারতে দেবো না।

[প্রস্থান।

মহাদেব। আঃ—চোখে কেন জল আসে? সতি, সতি,—

গীতকণ্ঠে চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।

গীত।

চিত্রগুপ্ত।

স্বরলোক-জননী কোথা সিত বরণী

কোন্ পথে চলে গেল ভোলা।

হায়রে মায়ার ছলে মাণিক ফেলেছ জলে,

স্বরগের ফুরালো মা বোল॥

কোন দিকে কোথা পথ, ছুটেছে মায়ের রথ,

আমি আর যাবে পিছে পিছে,

মা বিনে আঁধার সব, ভোলানাথ তুমি শব,

শিবধাম-তপোবন মিছে,

হায় এ লেখনী মোর আনিল কি কালো ঘোর

শমনের [illegible] দোর খোল

মহাদেব। কি বলছো চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত। কি আর বলবো ভোলানাথ, [illegible] শেষ রক্ষা হ'লো না।

[প্রস্থান।

মহাদেব। ওরে, কে আছিস্ তোরা ? সতীকে ফিরিয়ে আন— সতীকে ফিরিয়ে আন।

[প্রস্থান।

ঐক্যতান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। মালবিকা, মালবিকা,—

মালবিকার প্রবেশ।

মালবিকা। এসেছ? বেশ করেছ। পুরোহিতকে নিয়ে এসেছ তো?

বীতশোক। হ্যাঁ।

মালবিকা। মহর্ষি ভৃগু তা হ'লে পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রেছেন? কোন আপত্তি করেননি?

বীতশোক। না। আপত্তি কেন করবেন?

মালবিকা। তাঁকে ব'লেছিলেন যে, এ যজ্ঞ শিবহীন?

বীতশোক। ব'লেছি বই কি। তিনি তো তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছেন।

মালবিকা। বটে!

বীতশোক। তুমি আর দেরী ক'রো না। পুরোহিতের স্নান আহ্নিকের আয়োজন ক'রে দাও।

মালবিকা। পতি-দেবতার আদেশ না কি?

বীতশোক। না-না, শ্বশুর-দেবতার আদেশ। যাও, আয়োজন ক'রে দাও শীগ্‌গির।

মালবিকা। আমি আর কি আয়োজন করবো? খালের জলে স্নান করতে ব'লে দাও। আর—আহ্নিক? ও আর না করলেও চলবে।

বীতশোক। কেন?

মালবিকা। কেন যদি বুঝবে, তা হ'লে তুমি যাও শিবহীন যজ্ঞের পুরোহিত আন্‌তে!

বীতশোক। বাঃ, পিতা যে বল্‌লেন!

মালবিকা। পিতা যদি বলেন, তোমার দিদির চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে, তুমি তা পার্‌বে?

বীতশোক। তা কি ক'রে পারি?

মালবিকা। পিতা যদি বলেন তোমার মাকে বনবাস দিতে, তুমি তা করতে পার?

বীতশোক। তুমি যে বড় গোলমেলে কথা বল্‌ছো।

মালবিকা। পাপের অংশ কেউ নেবে না স্বামি। এই শিবহীন যজ্ঞে যে কেউ অংশগ্রহণ করবে, তাকেই তার ফলভোগ করতে হবে। রাজভক্তি বা পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে কেউ পরিত্রাণ পাবে না। দেবাদিদেব শিব মঙ্গলের প্রতীক। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন অনুষ্ঠানেই মঙ্গল হয় না। চোখ মেলে চেয়ে দেখ, কি শোচনীয় দুর্দ্দশা পৃথিবীর। আকাশ থেকে যেন আগুনের বৃষ্টি হ'চ্ছে, সৃষ্টিটা জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। তবু এ শুধু অমঙ্গলের সূচনা, পরিণাম যে আরও কত ভয়াবহ, ভাবতেও আমি শিউরে উঠেছি স্বামি।

বীতশোক। তুমি তবে কি করতে বল?

মালবিকা। পালিয়ে চল,—পালিয়ে চল।

বীতশোক। কোথায় যাবো?

মালবিকা। যেখানে তোমার পিতার অধিকার নেই।

বীতশোক। এমন স্থান কি আছে ?

মালবিকা। আছে। চল আমরা মাকে নিয়ে কৈলাসে যাই।

বীতশোক। তা হয় না মালবিকা। আমি পিতার যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ না নিলেও তিনি যাকে শত্রু মনে করেন, তাঁর আশ্রয় নিতে পারি না।

মালবিকা। কথাটা কে ব'লে দিয়েছে বল তো ?

বীতশোক। কেউ বলেনি, আমি নিজেই বল্‌ছি।

মালবিকা। জীবনে এই একটা বুদ্ধিমানের কথা বলেছ।

বীতশোক। তুমি তো কোনদিনই আমার বুদ্ধি দেখলে না। তোমার জন্য লোকে আমায় স্ত্রৈণ বলে।

মালবিকা। তাদের ব'লো, যারা স্ত্রৈণ নয়, তারা চরিত্রহীন।

বীতশোক। কি বল্‌লে ? যারা স্ত্রৈণ নয়, তারা চরিত্রহীন।

মালবিকা। হ্যাঁ মশায়।

বীতশোক। দাঁড়াও, আমি আসছি।

মালবিকা। কোথায় যাচ্ছ ?

বীতশোক। পিতাকে কথাটা শুনিয়ে দিয়ে আসি।

মালবিকা। কি কথা ?

বীতশোক। ওই যে তুমি বল্‌লে ; যারা স্ত্রৈণ নয়, তারা চরিত্রহীন।

মালবিকা। তোমায় মাথা নেই। পিতাকে একথা বলা যায় ?

বীতশোক। যায় না বুঝি ? তবে থাক্‌। আচ্ছা, তোমাকে দেখলে এত [illegible] কন ?

মালবিকা। স্ত্রীকে ভক্তি করাই স্বামীর ধর্ম্ম।

বীতশোক। তবে লোকে আমায় নিন্দে করে কেন ?

মালবিকা। শিবকে ফেলে যারা অশিবের পূজা করে, তাদের নিন্দায় কিছুই যায় আসে না।

বীতশোক। তা হ'লে এখন আমি কি করবো?

মালবিকা। শিবহীন যজ্ঞে তুমি কোন অংশ নিতে পাবে না।

বীতশোক। পিতা যদি অসন্তুষ্ট হন?

মালবিকা। সংসারে কারও উপর তিনি সন্তুষ্ট নন।

বীতশোক। তা বটে। কিন্তু—

মালবিকা। আবার 'কিন্তু'? অবাধ্য হ'য়ো না বলছি। যা বল্ছি শোন। নগরের প্রবেশ-পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। নিমন্ত্রিত অতিথি হোক, আর অনাহূত ভিখারী হোক, কৌতূহলী দর্শক হোক, যে কেউ যজ্ঞ-স্থলে আসবে, তাকে ফেরাবার চেষ্টা করবে। আর দিদি যদি আসেন, তাঁকে যেমন ক'রে হোক, কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

বীতশোক। দিদি আসবে?

মালবিকা। খুব সম্ভব তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করবেন না। যজ্ঞ-স্থলে তাঁকে কিছুতেই আসতে দেবে না।

বীতশোক। বেশ, তা হ'লে আমি যাচ্ছি। তুমি পুরোহিতকে দেখ।

মালবিকা। পুরোহিত উচ্ছন্নে যাক।

বীতশোক। শুধু শুধু লোকটা উচ্ছন্নে যাবে কেন?

মালবিকা। শিবহীন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে যিনি এসেছেন, তার সেবা মালবিকা করবে না।

বীতশোক। আরে তা তো বুঝলুম; কিন্তু পিতা যে বলেছেন,—

মালবিকা। তার উত্তর তাঁকেই দেবো। তুমি যাও।

বীতশোক। যাব তো। কিন্তু পিতা যদি তোমার উপর রাগ করেন?

মালবিকা। আমিও তাঁর উপর রাগ করবো।

বীতশোক। ধর, যদি অপমানই করেন?

মালবিকা। মহাদেবের মত অপমান মাথা পেতে নেবো না।

বীতশোক। কি যে করবে তুমি, আমি বুঝতেই পারছি না।

মালবিকা। তুমি আবার বুঝবে কি? বুঝবো আমি; তুমি শুধু আদেশ পালন করবে।

বীতশোক। কিন্তু—

মালবিকা। আবার কিন্তু?

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। বীতশোক,—

বীতশোক। আজ্ঞে! (জনান্তিকে) তুমি সরে যাও মালবিকা।

দক্ষ। তোমাকে কি করতে পাঠিয়েছিলুম?

বীতশোক। আজ্ঞে, পুরোহিতের সেবার ব্যবস্থা—

দক্ষ। হ্যাঁ, করেছ সেবার ব্যবস্থা?

বীতশোক। না।

দক্ষ। কেন?

বীতশোক। আজ্ঞে, আমি এসে দেখলুম, (জনান্তিকে মালবিকাকে) তুমি যেও না। (দক্ষকে) দেখলুম, মালবিকার স্বাস্থ্য অসুস্থ। তাই আমি আর ওকে বলিনি।

দক্ষ। এতক্ষণ তবে কি কচ্ছিলে?

বীতশোক। ভাবছিলুম কি করা যায়।

দক্ষ। ভাবছিলে? স্বাধীন চিন্তা আছে তোমার?

বীতশোক। পিতা,—

দক্ষ। বেরিয়ে যাও অপদার্থ।

বীতশোক। (জনান্তিকে) পালাও মালবি।

[বীতশোকের প্রস্থান।

দক্ষ। মালবিকা,—

মালবিকা। মহারাজ,—

দক্ষ। পুরোহিত এসেছেন। তাঁর সেবার ভার তোমার উপর রইলো। যাও, তাঁর স্নান-আহ্নিকের ব্যবস্থা ক'রে দাও। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও।

মালবিকা। আমি পারবো না মহারাজ।

দক্ষ। পারবে না?

মালবিকা। ভুল বুঝেছি; আমি করবো না।

দক্ষ। কেন?

মালবিকা। শিবহীন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে যিনি এসেছেন, তাঁর সেবা করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

দক্ষ। বটে! প্রজাপতি দক্ষের আদেশ অমান্য করবে তার পুত্রবধূ?

মালবিকা। কারও আদেশেই এতবড় পাপের অংশ আমি নেব না।

দক্ষ। পাপ কাকে বল্‌ছো নির্বোধ বালিকা?

মালবিকা। শিবহীন যজ্ঞের চেয়ে পাপ আর কিছু নেই।

দক্ষ। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর হরি এ যজ্ঞে যোগদান করছেন, সে সংবাদ রাখ?

মালবিকা। যজ্ঞেশ্বর হরির মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে।

দক্ষ। স্তব্ধ হও প্রগল্‌ভা বালিকা।
ভাবিও না মনে, দক্ষ প্রজাপতি
তার পুত্রবধূ হ'তে কম বুদ্ধি ধরে।
অগণিত দেবের সমাজ
শিবহীন যজ্ঞে মোর নিমন্ত্রণ
ক'রেছে গ্রহণ; সকলেই বুদ্ধিহীন,
আর একা তুমি বুদ্ধির সাগর।

মালবিকা। অজ্ঞান বালিকা আমি, দীন হ'তে দীন,
বুদ্ধির বড়াই কভু আমি করি নাই।
কিন্তু মহারাজ, ধরি পায়,
ভেবে দেখ মনে,—সংসারে যে
বেশী বোঝে, পদে পদে তারি পরাজয়।
অতি বুদ্ধি চিরদিন ধ্বংসের সোপান।
অশিবের যজ্ঞস্থলে
আসিয়াছে অগণিত দেবের সমাজ।
দেবতার মৃত্যু নাই; মৃত্যু আছে
তোমার আমার। অশিবের অর্চ্চনায়
অমঙ্গল আসিবে যেদিন,
দেবতার পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিবে না,
জ্বলিয়া মরিবে শুধু অভাগা মানব।

দক্ষ। তর্ক রাখ। প্রজাপতি দক্ষ
পরামর্শ চাহে নাই পুত্রবধূ পাশে।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
নতশিরে পালিবে আদেশ তার;
ছার পুত্র, ছার পুত্রবধূ,
স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু যদি বাদী হ'তো মোর,
অনায়াসে বিষ্ণুনাম করিতাম লোপ।

মালবিকা। কে বুঝিবে বিধাতার লীলা!
প্রলয় আসিছে বুঝি ভবে।
অনাবৃষ্টি, মহামারী, রোগ-শোক
জর্জ্জরিত মেদিনীমণ্ডল,

শুভবুদ্ধি মানুষে ক'রেছে ত্যাগ,
পতঙ্গের সম মোহাচ্ছন্ন জীবকুল
অগ্নিপানে ধায় হে রাজন্।
অশিবের করিয়া অর্চ্চনা
জান না—জান না,
কি ঘোর অশুভ
তুমি আনিছ ডাকিয়া।
এখনো সময় আছে, ক্ষমা চাহি
শিবেরে করহ আমন্ত্রণ।

দক্ষ। প্রগল্‌ভা বালিকা,
পুনঃ পুনঃ কর তুমি অরাতির স্তুতি!

মালবিকা। কারে কহ অরাতি ধীমান্?
শিব কারো অরি নয়।

দক্ষ। মালবিকা, কর তুমি সংযত রসনা।
শোন মোর শেষ কথা –
দক্ষালয়ে শিবনাম উচ্চারণ
নিষিদ্ধ তোমার। যাও,
পুরোহিতে সযতনে কর গিয়া সেবা।

মালবিকা। অসম্ভব।

দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষের আদেশ।

মালবিকা। অশিবের আশ্রিত যে জন,
পূজনীয় শ্বশুর, হ'লেও তাঁর আজ্ঞা
পালিব না আমি।

দক্ষ। মালবিকা!

গীতকণ্ঠে অশিবের প্রবেশ।

গীত।

অশিব।—

চলিবার পথে যদি কণ্টক ফোটে ভাই,
তুলে নে কঠিন করে, দয়া নাই, মায়া নাই।
বীর তুমি, পদতলে চলে যাও দ'লে দ'লে
তুঙ্গ পাহাড় যত, মমতার যত ঠাঁই,
মলয় সমীরে টলে নগণ্য তৃণদলে,
ঝড়ে কভু সহকার মাথা নত করে নাই॥
সাথে যারা চলিয়াছে সব যদি সরে যায়,
নিভে যদি যায় বাতি, বাধা আছে পায় পায়,
বুকের পাঁজর জ্বেলে,
একা তুমি যাও চলে,
সকলি পুড়িয়া হোক্ ছাই॥

[প্রস্থান।

দক্ষ। বীতশোক—বীতশোক,—

মালবিকা। পুত্র তব গিয়াছে কৈলাসে।

দক্ষ। কৈলাসে! কেন?
শিবের করিতে নিমন্ত্রণ?

মালবিকা। না,—সতী আর মহেশ্বরে
অনুরোধ করিতে জ্ঞাপন,
বিনা নিমন্ত্রণে তারা যেন
এই পাপ পুরে নাহি করে পদার্পণ।

দক্ষ। গৃহে যজ্ঞ-মহোৎসব,

আর পুত্র গেছে কৈলাসের ধাম ?
তুমি বুঝি পাঠায়েছ তারে ?

মালবিকা। হ্যাঁ পিতা।

দক্ষ। এই কি বুঝিব আমি,
যে, পুত্র আর পুত্রবধূ মোর
শিবহীন যজ্ঞে করিবে না যোগদান ?

মালবিকা। সত্য পিতা।

দক্ষ। এইসব তোমারি মন্ত্রণা।

মালবিকা। হ্যাঁ।

দক্ষ। কে আছে ?

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ,—

দক্ষ। তোমার উপর আমার কি আদেশ ছিল ?

ধূম্রাক্ষ। শিবহীন যজ্ঞে যে কেউ বিঘ্ন উৎপাদন করবে, তাকে কারারুদ্ধ করতে।

দক্ষ। তুমি তা করেছ ?

ধূম্রাক্ষ। কেউ বিঘ্ন উৎপাদন করেনি মহারাজ।

দক্ষ। যুবরাজ আর বৌ-রাণীর সংবাদ রাখ ?

ধূম্রাক্ষ। বৌ-মা শিবহীন যজ্ঞে অংশ গ্রহণ কর্‌বেন না, এ আমি আগেই জানি।

দক্ষ। আমার পুরনারীরাই অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকে যদি দূরে সরে থাকে, এর চেয়ে আর বড় বাধা কিছু আছে ? কে আসবে তা হ'লে আমার যজ্ঞানুষ্ঠানে ?

ধূম্রাক্ষ। পতঙ্গের মত যারা আগুনে পুড়ে মরতে চায়, তারাই আসবে। সংসারে এমনি পতঙ্গের অভাব নেই।

দক্ষ। মূর্খ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর সব দেবতারা সবাই পতঙ্গ?

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ, দেবতারা যে অন্যায় করেন, তার নাম লীলা, মানুষ যে অন্যায় করে, তাকে বলে পাপ। লীলাময়ের দণ্ড নেই, দণ্ড শুধু পাপীর জন্য।

দক্ষ। বাচালতা রাখ। তুমিও তা হ'লে এ যজ্ঞের বিরোধী।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ, আমার দেহটাই আপনার আজ্ঞাবাহী, মনটা নয়। আপনার যজ্ঞে ত্রিসংসার নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর আমার মা-মণিকে আপনি ডেকেও জিজ্ঞেস করেননি। কতদিন তার মুখখানা দেখিনি। রাত্রে ঘুমিয়ে থাকলে সে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। আমি পাগল হ'য়ে যাই। মহারাজ, আপনার আদেশে অসংখ্য শিবের বিগ্রহ আমি ধ্বংস ক'রেছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তার যে বিগ্রহ আছে, তাকে ধ্বংস করতে কেউ পারবে না।

দক্ষ। ধূম্রাক্ষ, তুমিও বিদ্রোহী?

ধূম্রাক্ষ। না রাজা, বিদ্রোহী আমি নই। আপনার আদেশে যে কোন কাজ করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু কাজের অবসরে আমি যখন নিজেকে ফিরে পাই, তখন আমি কারও নই। যাক্, বলুন, আর কি করতে হবে আমায়!

দক্ষ। এই দুর্বিনীতা বালিকাকে কারাগারে আবদ্ধ কর। বীতশোক ফিরে এলে নিজের হাতে একে হত্যা করবে, এই আমার আদেশ।

মালবিকা। মহারাজের অসীম করুণা। শিবহীন যজ্ঞের দৃশ্য যে আমায় দেখতে হবে না, এই আমার সৌভাগ্য, চলুন কাকা।

ধূম্রাক্ষ। চল মা। ভয় কি? মানুষকে মারতে পারে না।

মালবিকা। জয় শিব শঙ্কর।

দক্ষ। সাবধান বালিকা, আমার প্রাসাদে শিবের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

মালবিকা। মৃত্যুদণ্ডে যে দণ্ডিত, সে আপনার রক্তচক্ষুকে ভয় করবে কেন? জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর।

প্রস্থান।

ধূম্রাক্ষ। মহারাজ,—

দক্ষ। কি,— ক্ষমা?

ধূম্রাক্ষ। ক্ষমা অপরাধীর জন্য। বৌ-মা কোন অপরাধ করেননি। আমি শুধু বল্‌ছিলুম, শিবকে বর্জ্জন করেছেন করুন, অন্ততঃ সতীকে আপনি আহ্বান করুন, তবু ধ্বংসের কিছু বাকী থাকবে।

[প্রস্থান।

দক্ষ। কি আশ্চর্য্য, ত্রিভুবন যার বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলিহেলন করতে সাহস করেনি, ঘরে তার এতবড় বিদ্রোহী! আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি!

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। মহারাজ, পুরোহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন।

দক্ষ। তাঁর ক্রোধে প্রজাপতি দক্ষের কিছু যায় আসে না।

দিকপাল। তিনি বলেছেন, তাঁর সেবার ব্যবস্থা না হ'লে তিনি চলে যাবেন।

দক্ষ। হবে না সেবার ব্যবস্থা। সাহস থাকে, চলে যেতে বল। (স্বগতঃ) নির্লজ্জ শিব বোধ হয় বিনা নিমন্ত্রণেই আসবে। যদি এখনও সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হ'লে হয়তো—

দিকপাল। মহারাজ,—

দক্ষ। আবার কি ?

দিক্ষপাল। আপনার কন্যা-জামাতারা আস্‌ছেন।

দক্ষ। শিব আর সতীও আস্‌ছে না কি ?

দিকপাল। তাঁদের তো নিমন্ত্রণ হয়নি।

দক্ষ। নিমন্ত্রণ না হ'লেও আসবে। নির্লজ্জ তো!

দিকপাল। আমার তো মনে হয় না।

দক্ষ। কারণ, তুমি হস্তিমূর্খ। এগিয়ে গিয়ে দেখ, যমের রথে মহাদেব বসে আছে, আর চন্দ্রের রথে সতী।

দিকপাল। না মহারাজ, তাঁরা রথ থেকে নেমেছেন। তাঁরা বল্‌ছেন, শিবের কোন সংবাদ তাঁরা রাখেন না।

দক্ষ। তা রাখবে কেন ? শিবের তো আর রথ নেই। অপদার্থ স্বার্থপর ইতরের দল! একশোটা মেয়েকে জলে ফেলে দিয়েছি।

দিকপাল। আগে আমি শুনেছিলুম, এঁরাই মহারাজের মুখ উজ্জ্বল ক'রেছেন।

দক্ষ। উজ্জ্বল ক'রেছেন! শিব অনাচারী বটে, কিন্তু এদের মত স্বার্থপর নয়। সে কখনও এদের নিমন্ত্রণ না হ'লে নিজে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌তো না। আর এই মেয়েগুলো—সর্ব্বাঙ্গে ঐশ্বর্য্য জড়িয়ে বাপের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল, আর সতীর কথা একবার মনেও করলে না।

দিকপাল। মহারাজ,—

দক্ষ। কি ?

দিকপাল। এখনও সময় আছে। একখানা রথ পেলে আমি কৈলাসে যেতে পারি।

দক্ষ। কেন ?

দিকপাল। শিব আর সতীকে আনতে।

দক্ষ। যাবার আগে শপথ ক'রে বলতে পার যে, শিব আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে! কাণে আঙ্গুল দিলে যে? পাপ হ'লো, না? যাও, বেরিয়ে যাও।

দিকপাল। যাচ্ছি মহারাজ। মহারাণীকে বলুন, জামাই বাবাজীদের অভ্যর্থনা ক'রে আনতে।

দক্ষ। অভ্যর্থনা! নিমন্ত্রণের গন্ধ পেলে যারা হ্যাংলা কুকুরের মত বিচার না ক'রেই ছুটে আসে, তাদের আবার অভ্যর্থনা। যাও, রাণীকে গিয়ে বল, ধনিগৃহিণী কন্যারত্নদের আদর করে তুলে নিতে। এদেরই নাম দেবতা।

[দিকপালের প্রস্থান।

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। মহারাজ,—

দক্ষ। তুমি এখানে কেন? ধনী মেয়েরা এসেছে, তাদের অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে তুলে নাওগে।

প্রসূতি। সবাই এলো, কিন্তু সতী তো এলো না।

দক্ষ। আসেনি?

প্রসূতি। না।

দক্ষ। তোমার ঐ ধনী মেয়েরা তাকে ডেকে আনেনি?

প্রসূতি। তারা তার সংবাদই রাখে না।

দক্ষ। তা তো রাখবেই না। ওরা ধনী আর সে গরীব।

প্রসূতি। তুমি কি তাকে আনতে কাউকে পাঠাওনি?

দক্ষ। না।

প্রসূতি। না পাঠালে সে আসবে কেন?

দক্ষ। না আসাই উচিত। আমি তাদের নিমন্ত্রণ করিনি।

প্রসূতি। সতীকেও না? এ তুমি কি বলছো রাজা? ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রেছ, আর বাদ দিলে সতী আর মহাদেবকে! সতী আমার ছোট মেয়ে নয়! সে যদি অন্যায় ক'রে থাকে, তার কি ক্ষমা নেই?

দক্ষ। ক্ষমা কি তারা চেয়েছে?

প্রসূতি। তুমি কি তোমার পিতার কাছে অসংখ্য অপরাধ করনি? তার জন্যে কি তোমায় ক্ষমা চাইতে হ'য়েছে?

দক্ষ। দক্ষ কারও কাছে অপরাধ করেনি।

প্রসূতি। তা হ'লে সতী আসবে না?

দক্ষ। লজ্জা থাকলে আসবে না।

প্রসূতি। আমি তো একথা জানি না। আমি সাতদিন ধরে পথের দিকে চেয়ে আছি, কখন সতী আসবে, কখন তার মুখখানা দেখবো।

দক্ষ। তুমি কি জান না, এ শিবহীন যজ্ঞ?

প্রসূতি। তোমার যজ্ঞভাগের জন্য শিব লালায়িত নয়। তা ব'লে তাকে দর্শক ব'লেও কি নিমন্ত্রণ করতে পার না?

দক্ষ। না। দক্ষ নিষ্ঠুর হ'তে পারে, কিন্তু সে শত্রুকেও ডেকে এনে অপমান করে না।

প্রিয়ব্রতের প্রবেশ।

প্রিয়ব্রত। জেগে যে ঘুমায়, তাকে জাগাতে পারে শুধু চাবুক।

প্রসূতি। একি দাদা! শিবহীন যজ্ঞে তুমিও এলে?

দক্ষ। না এসে আর কি করবে বল? প্রজাপতি দক্ষের নিমন্ত্রণ তো আর ছেলেখেলা নয়।

প্রিয়ব্রত। তোমার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিনি।

দক্ষ। তবে মহাকুটুম্বের কি উদ্দেশ্যে আগমন?

প্রিয়ব্রত। উদ্দেশ্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করা।

দক্ষ। কিসের নিমন্ত্রণ? আবার বিবাহ ক'চ্ছ নাকি?

প্রি য়ব্রত। বিবাহ নয়, যজ্ঞ।

দক্ষ। যজ্ঞ!

প্রিয়ব্রত। হ্যাঁ। তুমি তেত্রিশকোটী দেবতাকে নিয়ে শিবহীন যজ্ঞ কর্‌ছ, আমি শুধু শিবকে নিয়ে দেবতাহীন যজ্ঞ কর্‌বো। যজ্ঞের-ষোলআনা ভাগ আমি শিবকেই দেবো। তোমাকে আমি দেখাবো যে, শিবের অভাব তেত্রিশকোটী দেবতাও পূর্ণ কর্‌তে পারে না, কিন্তু সকলের অভাব একা শিবের দ্বারাই পূর্ণ হয়।

দক্ষ। তুমি অতি অপদার্থ।

প্রসূতি। ছি-ছি, কি ক'চ্ছ তোমরা? একজন রাজচক্রবর্ত্তী, আর একজন প্রজাপতি, এমনি ক'রে তোমরা কলহ ক'রে লোক হাসাতে চাও? যাও দাদা, দেবতারা আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করগে।

প্রিয়ব্রত। যে সব লোভী দেবতা শিবহীন যজ্ঞে যোগদান করতে এসেছে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

দক্ষ। তুমি তা হ'লে শিবকে নিয়েই যজ্ঞ করবে?

প্রিয়ব্রত। নিশ্চয়।

দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষের নির্দ্দেশ অমান্য কর্‌তে ত্রিভুবনে কেউ সাহস করেনি, সে কথা মনে রেখো।

প্রিয়ব্রত। তুমিও মনে রেখো যে, রাজচক্রবর্ত্ত প্রিয়ব্রত প্রজাপতির নির্দ্দেশ পাগলের প্রলাপ মনে করে।

দক্ষ। সাবধান প্রিয়ব্রত, শিবহীন যজ্ঞে যোগ না দিতে চাও, দিও

না। তুমি না থাকলেও যজ্ঞের কোন অঙ্গহানি হবে না। কিন্তু শিবকে যদি তুমি যজ্ঞভাগ দাও, আমি তোমায় কুটুম্ব ব'লে ক্ষমা করবো না।

প্রিয়ব্রত। তোমার মত শিবদ্বেষীর ক্ষমায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার রক্তচক্ষু দেখে দেবতারা ভয় পেতে পারেন, কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রত তা গ্রাহ্য করে না।

দক্ষ। এই ক'টা দিন নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ ক'রে নাও; যজ্ঞের পর আমি তোমাব এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ নেবো।

প্রিয়ব্রত। যজ্ঞের পব তুমি বেঁচে থাকবে মনে ক'চ্ছ? আমার মনে হয়, মৃত্যু তোমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষ। মৃত্যুনিয়ামক যম আমার অন্তঃপুরে অতিথি।

প্রিয়ব্রত। যমের শ্বশুর হ'লেই অমর হওয়া যায় না।

প্রসূতি। দাদা,—

প্রিয়ব্রত। চল বোন আমার ঘরে। এই পাপানুষ্ঠানে তুমি আর যোগ দিও না।

প্রসূতি। তা কি হয়? স্বামী নরকে যান, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

প্রিয়ব্রত। না প্রসূতি, স্বামী যদি অনাচারী হয়, তাকে ত্যাগ করাই উচিত।

প্রসূতি। বিবাহের সময় তো একথা ব'লে দাওনি দাদা। তখন যে বলেছিলে, পতি পরমগুরু, আর স্ত্রী সর্ব্ব ক্ষেত্রেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী। দেখতে পাচ্ছ না, শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি ব'লে আমার সতী একবারও এলো না। যে শিক্ষা মেয়েদের দিয়েছি, সে শিক্ষা নিজে গ্রহণ করবো না, একি হয় দাদা?

প্রিয়ব্রত। বেশ, তবে চরম দুর্গতির জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক। বীতশোক কোথায়?

দক্ষ। তুমি তো কৈলাসে যাচ্ছ।—সেখানেই তার দেখা পাবে।

প্রস্থতি। বীতশোককে কৈলাসে পাঠিয়েছ?

দক্ষ। আমি পাঠাইনি; তার স্ত্রী পাঠিয়েছে।

প্রস্থতি। কেন?

দক্ষ। শিব আর সতীকে অনুরোধ করতে, যেন তারা বিনা নিমন্ত্রণে এখানে না আসে।

প্রিয়ব্রত। বৌমার বুদ্ধির শতাংশের একাংশও যদি তার শ্বশুরের থাকত, ত্রিভুবন তার পায়ে লুটিয়ে পড়তো। তাকে ডেকে দাও প্রস্থতি।

দক্ষ। আমি তাকে কারারুদ্ধ ক'রেছি।

প্রস্থতি। কারারুদ্ধ ক'রেছ?

প্রিয়ব্রত। পুত্রবধূকে!

দক্ষ। বীতশোক ফিরে এলে স্বহস্তে তাকে হত্যা করবে, এও আমার আদেশ।

প্রিয়ব্রত। দেখ প্রস্থতি, দেখ, দিকে দিকে রঙিন নিশান উড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস কেমন ক'রে এগিয়ে আসছে। বিদ্যায় সরস্বতী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে বসুন্ধরার মত যে বালিকা, এই অনাচারীর হাতে তারও নিস্তার নেই! সব যাবে; পুত্র, পুত্রবধূ, আত্মীয়, বান্ধব কেউ থাকবে না। পালিয়ে আয় দিদি, পালিয়ে আয়।

প্রস্থতি। না দাদা, স্বামীর ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

প্রিয়ব্রত। বেশ, আমি চললুম কৈলাসে। শিব আর সতীকে আমি এই পথ দিয়েই মাহিষ্মতিপুরে নিয়ে যাবো। যাবার সময় দেখে যাবো দক্ষের যজ্ঞভূমি কি মহাশ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

দক্ষ। ওহে, শোন, শোন, কথা আছে।

প্রিয়ব্রত। কি?

দক্ষ। তুমি একটি প্রকাণ্ড হস্তিমূর্খ।

প্রিয়ব্রত। তুমি একটি দ্বিপদ পশু।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। মহারাজ, সত্যই তুমি বৌমাকে কারারুদ্ধ ক'রেছ ?

দক্ষ। যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করলে বৌমার শাশুড়ীকেও কারারুদ্ধ কর্‌বো। (প্রস্থানোদ্যোগ) দেখ, সতী যদি আসে, না আসাই উচিত, তবু যদি আসে, আমাকে একবার—আচ্ছা থাক। সব শত্রু, সব শত্রু।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। এও সম্ভব হ'লো! মালবিকা কারাগারে! শিব এলো না, সতীর কোন খোঁজ নেই, ছেলে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে, তার উপর বৌমাও কারারুদ্ধ! ঠাকুর, আর আমি সইতে পার্‌ছি না; জীবনের অবসান কর—অবসান কর।

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। মহারাজ,—

প্রসূতি। কি, দিকপাল ?

দিকপাল। আজ্ঞে, তিনি আসছেন।

প্রসূতি। কে ?

দিকপাল। ওই যে, যার নাম করতে নেই।

প্রসূতি। নারায়ণ ?

দিকপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রসূতি। সঙ্গে কেউ আছে ?

দিকপাল না।

প্রসূতি। সতীকে দেখলে ?

দিকপাল। না রাণি-মা।

প্রস্থতি। ভাল ক'রে দেখেছিলে ?

দিকপাল। হ্যাঁ।

প্রস্থতি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

দিকপাল। কোন্‌দিকে যাই ? এখানকার কাজ করি, না বাড়ী গিয়ে গিন্নীকে আগলাই ? দেবতারা দলে দলে আসতে আরম্ভ ক'রেছেন, কোন্‌ দয়াময় যে কার ঘরের মাগ নিয়ে উধাউ হবেন, বোঝবার যো নেই ! শ্রীমান্‌ লক্ষ্মীকান্ত কখন যে বাড়ীতে ঢুকে পড়েন, তার কি ঠিক আছে ? একমাত্র ভরসা, আমি ভুলেও তাঁর নামটি উচ্চারণ করিনে। কিন্তু—না, যাই একবার বাড়ীর দিকে ; যজ্ঞ-ফজ্ঞ গোল্লায় যাক।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

ভৃগুর প্রবেশ।

ভৃগু। রাজা কোথায় ?

দিকপাল। ভাগাড়ে।

ভৃগু। তাকে সংবাদ দাও।

দিকপাল। আমার সময় নেই, আপনি খুঁজে নিন গে।

ভৃগু। কি, আমি খুঁজে নেবো যজমানকে ? আমি বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ ক'রে ব'সে আছি, আর ধৈর্য্য রাখতে পারছি না।

দিকপাল। দেখবেন, এখানেই ধৈর্য্য ছেড়ে দেবেন না, একটা গাড়ু-টাড়ু নিয়ে মাঠে গমন করুন।

ভৃগু। রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, আমার সেবার কি ব্যবস্থা হ'য়েছে।

দিকপাল। আগেই সেবা করবেন? ধৈর্য্য ত্যাগ ক'রে স্নান ক'রে এলে হতো না?

ভৃগু। আমি বহুক্ষণ এসেছি। আমার স্নান-আহ্নিকের কোন ব্যবস্থাই হয়নি। ব'সে আছি, ব'সেই আছি।

দিকপাল। মাঝে মাঝে একবার দাঁড়াতে হয়, পায়ে ঝিনঝিনে ধরে যায়নি তো?

ভৃগু। তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছো?

দিকপাল। না দেবতা।

ভৃগু। আমি পুরোহিত, তা জান?

দিকপাল। অর্কফলা দেখেই বুঝতে পারছি।

ভৃগু। এতবড় একটা যজ্ঞের পুরোহিত আমি, আমার অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা নেই?

দিকপাল। যজ্ঞটা নতুন ধরণের কিনা, অভ্যর্থনাও তাই নতুন রকম ধরণেরই হবে।

ভৃগু। তার অর্থ?

দিকপাল। অর্থ ঘোড়ার ডিম।

ভৃগু। তুমি অত্যন্ত বাচাল।

দিকপাল। আরে ঠাকুর, এসেছে তো শিবহীন যজ্ঞের পুরুতগিরি করতে, এই সোজা কথাটা বোঝ না যে এর সবই অনিয়ম? সেবা,—কে কার সেবা করবে? দেখ না গিয়ে বড় বড় দেবতারা সব গাছতলায় ব'সে ঝিমুচ্ছে। দেবরাজ ইন্দ্র অস্তাবলের ধারে উড়ুনী বিছিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বৃহস্পতির দাড়ির ঘামে নদী ব'য়ে যাচ্ছে; পবনের পেটের অসুখ হ'য়েছে, এক কৌটা ওষুধ পায়নি; বরুণের গাঁট কাটা গেছে, সবাই হাততালি দিচ্ছে।

ভৃগু। এত বিশৃঙ্খলা! আমি পৌরহিত্য করবো না।

দিকপাল। তাতে যজ্ঞের কোন ক্ষতি হবে না, তবে আপনার মাথাটি কাঁধের উপর নাও থাকতে পারে।

ভৃগু। তাই নাকি?

দিকপাল। তবে ভরসার কথা এই যে, আপনার যজমানেরও আর বেশী দেরী নেই।

ভৃগু। তা হ'লে কি থেকেই যাবে?

দিকপাল। থাকলেও হয়।

ভৃগু। না, চ'লে যাবো?

দিকপাল। গেলেও ক্ষতি নেই। তবে—

ভৃগু। আবার তবে কি?

দিকপাল। এমন প্রাপ্তিযোগ আর হবে না ঠাকুর। দু'শো জোড়া কাপড়,—

ভৃগু। দু'—শো?

দিকপাল। দশটা সোনার কলসী,—

ভৃগু। সোনার!

দিকপাল। আরও যা আছে, সে আর কি বলবো? সারা জীবন দুহাতে ছড়িয়েও ফুরুবে না।

ভৃগু। যজমানের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। কি বল?

দিকপাল। কারণ, তাতে নিজেরই ক্ষতি।

ভৃগু। কিন্তু আমার সেবা?

দিকপাল। নিজের সেবা নিজেই করগে ঠাকুর। রাজপুত্র বাড়ী নাই, বৌরাণী কারাগারে, এর উপর তুমি যদি "সেবা সেবা" ক'রে চিৎকার কর, তাহ'লে তোমাকে জন্মের শোধ সেবা ক'রে ছেড়ে দেবে।

ভৃগু। তুমি গিয়ে রাজাকে বল যে, আমি তাকে ক্ষমা ক'রেছি।

দিকপাল। তাহ'লে আর তোমায় পুরুতগিরি করতে হবে না। এখুনি তোমার উপর ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে।

ভৃগু। তবে থাক্; ক্ষমা নীরবে করাই ভাল।

দিকপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন আসি। শ্রীমান লক্ষ্মীকান্ত যদি আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে পথটি যেন দেখিয়ে দেবেন না। আচ্ছা, পায়ে রাখবেন।

[প্রস্থান।

ভৃগু। ইচ্ছে হচ্ছে, ভস্ম ক'রে ফেলি। আবার মনে হয়, ক্ষমাই মহত্তের ভূষণ। আচ্ছা, দেখা যাক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিকপালের গৃহ।

গন্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গন্ধেশ্বরী। এত যে পূজো করছি, উনুনমুখো নারায়ণ তবুও তো আস্‌ছে না। রাজার মেয়েটা একদিনও পূজো করলে না, হঠাৎ মালাটা বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিলে, আর শিব এসে ধাঁ ক'রে তাকে নিয়ে কৈলাসে চ'লে গেল। আর আমি নারায়ণের এত ভোগ দিচ্ছি, চোখখেকো নারায়ণের হুঁসই নেই। একবার এলে হয়, সোয়ামীর মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে চ'লে যাবো।

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। গন্ধেশ্বরি,—

গন্ধেশ্বরী। দূর মড়া, তুমি আবার এ সময়ে কেন এলে?

দিকপাল। কেন? ছোটকর্ত্তা এসেছে নাকি?

গন্ধেশ্বরী। ছোটকর্ত্তা আবার কে?

দিকপাল। ওই যে গো, শিব আর ব্রহ্মার পরে যিনি।

গন্ধেশ্বরী। নারায়ণ?

দিকপাল। আবার নাম করে? ব্যাটার চারিদিকে কাণ, ডাক্‌লেই এসে পড়বে। বোঝ না কেন?

গন্ধেশ্বরী। দিনরাত ডাকছি, তবু তো আসে না।

দিকপাল। তুমি যত আবাহন করছ, আমি তত বিসর্জ্জন দিচ্ছি।

গন্ধেশ্বরী। তোমার মত নাস্তিকের কথা তার কাণেও যায় না।

দিকপাল। তবে কি করা যায়? কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি যে গো। পদ্মফুল তুলে এনেছ নাকি?

গন্ধেশ্বরী। এই দারুণ গ্রীষ্মে পদ্মফুল কোথায় পাবো?

দিকপাল। ব্যাপার সুবিধে নয় গিন্নি। আনাচে কানাচে যেন নূপুর বাজছে।

গন্ধেশ্বরী। কই, আমি তো কিছু টের পাচ্ছি না। বাইরে গিয়ে দেখে আসছি।

দিকপাল। হাঁ-হাঁ, এমন কাজ ক'রো না। একবার দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই,—ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে রথে তুলবে।

গন্ধেশ্বরী। আমি তো তাই চাই।

দিকপাল। অ্যাঁ, সত্যি তুমি নারা—থুড়ি—অমুকের ঘর করবে? আমার চেয়ে সে কি তোমায় বেশী ভালবাসে?

গন্ধেশ্বরী। কত তোমার ভালবাসা! আজ পর্য্যন্ত এক টুকরো গয়না দিতে পারলে না।

দিকপাল। কি ক'রে দেবো, বল না? মাইনে যা পাই, পেটে খেতে কুলোয় না।

গন্ধেশ্বরী। কেন, উপরি রোজগার করতে পার না?

দিকপাল। উপরি রোজগার তো চুরি। শাস্ত্রে যে বলে, চুরি করা মহাপাপ।

গন্ধেশ্বরী। ধরা পড়লে মহাপাপ।

দিকপাল। ওই রে, আবার নূপুর বাজছে। এ যে আরও কাছে এসে পড়লো। কি জ্বালায় পড়লুম বল দেখি! হেট্-হেট্, এই ব্যাটা নূপুর।

গন্ধেশ্বরী। মিন্‌সে পাগল নাকি! কোথায় নূপুর?

দিকপাল। শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা যাক, তুমি জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে একটা লাঠি নিয়ে এস।

গন্ধেশ্বরী। পোড়ামুখো বলে কি! জানালাই বা বন্ধ করবো কেন? লাঠিই বা আনবো কেন?

দিকপাল। বলা যায় না। যদি এসেই পড়ে, মারবো মাথায় বাড়ি।

গন্ধেশ্বরী। খবরদার, ওসব কুমতলব ক'রো না বল্‌ছি।

দিকপাল। ভারী দরদ যে! ভেবেছ, আমাকে বর্ত্তমান কলা দেখিয়ে সে ব্যাটার ঘর করবে! সে গুড়ে বালি। আমি না ডাকলে আমার বাড়ীতে আসবে কোন্ শালা?

গন্ধেশ্বরী। আমি রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে রথে উঠবো।

দিকপাল। বেরুতে দিলে তো।

গন্ধেশ্বরী। মিন্‌সে কি আপ্তসুখী গো! আমি সুখে থাকবো, তা ওর সহ্য হচ্ছে না। নিজেও পুষতে পারবে না, অপরকেও দেবে না। দূর মড়া!

দিকপাল। দূর মড়ি। পুষতে পারি আর না পারি, আমার মাগ আমারই থাকবে।

গন্ধেশ্বরী। মামার বাড়ীর আবদার কিনা। পেটে দিলে না ভাত, পরণে দিলে না কাপড়, তবু ওর মাগ ওরই থাকবে। কেন ? কি আমার দায় পড়েছে সারাজীবন তোমার ঘর করবো।

দিকপাল। সতীনারীরা সবাই তাই করে।

গন্ধেশ্বরী। যতদিন উপায় ছিল না, ততদিন ক'রেছি। আজ যখন চাইলেই দেবতাদের পাওয়া যাচ্ছে, তখন কোন্ দুঃখে এখানে আর প'ড়ে থাকবো বল ?

দিকপাল। আরে উনুনমুখি, তোকে দেবতারা নেবে কেন ? সতীর রূপ আছে, যৌবন আছে, তোর আছে কোন্ ঘোড়ার ডিম ?

গন্ধেশ্বরী। কি। আমি দেখতে কুচ্ছিত ? গয়নাগাঁটি পরলে আমাকে দেবী ব'লে মানায় না ?

দিকপাল। অষ্টরম্ভা মানায়। আমি সোয়ামী ব'লেই তোকে চাটি, আর কেউ হ'লে তোকে—

গন্ধেশ্বরী। খবরদার মিন্‌সে, আমার খোয়ার ক'রো না ব'লে দিচ্ছি। স্বর্গে গেলে আর ফিরেও তাকাবো না।

দিকপাল। ডাক তুই, কত ডাকবি ডাক। দেখি, আমি না ডাকলে কোন ব্যাটা আমার ঘরে ঢোকে ?

গন্ধেশ্বরী। এলে আমার ডাকেই আসবে, তোমার মত নাস্তিক জন্মভোর ডাকলেও সাড়া দেবে না।

দিকপাল। তার বাবা সাড়া দেবে। একবার নামটা করলে হয়।

গন্ধেশ্বরী। একবার কেন, হাজারবার নাম করলেও তাঁর কাণে ঢুকবে না।

দিকপাল। তবে দেখবি ?

গন্ধেশ্বরী। দেখি।

দিকপাল। ওহে গোলক—ওই শোন পায়ের শব্দ।

গন্ধেশ্বরী। তোমার মাথা।

দিকপাল। ওহে গোলক, ওই—শুন্‌ছিস ?

গন্ধেশ্বরী। মোটেই না।

দিকপাল। তুই মহাপাপী।

গন্ধেশ্বরী। আর তুমি বড় পুণ্যিমান। তবুও যদি একবার ভুলেও নারায়ণের নাম করতে।

দিকপাল। করবো না, যা। আমি নামটা করি, আর ব্যাটা নারায়ণ এসে—এই যাঃ, নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! সর্ব্বনাশ ক'রেছে। ওগো, শীগ্‌গীর কাছা দিয়ে কাপড় পড়। এক্ষুণি এসে আমার মাথাটা খাবে। ছত্তোর বামুনের পোড়াকপাল!

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। আমি এসেছি দিকপাল।

দিকপাল। ওরে হতচ্ছাড়ি, শীগগীর কাছা দে।

গন্ধেশ্বরী। কেন ?

দিকপাল। দেখছিস না, সে এসেছে ?

গন্ধেশ্বরী। মর্ মিন্‌সে, ওটা তো কুকুর ; তাড়াও, তাড়িয়ে দাও। হেট্, হেট্—আরে ম'লো, হতভাগা কুকুর নড়ে না যে! আবার হাঁ করছে দেখ, কামড়াবে নাকি ? ও মিন্‌সে, হাঁ ক'রে চেয়ে আছে দেখ! কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও না, হাঁড়ি খাবে যে! দাঁড়া, লাঠি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। কেন আমায় ডেকেছ ব্রাহ্মণ ?

দিকপাল। কখন ডাকলুম ? আমি তো ডাকিনি।

বিষ্ণু। এই যে আমার নাম করছিলে।

দিকপাল। নাম করলেই ডাকা হ'লো ? তুমি ঠাকুর বড় হ্যাংলা। যজ্ঞে যাচ্ছ, যাও না, আবার এই গরীবের মাথা খেতে এলে কেন ? যাও, যাও, বেরিয়ে যাও। গন্ধেশ্বরী লাঠি আনতে গেছে, শুনলে তো ?

বিষ্ণু। তুমি আমায় ডেকে অপমান করছ ?

দিকপাল। কত তোমার মান ! শিবহীন যজ্ঞের নেমন্তন্ন খেতে এসেছ, আবার মানের বড়াই ? গলায় দড়ি তোমার। এক খাবলা যজ্ঞের ঘি না খেলেই তোমার চলতো না ?

বিষ্ণু। বুঝতেই তো পারছ, অনেকদিন কেউ যজ্ঞ করেনি, যজ্ঞভাগ না পেয়ে বড়ই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি।

দিকপাল। যাও না, বেশ ক'রে যজ্ঞভাগ নাওগে না। এখানে জ্বালাতে এলে কেন ?

বিষ্ণু। কি আশ্চর্য্য, আমার দর্শন পেলে ত্রিভুবন ধন্য হ'য়ে যায়—

দিকপাল। আমি ধন্য হবো তুমি বেরিয়ে গেলে।

বিষ্ণু। কিন্তু তোমার মন তো তা বলছে না।

দিকপাল। আমার মনের খবর আমার চেয়ে তুমি বেশী জান ? তুমি তো তুমি, তোমার দেবতার জাতের একটাকেও আমি দেখতে পারিনে। তোমরা না পার এমন কোন কাজ নেই। কার ছেলেটী উঠোনে খেলা করছে, ঘাড় মটকে রেখে গেলে ; কার মেয়েটী ডাগর হ'য়ে উঠেছে, টেনে নিয়ে রথে তুললে। আমার মশায় ছেলে নেই, পিলে নেই, সম্বোধন নীলমণি ওই একটুখানি পরিবার। ওকে নিয়ে গেলে আর আমার কিছুই থাকবে না।

বিষ্ণু। এ তুমি কি বলছো দিকপাল? ছি-ছি।

দিকপাল। আর ন্যাকামি ক'রো না দয়াময়, দেবতারা আসতে আরম্ভ ক'রেছে, আর রাজ্যের মেয়েগুলো উপ্‌সে উঠেছে; দেবতারাও হাত ধুয়ে ব'সে আছে।

বিষ্ণু। বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু আমার আগমন তো বৃথা হ'তে পারে না। বল, তুমি কি চাও?

দিকপাল। আমি এই বর চাই যে, তুমি বিদেয় হও।

বিষ্ণু। আর কিছুই তুমি চাও না?

দিকপাল। না।

বিষ্ণু। তোমার তো কিছুই নেই।

দিকপাল। থাকলেই জ্বালা। দক্ষরাজের অনেক আছে, তবুও সে আমার চেয়ে গরীব।

বিষ্ণু। বেশ, ঐশ্বর্য্য না নাও, তুমি অক্ষয়স্বর্গ কামনা কর।

দিকপাল। বিশেষ তাতে আপত্তি নেই। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে থাকবে তো?

বিষ্ণু। তার স্থান নরকে। তার কোন পুণ্য নেই।

দিকপাল। সারাজীবন তোমার পূজো ক'রেও তার পুণ্যি হ'লো না? আর আমি কোনদিন তোমাদের নাম করিনি, পুণ্যি হ'লো আমার? এমনি ক'রেই তোমরা হিসেব রাখ, না? যাও, যাও, আমি পরিবার নিয়ে নরকেই যাবো, তবু একা স্বর্গ ভোগ করবো না।

বিষ্ণু। তুমি তাকে চাও, সে তোমাকে চায় না।

দিকপাল। আমার কি গুণ আছে যে চাইবে? রেঁধে ভাত দিচ্ছে, এই ঢের। কিন্তু আমি তো তার স্বামী, তাকে না দিয়ে আমি তো কিছু ভোগ করতে পারিনে।

বিষ্ণু। তবে আর তোমার স্বর্গে যাওয়া হ'লো না।

দিকপাল। তা হ'লে আর আমায় বিরক্ত ক'রো না দয়াময়। এই দেখ, গিন্নি লাঠি নিয়ে আসছে। পালাও দেবতা, পালাও!

যষ্ঠিহস্তে গন্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গন্ধেশ্বরী। কুকুরটা গেল কোথায়?

দিকপাল। আরে, কুকুর কোথায়?

গন্ধেশ্বরী। তাইতো, এ যে একটা হুলো বেরাল দেখছি।

দিকপাল। দূর হতচ্ছাড়ি, এই তোর পূজা! সাক্ষাৎ নারায়ণ তোর সামনে দাঁড়িয়ে, আর তুই দেখছিস কুকুর আর বেরাল।

গন্ধেশ্বরী। কে নারায়ণ? মিন্‌সের মাথা খারাপ নাকি? ওমা, এ যে একটা বাঘ; আমার দিকে জ্বল জ্বল ক'রে তাকাচ্ছে। ওগো পালিয়ে চল, এখনি হালুম ক'রে পেটে পূরবে। ওগো ধর, ধর। এখনি ছোবল মারবে। ওমা, এ যে একটা নয়, চারদিকেই বাঘ। কোনদিকে যাই? ওগো, কোনদিকে যাই?

দিকপাল। এ ঠাকুর, তুমি তো বেশ লোক! অবলা জীবকে ভেল্কি দেখাচ্ছ!

বিষ্ণু। যে নারীর স্বামীভক্তি নেই, জীবনে মরণে এমনি ক'রেই সে নরক ভোগ করে।

[প্রস্থান।

গন্ধেশ্বরী। বাঘ, বাঘ, আরও বাঘ, ওগো, পালিয়ে এসো গো পালিয়ে এসো!

[প্রস্থান।

দিকপাল। হতভাগা নারায়ণ কি ক'রে বল দেখি? এর চেয়ে রথে

তুলে নিয়ে গেলে মাগী সুখে থাকতো। এ যে পাগল ক'রে দিয়ে গেল! এখন আমি কি করি? ও গন্ধেশ্বরি, ওরে বাঘ নয়, বাঘ নয়। হাই ছুটেছে। ও গিন্নি, ও গন্ধে—দূর আমার পোড়া কপাল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে নারীগণের প্রবেশ।

গীত।

নারীগণ।—

মিন্সেরে দিসনে যেতে, ও সজনি, শিবছাড়া ওই যাগে।
যদি যায়, সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া ভেঙ্গে রাখিস আগে॥
ভূতগুলো সব ত্রিশূল হাতে ফিরছে নাকি দিনে রাতে,
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করবে, যারে ধরবে হাতে নাতে;
দুয়ারে আগল দিয়ে—মিন্সেরে রাখ ভুলিয়ে,
বুক দিয়ে জড়িয়ে রাখিস, যদিই লোভ জাগে॥

মোড়লের প্রবেশ।

মোড়ল। ওরে, কি করছিস তোরা? দেখবি আয়—চষা ক্ষেত পেরিয়ে কে একটা মেয়ে আসছে। তার পায়ে পায়ে ফসল গজিয়ে উঠছে। এক ঝাঁক পাখী গান গাইতে গাইতে তার সঙ্গে ছুটেছে।

মাথার উপর একটা কালো মেঘ ছাতা ধরে আসছে। মেয়েটা হাঁটতে পারছে না; পড়ছে আর উঠছে। নিশ্চয় কোন বড় ঘরের বউ রাগ ক'রে বাপের বাড়ী পালাচ্ছে। ধর ধর, বেটীকে ধর।

[নারীগণের প্রস্থান।

গীত।

মোড়ল।—

ওরে, কার বেটী যায় আলো ক'রে গাঁয়ের পথখানি,
ও সে কোন্ দেশের রাণী ?
কুচবরণ কন্যে তার মেঘবরণ চুল,
হাদে, ছিচরণের ছোঁয়ায় তার ফুটছে পথে ফুল রে,
ফুটছে পথে ফুল।
একটুখানি হেসেছিল, হাজার মুক্ত ঝ'রে গেল,
কি মিষ্টি তার মুখখানা ভাই, পরাণডা নেয় টানি,
ও সে, কোন্ দেশের রাণী ?
কেডা জানে কার বা নারী, রাগ ক'রে যায় বাপের বাড়ী
তোরা পিছে পিছে ছুটে যারে, কেউ না করে টানাটানি।

সতীর প্রবেশ।

সতী। হ্যাঁ বাবা, রাজা দক্ষের বাড়ী আর কতদূর ?

মোড়ল। রাজবাড়ী যাবা ? সে তো অনেক দূর।

সতী। এখনও দূর ? যজ্ঞের আগে পৌঁছতে পারবো না ?

মোড়ল। তুমি যা কাহিল হ'য়েছ, পারবা ব'লে তো মনে হয় না। সেখানে যাবে ক্যানে ? যজ্ঞি দেখতে ? থুঃ, ও যজ্ঞি আবার মানুষে দেখে ?

সতী। কেন বাবা?

মোড়ল। আরে ও তো মহাদেব ছাড়া যজ্ঞি। এ যজ্ঞি যে করে, সেও শালা; আর যে দেখে, সেও শালা।

সতী। দেবতারা তো সবাই এসেছেন।

মোড়ল। ওগুলো দেবতা নাকি? দেবতা তো মহাদেব। তাকেই দিলে বাদ। দেবতাগুলোকে তু ক'রে ডাকলে, আর অমনি জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কই, মহাদেবের বউকে তো আনতে পারলে না, সে তো ওনার মেয়ে!

সতী। সে যদি আসে?

মোড়ল। তা হ'লে বুঝবো তার জন্মের ঠিক নেই।

সতী। আমিই রাজার মেয়ে সতী, আমিই মহাদেবের স্ত্রী।

মোড়ল। তুমি? সোয়ামীর অপমান ক'রে তুমি বাপের বাড়ী যাচ্ছ? ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ। যাও ঠাকরুণ, ফিরে যাও, বাপের বাড়ীর মোণ্ডা না খেয়ে সোয়ামীর ঘরের শাক ভাত খাওগে যাও।

সতী। না বাবা, আমি যাবো।

মোড়ল। তবে মর গা যাও। মাগীকে ভাল লোক মনে করেছিনু। ভাবলুম এমন ছবির মত চেহারা, না জানি কি? তোর দেবতার কাঁথায় আগুন!

[প্রস্থান।

সতী। যার সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে, সেই বলছে, ফিরে যাও। যত এগিয়ে যাচ্ছি, ততই ভোলানাথের করুণ মুখ বেশী ক'রে মনে পড়ছে। এমন ভুলো মন, আসবার সময় একটা প্রণামও করিনি। কেবলি মনে হচ্ছে, আর দেখা হবে না। কেন হবে না? যার সঙ্গে দেখা ক'রে, বাবাকে একটা প্রণাম ক'রে, দিদিদের একবার সম্বোধন ক'রেই আমি চলে

আসবো। আর কখনও তোমার সঙ্গ ছাড়া হবো না ভোলানাথ। আশুতোষ, আমায় ক্ষমা কর। এইখান থেকেই তোমায় একটা প্রণাম কচ্ছি। (প্রণাম)

বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। বউ তো ঠিকই ব'লেছে। বিনা নিমন্ত্রণেই তুমি যজ্ঞের ভোগ খেতে যাচ্ছ?

সতী। কে রে, বীতশোক? কেমন আছিস ভাই, কেমন আছিস তোরা?

বীতশোক। আমরা ভালই আছি; কিন্তু মা—

সতী। কি হ'য়েছে মার?

বীতশোক। দিনরাত তোমার জন্য কাঁদেন। মার দেহে আর কিছু নেই দিদি।

সতী। তোরা কেউ তাঁকে শান্তি দিতে পারলিনে বীতশোক?

বীতশোক। বউ বলে চাঁদের অভাব অসংখ্য তারায় হয় না।

সতী। বউকে তো চোখে দেখলুম না, শুনেছি খুব শিক্ষিতা।

বীতশোক। শিক্ষিতা তো বটেই, তার উপর—ধর—কথা হ'চ্ছে—অর্থাৎ অমন বউ হয় না।

সতী। তোকে খুব ভক্তি করে?

বীতশোক। আমাকে আর কি ভক্তি করবে? বরং আমিই তাকে বেশী ভক্তি করি। হাসছো যে? তুমি বুঝি বলবে স্ত্রৈণ? তা যাই বল দিদি, তোমার শিবের চেয়ে আমি আর বেশী স্ত্রৈণ কই?

সতী। তুই দুঃখ করিসনে বীতশোক। স্ত্রৈণ হওয়া এমন কিছু অপরাধ নয়।

বীতশোক। এই দেখ, তোমার সঙ্গে বউয়ের কথা ঠিক মিলে যাচ্ছে। সে বলে, যে স্ত্রৈণ নয়, সে চরিত্রহীন। তোমাকে যে দেখাতে পারলুম না ; নইলে দেখতে, কি রূপ আর বুদ্ধি—অর্থাৎ অমন বউ হয় না।

সতী। বেশ, চল দেখে আসি।

বীতশোক। না-না, তোমার যাওয়া হবে না।

সতী। কেন ?

বীতশোক। বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাবে ?

সতী। বাপের বাড়ী যাবো, তার আবার নিমন্ত্রণ কি নির্ব্বোধ ?

বীতশোক। আমি না হয় নির্ব্বোধ ; বউ তো নির্ব্বোধ নয়। সে যে আমায় পাঠিয়েছে তোমায় ফিরিয়ে দিতে।

সতী। না ভাই, মাকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

বীতশোক। কৈলাসে নিয়ে গিয়ে মাকে দেখিয়ে আনবো।

সতী। তুমি মাকে চেন না বীতশোক। বাবা যাকে ত্যাগ করেছেন, মা তার ঘরে যাবেন না।

বীতশোক। না যান, নাই যাবেন, তা ব'লে তুমি মহাদেবের অপমান ক'রে বাপের বাড়ী যাবে ?

সতী। আমি যদি তোমাদের বাড়ীতে জলগ্রহণ না করি, তা হ'লে তো তাঁর কোন অপমান হবে না।

বীতশোক। যে যজ্ঞে মহাদেব নেই, সে যজ্ঞ তুমি দেখবে কি ক'রে ?

সতী। যজ্ঞ আমি দেখবো না ভাই। ভোলানাথ আমাকে আসতে অনুমতি দিয়েছেন।

বীতশোক। অনুমতি দিয়েছেন ? তুমি বল্‌লে, বাপের বাড়ী যাবো, আর তিনি অমনি অনুমতি দিয়ে দিলেন ? এমন স্ত্রৈণ তো কখনও দেখিনি। নিজের মান-অপমান বোধ নেই ? স্ত্রী যা বল্‌বে, তাই শুনতে হবে !

সতী। তুমি শোন কেন ?

বীতশোক। আমার কথা স্বতন্ত্র। কারণ—অমন বউ হয় না।

সতী। তুই যাবি তো চল, না হয় পথ ছেড়ে দে।

বীতশোক। কি রকম লোক তুমি! বল্‌ছি, বউ বারণ ক'রেছে, তবু তুমি যাবে ?

সতী। বউ তোমার অভিভাবক, আমার অভিভাবক তো নয়।

বীতশোক। তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে ; নইলে তুমি মালবিকাকে অসম্মান কর! একে তো বিনা নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ী যাচ্ছ, তার উপর যাচ্ছ শিবহীন যজ্ঞে—এসব অপরাধ যদিই বা কাটিয়ে উঠতে পার, কিন্তু বউকে অসম্মান ক'রে কিছুতেই রক্ষা নেই।

সতী। কি সর্ব্বনাশ, তা হ'লে উপায় !

বীতশোক। উপায় নেই। তোমার হ'য়ে গেল।

সতী। তবে কি ফিরেই যাবো ?

বীতশোক। নিশ্চয়ই যাবে।

সতী। কিন্তু বউকে তো তা হ'লে দেখা হয় না।

বীতশোক। কৈলাসে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।

সতী। বাবা যে যেতে দেবেন না।

বীতশোক। তা বটে।

সতী। তবে থাক, তোমার বউ, তুমিই দেখ।

বীতশোক। সেও তো ভাল কথা নয়।

সতী। আর যখন উপায় নেই,—

বীতশোক। উপায় নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু আমি তো জেনে আসিনি। আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি রথে চড়ে যাবো আর আসবো।

সতী। না-না, আমি ফিরেই যাই।

বীতশোক। কিছুতেই না। এসেছ যখন ফিরবে কেন?

সতী। তুমি যে বলছো, ভোলানাথের অপমান হবে।

বীতশোক। অপমান যা হবার হ'য়েই গেছে, আর কি হবে!

সতী। কিন্তু—

বীতশোক। আবার কিন্তু। তোমার কোন বুদ্ধি নেই।

সতী। যে যজ্ঞে ভোলানাথের ভাগ নেই, সে যজ্ঞে আমি যাবো!

বীতশোক। তুমি তো আর যজ্ঞভাগ নিতে যাচ্ছ না, তুমি যাবে আমার বউকে দেখতে। দাঁড়াও, আমি যাবো আর আসবো। এত কথা বল্‌লে, আর এই সোজা কথাটা ব'লে দিতে পারলে না! স্ত্রীলোকের বুদ্ধি আর কত হবে! দাঁড়াও, যেও না বল্‌ছি। [প্রস্থান।

সতী। কি সরল, আর কি পবিত্র। পা আর চল্‌ছে না; রাজবাড়ী আরও কতদূরে, কে জানে! ভোলানাথ, তোমার নিষেধ না শুনে চলে এসেছি; তাই কি পা দু'টো অবশ ক'রে দিলে? নাঃ, একটু বসি। (উপবেশন) কেন এমন ভুল হ'লো! কখনো তো ঠাকুরকে প্রণাম না ক'রে কোথাও যাই না। আজ চারিদিকেই অমঙ্গল দেখছি। ক্ষমা কর ভোলানাথ, দাসীকে ক্ষমা কর।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। যা ভেবেছি, তাই। হেঁটে হেঁটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। বসলে হবে না, ওঠ, ছোট দেখি, কত ছুটতে পার।

সতী। কে রে, কেশরী এলি?

কেশরী। এখন বড় কেশরীর খোঁজ পড়েছে; পা বুঝি আর চল্‌ছে না। কেন? আসবার সময় ডেকে আনতে পারনি? ওঃ—বাপের বাড়ী যাবার সখ কত! তবু যদি নেমন্তন্ন করতো।

সতী। কেশরি,—

কেশরী। যাও—যাও, আমি তোমার কেউ নই।

সতী। তবে এলি কেন বাবা?

কেশরী। এলুম দেখতে, চল্‌তে চল্‌তে পা হু'খানার কি ছিরি হ'য়েছে!

সতী। এই দেখ বাবা, কত কাঁটা আমার পায়ে ফুটেছে, চষা ক্ষেত পেরিয়ে আসতে কত আছাড় খেয়েছি।

কেশরী। তুমি মরনি কেন?

সতী। আমি মরলে তোরা সুখী হবি?

কেশরী। হবো না আবার? খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাবো। বেশ তো ছিলুম আমরা; মনের আনন্দে সারাদিন হেসে খেলে বেড়াতুম। কেন তুই আমাদের ঘরে এলি রাক্কুসি? কেন বাবাকে ঘরবাসী করলি? আপন ভোলা সন্ন্যাসী, কোন দুঃখু কখনও গায়ে মাখেনি। কেন আজ তার এত জ্বালা! তুই কথা না শুনে চলে এলি, তারও মাথা খারাপ হ'য়ে গেল।

সতী। কেন? কেন? ঠাকুর কি আমায় বকেছেন?

কেশরী। বকবে? অত রাগ থাকলে তোমার বাপ এ্যাদ্দিন কি বেঁচে থাকে?

সতী। খুব দুঃখ পেয়েছেন, না?

কেশরী। কথাই বলছে না। নন্দী দাদা ভাং নিয়ে গেল, ছুঁলেও না, সারা কৈলাসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তোমার নাম ক'চ্ছে। নিজের এত দুঃখু, তবু প্রত্যেকটা গাছ-পাথরের কাছে গিয়ে বলছে,—তোরা কাঁদিসনি, আবার আসবে তোদের মা।

সতী। কেশরি, ঠাকুরের একটু পায়ের ধূলো যদি নিয়ে আসতিস। আমি আসবার সময় তাঁকে প্রণাম ক'রে আসিনি।

কেশরী। মেয়ে জাতটাই এই রকম। বাপের বাড়ীর নামে এদের ডান বাঁ হুঁস থাকে না। যাও না, আর এখানে কেন?

সতী। আমি আর চলতে পারছি না।

কেশরী। না পারলে চলবে না। ভেবেছ, আমি তোমায় বয়ে নিয়ে যাবো? সেটি হচ্ছে না।

সতী। এত রেগে উঠলি কেন বাবা? শ্বশুরবাড়ীতে গেলে পেট ভরে খেতে পাবি।

কেশরী। তার চেয়ে মুঠো মুঠো ছাই খাবো। তোমার বাবার মুড়োটা যদি খেতে দিতে পার, যেতে আপত্তি নেই।

সতী। তোমার আর যেয়ে কাজ নেই বাবা। তুমি সেখানে গিয়েও এমনি লম্ফঝম্প করবে, আর বাবা তোমায় চাবুক মারবেন।

কেশরী। কি, আমায় চাবুক মারবে! আচ্ছা চল, দেখি—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা গজিয়েছে।

সতী। আমি তোকে নিয়ে যাবো না।

কেশরী। তোমার বাবা নেবে। চল।

সতী। যা—যা, বিরক্ত করিসনে।

কেশরী। যা বল্লেই গেলুম আর কি! পেটে ধরনি ব'লে ছেলে নই, না?

সতী। তা ব'লে তুই আমার বাবার নিন্দে করবি!

কেশরী। তোমার বাবা আমার বাবার নিন্দে করে কেন, অ্যাঁ? ফের যদি কিছু বলে, আমি তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করবো।

সতী। এইজন্যই তোর যাওয়া হবে না।

কেশরী। হবে না বই কি! দেখি, আমাকে না নিয়ে তুমি কোন্ পথে যাও। বলি, এত গহনা দিলে কে?

সতী। কুবের এসে পরিয়ে দিয়ে গেছে।

কেশরী। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে! এই মায়ের ছিরি! এই সব পরে তুমি বাপের বাড়ী যাবে ভেবেছ? আচ্ছা, এস, দেখা যাক।

[প্রস্থান।

সতী। পায়ে পায়ে বাধা। কেমন ক'রে যাবো, তাই ভাবছি।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

নারদের প্রবেশ।

নারদ। দাঁড়াও মা।

সতী। আঃ, তুমিও বাধা দিতে এলে দেবর্ষি!

নারদ। বাধা দিয়ে আর কি হবে মা! স্বয়ং মহাদেবের বাধা যখন মানলে না, তখন আমি আর ব'লে কি করবো।

সতী। তুমি কি কৈলাস থেকে এলে? কি দেখলে কৈলাসে?

নারদ। দেখলুম, অকারণ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, বাতাস থেমে গেছে, আর ভোলানাথ পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। না যাওয়াই ভাল ছিল মা। তবে যাবেই যখন, একটা কথা ব'লে যাও মা।

সতী। কি কথা!

নারদ। কোন কারণেই কারও সঙ্গে বিরোধ করবে না, বল।

সতী। না দেবর্ষি, কারও সঙ্গেই আমি বিরোধ করবো না।

নারদ। আমি তোমার কাছে কাছেই থাকবো মা; যখনই প্রয়োজন হবে, আমাকে বললেই আমি তোমায় কৈলাসে নিয়ে আসবো।

সতী। এত কথা তুমি আজ বলছো কেন দেবর্ষি?

নারদ। মাগো, ভোলানাথকে কেউ ঘরবাসী করতে পারেনি; তেত্রিশ কোটি দেবতা হার মেনেছে। তুমি তাকে শ্মশান থেকে ঘরে টেনে এনেছ।

তোমার যদি অমঙ্গল হয়, মহাদেব আর মহাদেব থাকবেন না, দেবসমাজ অনাথ হ'য়ে যাবে।

সতী। সতীর জীবনের এতই মূল্য! তবু তো কেউ তার মুখ চেয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলে না। তুমি নির্লোভ সন্ন্যাসী, মহেশ্বরের একান্ত আপনার জন, তুমিই নিলে শিবহীন যজ্ঞের নিমন্ত্রণের ভার। বিষ্ণু যজ্ঞ রক্ষা করতে ছুটে গেলেন, আমার ভগ্নীরা পর্য্যন্ত আমারই দোর দিয়ে মল বাজিয়ে চলে গেল। যাক্, কাউকে দোষারোপ করি না। ফিরে এসে আমি আমার পাগলকে নিয়ে একঘরে হ'য়ে থাকবো। দেখি, মহাদেবকে ছাড়া দেবসমাজের ক'দিন চলে। [প্রস্থানোদ্যোগ]।

নারদ। দাঁড়াও মা। যাও যদি, দক্ষের কন্যা হ'য়ে যেও না।

সতী। তবে?

নারদ। তুমি যাবে সর্ব্বত্যাগী শিবের স্ত্রী হ'য়ে দেবসমাজের মায়ের মত।

সতী। তাই তো যাচ্ছি।

নারদ। তবে এত মূল্যবান গহনা পরেছ কেন?

সতী। কুবের সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

নারদ। কুবের দক্ষকন্যাকে সাজিয়েছে, আমি সাজাবো দেবমাতাকে।

[নারদ একে একে সতীর প্রত্যেক স্বর্ণালঙ্কারের উপর পুষ্পাভরণ পরাইয়া দিলেন, সর্ব্বশেষে গলায় জবা ফুলের মালা পরাইলেন]

নারদ। যাও দেবমাতা, এইবার তুমি দক্ষালয়ে যাও।

সতী। (স্বগতঃ) ভোলানাথ, অপরাধ ক্ষমা ক'রো। [প্রস্থান।

নারদ। নারায়ণ, নারায়ণ! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৈলাস।

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। এ তো বড় জ্বালাতন দেখছি! গরুর খড় কেটে রেখেছি, সব পুড়িয়ে দিয়েছে! নন্দি—নন্দি,—

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। কি?

বিজয়া। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে?

নন্দী। মাথা খারাপ তোমার।

বিজয়া। আমার! গরুর খড় কেটে রেখেছি, তাতে আগুন দিয়েছে কে বল তো?

নন্দী। আমি।

বিজয়া। কেন?

নন্দী। আমার খুসী।

বিজয়া। খুসী হ'লেই হ'লো? সে যে ক্ষিধেয় ছটফট করছে, আর আমায় ডাকছে, কি খেতে দেবো তাকে?

নন্দী। কিচ্ছু দেবে না; ও মরুক্। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হাতীর মত হ'য়েছে, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। দক্ষ ব্যাটা যখন বাবাকে অপমান করলে, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিতে পারলে না? মা যে হেঁটে হেঁটে চলে গেল, ও ব্যাটা সঙ্গে যেতে পারলে না? আমার না হয় হাত পা বাঁধা,

ও হতভাগার শিং দুটো তো কেউ বেঁধে রাখেনি। মরুক সব, মা-ই যখন চলে গেছে, তখন আর কাউকে খেতে দেবো না।

বিজয়া। বটে! যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।

নন্দী। যাও না; ভারী তো বাবা। পাগলের বেহদ্দ। নইলে বিনা নিমন্ত্রণে মাকে বাপের বাড়ী যেতে দেয়? যাচ্ছিস তো ছেঁড়া কানি পরে; আমি কুবের দাদাকে পাঠিয়ে দিলুম; তবে না দু'খানা গয়না পরে গেল। তাতেই কি রক্ষে আছে? দক্ষ ব্যাটা হতভাগা জানোয়ার, কি যে করবে, তার ঠিক আছে? হয়তো গলা টিপেই মেরে ফেল্‌বে।

বিজয়া। এত ভয় যদি, তুমি সঙ্গে গেলে না কেন?

নন্দী। কি, আমি যাব দক্ষের বাড়ী! আমি তো আর পাগল নই যে বিনা নিমন্ত্রণে পাতা চাটতে যাবো? যদিই বা যাই, একফোঁটা জলও মুখে দেবো না।

বিজয়া। এ আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি যেতে চাও না কেন আমি কি বুঝি না?

নন্দী। কেন, শুনি।

বিজয়া। খাবারের পাহাড় দেখে লোভ সামলাতে পারবে না, তাই।

নন্দী। সাবধান বিজয়া দিদি, আমায় অপমান ক'রো না বল্‌ছি। আমি লোভী নই।

বিজয়া। তবে কেশরী ওকথা বল্‌লে কেন?

নন্দী। কি বলেছে?

বিজয়া। বল্‌লে, "বিজয়া দিদি, নন্দীকে যেতে দিও না। তার তো আর মান-অপমান জ্ঞান নেই, খাবারের থালা দেখলেই গিলতে আরম্ভ করবে!"

নন্দী। এই কথা ব'লেছে সেই জানোয়ার? তার মত এক থাবলা

মাংস পেলেই আমি ভুলে যাই, না? আমি এখনি যাবো, দেখি, কে আমার একফোঁটা জল খাওয়াতে পারে?

বিজয়া। বিনা নিমন্ত্রণে যাবে কি ক'রে নন্দি-মহারাজ?

নন্দী। আমি তো আর যজ্ঞ দেখতে যাচ্ছি না; আমি যাচ্ছি নিজের রাগে। কি, রাগ ক'রে যাওয়া যায় কি না?

বিজয়া। তা যায়, তবে না গেলেও হয়।

নন্দী। কি ক'রে হয়? মাকে রক্ষা করতে হবে না? দক্ষ ব্যাটা যদি কিছু বলে?

বিজয়া। কেশরী তো সঙ্গে আছে।

নন্দী। ওটা তো জানোয়ার, কেবল খাবারের সন্ধানে থাকবে।

বিজয়া। কিন্তু তোমার যা রাগ, তুমি হয়তো যজ্ঞসভায় নাচবে।

নন্দী। আমি কি ভূত?

বিজয়া। তা না হলেও, বাবা বলেন তোমার মাথা নেই।

নন্দী। কি, মাথা নেই? এত বড় মাথা কার আছে? এই মাথা দিয়ে আমি গোটা স্বর্গরাজ্যটা চালাতে পারি, তা বোঝ?

বিজয়া। আমি বুঝলে কি হবে? সবাই বলে, তোমার মাথায় ষাঁড়ের গোবর।

নন্দী। তবে আর কারও রক্ষে নাই। আজ কৈলাসের দফা রফা ক'রে ছাড়বো।

বিজয়া। তা না হয় করবে; কিন্তু খড় তো জালিয়ে দিয়েছ, এখন গরুটা খাবে কি তোমার মাথা?

নন্দী। তার আগে আমি তার মাথা খাবো।

বিজয়া। গরুর মাথা খাবে! ছি-ছি, তুমি বলছো কি নন্দি মহারাজ? এমন অনাচারী কথা তুমি বললে? যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।

নন্দী। বলছি, আর বল্‌বো না, তবু "যাচ্ছি আমি বাবার কাছে !" যাও না। আমিও তা হ'লে মাথা ভাঙবো।

বিজয়া। কি বল্‌লে ? তুমি বাবার মাথা ভাঙবে ?

নন্দী। বাবার মাথা বললুম ?

বিজয়া। বল্‌লে না ?

নন্দী। যাও—যাও, তোমাকে যে দিদি বলে, সে গাধা।

বিজয়া। তুমি তা হ'লে গাধা ? যাও, শেওলার বাড়ী যাও, গাধার স্থান কৈলাসে নেই।

নন্দী। নেই তো নেই। ভারী আমার কৈলাস ! থাক তোরা কৈলাস নিয়ে। আমি যার কাছে যাচ্ছি। যাকে নিয়ে আমি মর্ত্তে কুটীর বেঁধে থাকবো, হাজার বল্‌লেও আর এখানে আসছি না। যদি বা আসি, তোমাকে আর দিদি বল্‌বো না। যদিই বলি তো খুব কম।

বিজয়া। ষাঁড়ের মাথা যে খেতে চায়, তাকে আর আমিও ভাই বল্‌বো না। যদিই বলি তো খুব কম।

[প্রস্থান।

নন্দী। পাগল পেয়েছে আমাকে ! আমি পাগল ! যত আমি চুপ ক'রে থাকি, ততই আমায় বকাবে। গোল্লায় যাক, থাকবো না আমি কৈলাসে।

প্রিয়ব্রতের প্রবেশ।

প্রিয়ব্রত। আশুতোষ কোথায় ?

নন্দী। যমের বাড়ী গেছে।

প্রিয়ব্রত। তাঁকে সংবাদ দাও।

নন্দী। আমি পারবো না।

প্রিয়ব্রত। কেন পারবে না ?

নন্দী। খালি খালি আমায় বকাবে। বলছি, দেখা হবে না, তবু "ডেকে দাও।"

প্রিয়ব্রত। রাগ ক'চ্ছো কেন বাপু ? আমার বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দী। তুমি লোকটা কে ?

প্রিয়ব্রত। আমি রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রত।

নন্দী। দক্ষের সম্বন্ধী ? দাঁড়াও, ত্রিশূল নিয়ে আসছি।

প্রিয়ব্রত। ত্রিশূল কেন ?

নন্দী। তোমায় এ কোঁড় ও কোঁড় করবো।

প্রিয়ব্রত। অমন কাজ ক'রো না নন্দি। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

নন্দী। দক্ষের যজ্ঞে তো ? আর বুঝি থাকতে পারলে না ? যাও, যাও, আমরা নেমন্তন্ন নেবো না। কোন সাহসে দক্ষ আমাদের নেমন্তন্ন করে ?

প্রিয়ব্রত। সেকথা মহাদেবের সঙ্গে হবে।

নন্দী। মহাদেবের মুখে আগুণ।

প্রিয়ব্রত। তুমি তাঁর অসম্মান ক'চ্ছ ?

নন্দী। কখন অসম্মান করলুন ? এ তো বড় জালাতন দেখছি, শুধু শুধু আমায় বকাবে ! আমি কি বিষ খেয়ে মরবো ?

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। আবার কি হ'লো নন্দি ?

নন্দী। যাও যাও ঠাকুর, আমি আর কৈলাসে থাকবো না।

মহাদেব। কোথায় যাবে ?

নন্দী। মর্ত্ত্যে।

মহাদেব। বেশ, যাও।

নন্দী। আর আসবো না কিন্তু।

মহাদেব। প্রাণ যদি না টানে, এসো না।

নন্দী। তা হ'লে চলি ?

মহাদেব। যাও।

নন্দী। (স্বগতঃ) ছোটলোক অকৃতজ্ঞের দল। এদের কাছে থাকা আর নরকে থাকা এককথা। সোজা বল্‌লে "যাও।" যাবোই তো, একশোবার যাবো, দেখি কে আমায় আটকায়।

[প্রস্থান।

প্রিয়ব্রত। আশুতোষ,—

মহাদেব। কে ? মহারাজ প্রিয়ব্রত ?
একি রাজা, প্রজাপতি দক্ষ আজি
করিছেন যাগ,—আর তুমি
তার পরম বান্ধব
পথে পথে কর বিচরণ !

প্রিয়ব্রত। দক্ষযজ্ঞে প্রিয়ব্রত করিবে না
কভু যোগদান।

মহাদেব। কেন রাজা ?

প্রিয়ব্রত। শিবহীন যজ্ঞ আমি চাহি না দেখিতে !

মহাদেব। ছি-ছি মহারাজ, অপরের তরে
স্বজাতি বান্ধবে তুমি কর পরিহার ?
যাগযজ্ঞ বিনা ত্রিভুবন
যায় রসাতলে, সৃষ্টিরক্ষা তরে
যজ্ঞে আজ কত প্রয়োজন।

সৃষ্টিমাঝে কতটুকু শিব ?
সবার মঙ্গল যদি হয়,
কিবা আসে যায়,
একা শিব থাকে যদি দূরে ?

প্রিয়ব্রত। কেন বৃথা ছলনা শঙ্কর ?
শিবহীন যজ্ঞে কারও
হয় না মঙ্গল।

মহাদেব। কি আছে প্রমাণ তার ?
কেহ কভু করে নাই শিবহীন যাগ।
সৃষ্টির কল্যাণ তরে দক্ষ প্রজাপতি
নূতন নিয়ম যদি করে প্রবর্ত্তন,
অমঙ্গল কেন হবে তায়,
সংসারের জনগণ কেন হবে বাদী ?
যজ্ঞেশ্বর হরি যে যজ্ঞে করিলা
যোগদান, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা
অগণিত দেবগণ সহ
উপনীত যে যজ্ঞশালায়,
কিবা আসে যায়, একা শিব
না রহিলে সেথা ?

প্রিয়ব্রত। ক্ষমার আধার তুমি দেব মহেশ্বর,
তাই, যে তোমার করে অপমান,
তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর।
আমি যে মর্ত্ত্যের জীব,
অযোগ্যেরে ক্ষমা আমি করিব না কভু।

মহাদেব। ছি-ছি, কারে কহ অযোগ্য ভূপাল?
শক্তিমান্ দক্ষ প্রজাপতি,
তাই তার দ্বারে বাঁধা
ব্রহ্মা বিষ্ণু অগণ্য দেবতা।

প্রিয়ব্রত। ধিক্—ধিক্ দেবের সমাজে।
তুমি যেথা অনাদৃত,
কোন মুখে দেবগণ
করিল সে যজ্ঞে যোগদান?

মহাদেব। হে রাজন্, বৃহত্তের যূপকাষ্ঠে
ক্ষুদ্র মান অভিমান দিতে হয় বলি।
শঙ্করের মুখ চাহি দেবতারা
না যাইত যদি, রুষ্ট হ'তো প্রজাপতি,
কিন্তু লজ্জায় লুকাতো মুখ
অভাগা শঙ্কর। যাও রাজা,
বৃথা মান পরিহরি
কর গিয়া যজ্ঞ সমাপন।

প্রিয়ব্রত। না শঙ্কর, নিজে আমি করিয়াছি
যজ্ঞ-আয়োজন। ষোল আনা যজ্ঞভাগ
তোমারেই করিব অর্পণ।
লোভী এই দেবের সমাজে
নিমন্ত্রণ করিব না আমি।

মহাদেব। দেবগণে করিয়া বঞ্চিত
যজ্ঞভাগ চাহে না শঙ্কর।

প্রিয়ব্রত। তারা তো তোমার মুখ চাহিল না কেহ!

মহাদেব। তারা কি আমার মত ভস্ম মাখে গায় ?
হে রাজন্, বৃথা মোরে দেখাইছ মান !
মান আর অপমান তুল্য মোর কাছে।
শোন রাজা; শিবের ঘরণী গেছে
শিবহীন যাগে।

প্রিয়ব্রত। কি ? সতী গেছে শিবহীন যাগে !
তবে আর কিছু মোর বলিবার নাই।
পাগল শঙ্কর, ভূতপ্রেত সাথে নিয়া
ফিরিতে শ্মশানে,
সতী তোমা করেছিল গৃহী !
গৃহ ছাড়ি শ্মশানে ফিরিতে পুনঃ
জাগিয়াছে সাধ !
জানি আমি দক্ষের আচার।
ভূতনাথ, শ্মশানে ফিরিতে পুনঃ
কর অয়োজন। সতী আর
আসিবে না ফিরে। [প্রস্থান।

মহাদেব। সতী আর আসিবে না ফিরে !
কাঁদে বিশ্ব চরাচর,
ভেসে আসে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
ওরে নন্দি, ওরে ভৃঙ্গি,
ফিরে আন শিবানীরে ঘরে।
সতি, সতি— [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

মালবিকার প্রবেশ।

মালবিকা। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। ওরে, চুপ কর সর্ব্বনাশি।

মালবিকা। চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। কি ক'চ্ছো মালবিকা? মর্‌বে যে।

মালবিকা। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ-
র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। স্তব্ধ হও। শিবের স্তব দক্ষের রাজপ্রাসাদে!

মালবিকা। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

সকলে। মালবিকা,—

মালবিকা। মৃত্যুদণ্ড যার হ'য়ে গেছে, সে আর ভয় করবে কেন?

দক্ষ। এখনও তুমি আমার কথা শুনবে না?

মালবিকা। না।

দক্ষ। যজ্ঞানুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করবে না তুমি ?

মালবিকা। শিবকে নিমন্ত্রণ না করলে আমি কিছুই করবো না।

প্রসূতি। অবুঝ হ'সনে মা। আমার দিকে চেয়ে দেখ, শিব আমার জামাই, তবু শিবহীন যজ্ঞের কাজ আমি তো নিঃশব্দে ক'রে যাচ্ছি মা।

মালবিকা। যাঁর যজ্ঞ, তুমি যে তাঁর সহধর্ম্মিণী, মা। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁর আদেশ তোমায় পালন করতেই হবে।

দক্ষ। স্ত্রী আমার আদেশ পালন করবে, আর পুত্রবধূ করবে না ?

মালবিকা। অন্যায় আদেশ পালন করবো না।

দক্ষ। বীতশোক, তোমার বুদ্ধিহীনা স্ত্রী মনে করে যে, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান আমার চেয়ে তার বেশী। ত্রিসংসারে একটা প্রাণীও আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করেনি; আর এই বালিকা শিক্ষার অহঙ্কারে আমাকে অগ্রাহ্য করতে চায় !

প্রসূতি। বুঝে দেখ মা। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এতে তোর কোন পাপ হবে না। যাও মা, আর কিছুই তোমায় করতে হবে না, তুমি শুধু বিরিঞ্চি আর নারায়ণের পা ধুয়ে দিয়ে এস।

মালবিকা। শিবকে ফেলে যারা স্বার্থপরের মত যজ্ঞভাগ নিতে এসেছে, তাদের আমি দেবতা ব'লে মনে করি না।

দক্ষ। প্রজাপতি দক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথিদের অবজ্ঞা করে, এতবড় সাহস কার ?

মালবিকা। আমার।

দক্ষ। হুঁ; প্রজাপতি দক্ষ এত ক্ষমা কাউকে করেনি। তোমায় এতক্ষণ ক্ষমা করেছি কেন জান ? শিবহীন যজ্ঞে প্রজাপতি তার পুত্র-বধূর কাছে বাধা পেয়েছে, একথা শুনলে ভাঙড় শিব আনন্দে নৃত্য করবে, প্রিয়ব্রত পৃথিবীময় আমার পরাজয় ঘোষণা করবে।

প্রসূতি। আয় মা, আয়। থাক, তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধু যজ্ঞস্থলে বসে থাকবে।

দক্ষ। তবু নীরব! বীতশোক, আর আমি এক মুহূর্ত্ত সময় দিলুম। তোমার স্ত্রীকে বোঝাও।

মালবিকা। বোঝাতে হবে না। স্বামী আদেশ দিলে যে কোন কাজ আমি করতে প্রস্তুত।

বীতশোক। আমার আদেশে তুমি মহাপাপ করতে পার?

মালবিকা। হাসিমুখে।

দক্ষ। লোকনিন্দার ভয়ে এ অপমানও আমি গায়ে মেখে নিলুম। বীতশোক, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যজ্ঞশালায় যাও।

বীতশোক। পিতা,—

দক্ষ। কি?

বীতশোক। নরকে যেতে হয়, আমি একাই যাবো, মালবিকাকে সঙ্গে নিতে পারবো না।

প্রসূতি। এ তুমি কি বলছো নির্ব্বোধ?

বীতশোক। মা, আমার পিতামাতা যদি নরকে যান, আমার আর স্বর্গে গিয়ে লাভ নেই। কিন্তু এই পরের মেয়ে আমাদের সঙ্গে দুঃখভোগ করবে কেন? পাপের পঙ্কে আমরা সবাই নেমেছি,—একজন অন্ততঃ পবিত্র থাক; তার পুণ্যে হয়তো একদিন আমাদের উদ্ধার হবে।

দক্ষ। তুমিও আমার আদেশ পালন করবে না?

বীতশোক। শিবের নামে যে আজীবন আত্মহারা, তাকে আমি শিবদ্বেষী করতে পারবো না; এ ছাড়া আপনার যে কোন আদেশ পালন করবো।

দক্ষ। সত্য?

বীতশোক। সত্য পিতা।

দক্ষ। তা হ'লে স্বহস্তে এই বালিকাকে হত্যা কর।

[প্রস্থান।

বীতশোক। একি লোমহর্ষণ আদেশ মা ?

প্রসূতি। মূর্খ পুত্র, এখনও তুমি তোমার পিতাকে চিনলে না ? এই মুহূর্ত্তে স্ত্রীকে নিয়ে যজ্ঞশালায় এস, নইলে এ আদেশ কেউ রদ করতে পারবে না। ও মা, মালবি, আমি তোর মা,—আমার কথা রাখ! আয় মা, মনে মনে তুই যত পারিস শিবের পূজো কর, বাইরে প্রকাশ করিসনে মা। আমি অনেক সয়েছি, আর আমায় কাঁদাসনে। সতী এলো না, মনটা কেবল কাঁদছে। আমার অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর মা। আমি জানি এ অন্যায়, তবু এ সইতেই হবে।

মালবিকা। আশীর্ব্বাদ কর মা। (প্রণাম)

প্রসূতি। আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তুই যা করবি, তাই হবে তোর ধর্ম্ম। আমি যাই। সতী যদি আসে—না, থাক, আর ওর নাম করবো না। শান্তি দাও ঠাকুর, শান্তি দাও! আয় মা, আয়!

[প্রস্থান।

বীতশোক। মালবি,—

মালবিকা। কেন ?

বীতশোক। তুমি যাবে যজ্ঞশালায় ?

মালবিকা। তুমি যদি আদেশ কর, যেতেই হবে।

বীতশোক। চিরদিন তুমিই আদেশ করেছ, আমি পালন করেছি। আজ আমার আদেশ চাইছ কেন ?

মালবিকা। মনে বড় অহঙ্কার ছিল, তোমার চেয়ে আমি বেশী বুঝি। আজ দেখছি. আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়। দেখছি,—যে

কিছুই বোঝে না, সে-ই বেশী বুদ্ধিমান। তোমার মত শিশু যারা, সরল যারা, অনন্ত স্বর্গ তাদেরই স্বামি। মহাদেব এমনি শিশু ব'লেই মহাদেব। তাই তাঁর বার্দ্ধক্য নেই। আমি শৈশব থেকে শিবপূজা ক'রে শিবকেই পেয়েছি। এতদিন তাঁকে দেখতে পাইনি। আজ তাঁকে তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আর আমার অভিমান নাই। আজ আমার মুক্তি।

বীতশোক। আজ তোমার মুখে একি জ্যোতি মালবি! আমার যে ভয় হ'চ্ছে।

মালবিকা। ভয় কি? আমি স্ত্রী, তোমার দাসী। ওগো আমার বরোদ্ভুত মহাদেব, আমায় আদেশ দাও! বল আমি কি করবো।

বীতশোক। শিবহীন যজ্ঞে তোমার অংশ গ্রহণ করা হবে না।

মালবিকা। তবে পিতার আদেশ পালন কর।

বীতশোক। পিতার আদেশ তোমাকে হত্যা করা।

মালবিকা। তাই কর।

বীতশোক। স্ত্রী-হত্যা করবো!

মালবিকা। তাতে তোমার কোন পাপ হবে না স্বামি।

বীতশোক। না-না, আমি তা পারবো না।

মালবিকা। তুমি যে এইমাত্র তোমার পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ? বল, আমার মৃত্যু চাও, না অধর্ম্ম চাও?

বীতশোক। মৃত্যু—হ্যাঁ, মৃত্যু চাই।

মামবিকা। তবে তরবারি ধর।

বীতশোক। মালবি! (তরবারি নিষ্কাসন)

মালবিকা। চোখের জল মুছে ফেল। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমারই কি কষ্ট হচ্ছে না? তবু উপায় নেই। পৃথিবীর এই বিষাক্ত বাতাস আর আমি সইতে পাচ্ছি না। ঘাতকের হাতে মৃত্যুর চেয়ে তোমার

হাতে মরা অনেক সুখের। আমি আগে যাই, তুমি আমার পেছনে এস। এই কুটিল সংসারে তুমিও আর থেকো না। আমি কাছে না থাকলে এরা তোমায় একটুও শান্তি দেবে না।

বীতশোক। তুমি চলে যাও মালবি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে আমি নরকে যাবো।

মালবিকা। আমি তা হ'তে দেবো না।

বীতশোক। মালবি,—

মালবিকা। শক্ত ক'রে তরবারি ধর। আমার জন্য দুঃখ ক'রো না। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজিত।

বীতশোক। অগ্নি সাক্ষী ক'রে তোমার রক্ষার ভার নিয়েছিলুম। সে ভার এমনি ক'রেই আমায় বহন করতে হ'লো! নরকেও আমার স্থান হবে না।

মালবিকা। তুমি যদি নরকে যাও, সে নরকই হবে স্বর্গ। এস, এগিয়ে এস। দাঁড়াও। (প্রণাম) না বুঝে কত তিরস্কার করেছি, কিছু মনে রেখো না। আমি যাই, তুমি এস।

বীতশোক। মালবি,—

মালবিকা। স্বামি,—

[বীতশোক মালবিকার বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল; তারপর তাহার পতনোন্মুখ দেহ নিজ বক্ষে ধারণ করিল। একটা করুণ সুর পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উঠিতে লাগিল]

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। বীতশোক, বীতশোক, ক্ষান্ত।...মালবি,—

বীতশোক। পিতা, আপনার আদেশ পালন ক'রেছি। যাবার সময় মালবিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দক্ষ। আশীর্ব্বাদ! না-না, নিয়ে যাও। আঘাত দিয়েছি, অপমানের প্রলেপ আর দেবো না।

বীতশোক। মালবি, মালবি,—মহেশ্বর, তোমাকে ফুল বেলপাতা না দিয়ে যে জলগ্রহণ করেনি, তাকে তোমার পায়ে স্থান দিও!

মালবিকা। তুমিই আমার শিব, মৃত্যুর পরেও তোমার পায়েই আমার স্থান হবে। তুমি এস, তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দক্ষ। মহাকাল শঙ্কর, এমনি ক'রেই তুমি আমার সাজানো ঘরে মৃত্যুর ভেরী বাজিয়ে চলেছ! আমি তোমাকে শাসন করবো। যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ক'রে আমি মৃত্যুঞ্জয় মহাকালকে মৃত্যু দেবো। নইলে বৃথাই আমি প্রজাপতি।

ঐক্যতান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাঙ্গন।

গীতকণ্ঠে শক্তির প্রবেশ।

গীত।

শক্তি।—

নিভিল ঘৃতের বাতি!
অকালে ভবনে এসেছে নামিয়া ঘনঘোর চিররাতি।
পারি না যে আর আঁধারে রহিতে,
অশিবের বায়ু বহে চারিভিতে,
তাই চলে যাই ব্যথাহত চিতে, কে আছে রে পথসাথী?

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। কে যায়?

শক্তি। শক্তি।

গীতকণ্ঠে শ্রীর প্রবেশ।

গীত।

শ্রী।—

শকতি অভাবে সকলি শ্রীহীন,
প'ড়ে থাক সব কুরূপ মলিন,
রহিব কেমনে যেথা চলে শুধু অশিবের মাতামাতি?

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। কে যায়?

শ্রী। শ্রী।

গীতকণ্ঠে শান্তির প্রবেশ।

গীত।

শান্তি।—

শ্রী আর শকতি যারে ছেড়ে যায়,
শান্তি যে তার নিমেষে ফুরায়,
আসিছে প্রলয়, জ্বলেছে শ্মশান, অস্ত অরুণ-ভাতি।

প্রসূতি, ধূম্রাক্ষ। কে?

শান্তি। শান্তি।

ধূম্রাক্ষ। শক্তি, শ্রী, শান্তি—সবাই চ'লে যাবে? তবে রইলো কে?

শক্তি, শ্রী, শান্তি। অশিব।

প্রস্থান।

প্রসূতি। যাবে, সব যাবে,
অশিবের পূজা আজ শিবের মন্দিরে।
জ্ঞানে গুণে গরীয়সী পুত্রবধূ মোর
অশিবের অত্যাচারে মুদিল নয়ন,
তাপিত নিঃশ্বাস তার
মরুর সমীর সম ঘুরিছে ভবনে।
শোকে জ্ঞানহীন বীতশোক
ফিরিছে কাঁদিয়া, শত অনুরোধে

অন্নজল করেনি গ্রহণ।
হে ধূম্রাক্ষ, এত দুঃখ আর আমি
পারি না সহিতে। তোমার অস্ত্রের ঘায়ে
কত লোক ত্যজিয়াছে প্রাণ,
একবার হান অস্ত্র আমার হৃদয়ে।
শান্তি দাও, শান্তি আমারে বান্ধব।

ধূম্রাক্ষ। মা গো, কার তরে কর শোক ?
দেবী তব পুত্রবধু,
মর্ত্তধাম নহে তার স্থান।
আশীর্ব্বাদ কর মা গো,
মর্ত্তে যেন আর তারে আসিতে না হয়।
চল মাতা, যজ্ঞে ব্রতী হবেন নৃপতি।

প্রসূতি। অগণিত দেবতার মাঝে
কেহই কি নাই এই
পাপযজ্ঞ করিতে নিষেধ ?

ধূম্রাক্ষ। মা গো, কেন তব অলীক ভাবনা ?
শিবহীন যজ্ঞ ভবে পূর্ণ যদি হয়,
জানিও নিশ্চয়, ঘনায়েছে
সৃষ্টির প্রলয়। তবু মোরা শক্তিহীন ;
তুমি পত্নী, আমি ভৃত্য,
কর্ত্তব্য মোদের নিঃসংকোচে রাজাদেশ
করিতে পালন।

প্রসূতি। চলিতে চরণ টলে,
দুনয়নে ডেকে আসে বান।

শোন—শোন চারিদিকে হুমহাম ধ্বনি,
কি যেন কি অমঙ্গল ছুটে আসে
ভৈরব গর্জ্জনে।
দিবাভাগে শিবাকুল ডাকে,
নয়ন সম্মুখে শত শত ছিন্ন শির
হ'তে তপ্ত রুধির পড়িছে ঝরিয়া।
কোথা যাবো ? কেবা আছে
শান্তির আশ্রয় !

[নেপথ্যে :—সতী। মা,—মা,—]

ধূম্রাক্ষ। কে ? কে ? কার কণ্ঠস্বর ?

প্রসূতি। দেখ, দেখ, শিবসনে এলো বুঝি সতী।

সতীর প্রবেশ।

সতী। মা,—

প্রসূতি। সতী ! হায় মাগো, এতদিন পরে
জননীরে পড়েছে কি মনে ? (আলিঙ্গন)
দেখ, দেখ, কত তাপ হৃদয়ে আমার !
তোর ভাবনায়
অন্নজল হ'য়ে গেছে বিষ,
বিনিদ্র নয়ন হ'তে কত
মা গো, ঝরিয়াছে জল !
পাষাণি, এতই কি পর হ'য়ে গেলি ?

ধূম্রাক্ষ। মাতা, মুছে ফেল নয়নের নীর।
চেয়ে দেখ, কুসুমের সাজে

কি সুন্দর সেজেছে শিবানী!
ওরে, কে আছিস তোরা?
শঙ্খ বাজা, উলুধ্বনি দে,
শিবহীন যজ্ঞালয়ে এসেছে শিবানী!
মাগো, সতী এলো ঘরে;
কেটে গেল বুঝি অমঙ্গল ঘোর;
মাভৈঃ—মাভৈঃ

সতী। কাকা,—

ধূম্রাক্ষ। কেন মাগো আঁখি ছলছল?
কোথা তোর সুমধুর হাসি,
যে হাসি স্বপনে মোরে করিছে পাগল?

সতী। কৈলাসের তপোধনে
হাসিমুখ এসেছি ফেলিয়া।

ধূম্রাক্ষ। মাতা, অভিমান কর পরিহার।
জানি তোর মনের বেদনা।
ভাগ্যহীনা জননী তোমার,
তার'পরে করিও না ক্রোধ।
অশিবের রাহুগ্রাসে পতিত নৃপতি,
তার'পরে অভিমানে
তুমি যদি ফেল আঁখিজল,—
সুনিশ্চয় অমঙ্গল আসিবে নামিয়া।
এস মহাদেবি, যাই মোরা যজ্ঞালয়ে।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। কার সঙ্গে এলি মা? শিব কি সঙ্গে এসেছেন?

সতী। তাঁকে তো তোমরা নিমন্ত্রণ করনি।

প্রসূতি। অন্তর্যামী শিব তো জানেন, মনে মনে আমি তাঁকে কত ডেকেছি।

সতী। বাবা তো ডাকেননি।

প্রসূতি। এত মান অভিমান তাঁর তো ছিল না। পূরীষে যাঁর চন্দনের অনুভূতি, বিষ যাঁর কাছে অমৃত, শ্মশানের ভস্ম যাঁর প্রসাধন, তাঁর আবার এ মানের কান্না কেন মা? ভৃগুমুনির যজ্ঞে মহারাজ যখন তাঁকে অপমান ক'রেছিলেন—

সতী। অপমান ক'রেছিলেন! ভোলানাথকে! কবে?

প্রসূতি। তুমি শোননি সে কথা? সে অপমানে মরা মানুষ জেগে ওঠে, কিন্তু মহাদেব সব হাসিমুখে সহ্য ক'রেছেন।

সতী। একথা তো আমায় কেউ বলেনি! পিতা মহাদেবকে অপমান ক'রেছেন, আর সেই পিতার গৃহে আমি এসেছি আর একটা অপমান মাথায় ক'রে! তাই কি পদে পদে সহস্রবার আমি বাধা পেয়েছি? ওঃ—কি ক'রেছি আমি? কত পশু আমার পথ রোধ ক'রেছে, কত পাখী আমায় পিছু ডেকেছে, কত লতা আমার পায়ে জড়িয়ে ধরেছে,—আমি কারও বাধা মানিনি! নরকেও আমার স্থান হবে না।

প্রসূতি। কেন কাঁদিস মা? সে যে মহেশ্বর! তার কি মান-অপমান আছে?

সতী। তিনি মহেশ্বর, আমি তো মহেশ্বরী নই! আমি মাটীর মানুষ। আমার স্বামীকে যারা অপমান করে, তাদের ঘর আমার কাছে নরক। (প্রস্থানোদ্যোগ)

প্রসূতি। কোথায় যাচ্ছিস মা?

সতী। কৈলাসে।

প্রসূতি। তুই কি পাগল হ'লি সতী?

সতী। পাগল! একথা শুনেও আমার মরণ হ'লো না কেন, তাই ভাবছি। এমন অপদার্থ আমি, ভোলানাথের নিষেধ না শুনেই আমি চ'লে এসেছি, আসবার সময় তাঁকে প্রণাম ক'রেও আসিনি! মরণেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

প্রসূতি। যাসনে মা, যাসনে। তোর পা টলছে, মুখখানা ক্ষিধেয় কালি হ'য়ে গেছে। কতদিন তোকে দেখিনি। দুটো দিন থাক।

সতী। এক মুহূর্ত্তও আর থাকবো না।

প্রসূতি। অন্ততঃ একটা দিন।

সতী। না।

প্রসূতি। কিছু মুখেও দিবিনে?

সতী। দিতে পারি, একমুঠো ছাই। আমার মত পতিদ্রোহিণীর ছাই খাওয়াই সাজে।

প্রসূতি। নারায়ণ, নারায়ণ!

সতী। মালবিকা আমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বীতশোককে পাঠিয়েছিল। তখন বুঝতে পারিনি, তাই তার অনুরোধ আমি শুনিনি। তাকে ডাক, আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে যাবো।

প্রসূতি। এ জন্মে আর দেখা হবে না মা। আমার বুকে শেল বিদ্ধ ক'রে সেও চ'লে গেছে।

সতী। চ'লে গেছে! কোথায়?

প্রসূতি। স্বর্গে।

সতী। মা,—

প্রসূতি। শিবহীন যজ্ঞে যোগ দেয়নি ব'লে মহারাজের আদেশে বীতশোক তাকে হত্যা ক'রেছে।

সতী। এত অত্যাচার! বীতশোককে দিয়ে স্ত্রীহত্যা করিয়েছ তোমরা! স্ত্রীর নামে যে আত্মহারা, শিশুর মত যে সরল, ফুলের চেয়ে যে পবিত্র, তার মুখে স্ত্রীহত্যার কালি মাখিয়ে দিয়েছ! এর চেয়ে নৃশংসতা সংসারে বোধ হয় আর কেউ করেনি।

প্রস্থতি। আর বলিসনে সতি। এই পাপে শক্তি শ্রী আর শান্তি রাজপুরী ছেড়ে চ'লে গেছে।

সতী। সব যাবে, কিছুই আর থাকবে না।

প্রস্থতি। ওই দেখ সতি, কি ছেলে আমার কি হ'য়েছে।

সতী। কে ও? বীতশোক! এই বীতশোক!

উন্মাদ বীতশোকের প্রবেশ।

বীতশোক। তোমরা কেউ আমার মালবিকাকে দেখেছ? কোথায় সে চ'লে গেল, আর এল না। এত ডাকি, এত কাঁদি; তবু সাড়া দেয় না। রাগ ক'রেছে, না? কেন? আমি তো তাকে বকিনি। আমি তাকে মাথায় ক'রে রেখেছিলুম, হঠাৎ প'ড়ে গেল, কি করবো?

সতী। বীতশোক,—

বীতশোক। তুমি কে?

সতী। আমায় চেন না? আমি তোমার দিদি।

বীতশোক। দিদি! আমার আবার দিদি কে? আমার ছিল মা, আর ছিল বউ। মা আছে, বউ নেই।

প্রস্থতি। বীতশোক, আর আমায় কাঁদাসনে।

বীতশোক। মা, বউ কোথায় গেল?

সতী। বউ তোমার স্বর্গে গেছে ভাই।

বীতশোক। তুমি জান?

সতী। জানি।

বীতশোক। কোথায় স্বর্গ, কোন্ পথে যেতে হয়? আমি যাবো।

সতী। সময় হ'লে সবাই যাবে; তার আগে কেউ সেখানে যেতে পারে না।

বীতশোক। কবে সময় হবে, কতদিনে হবে? আমি যাবো।

প্রসূতি। ওকথা বলতে নেই যাদু।

বীতশোক। মা, বউকে নিয়ে এস। তাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। তার কথায় ঝরতো মুক্তো, কান্নায় ঝরতো মাণিক, কত রূপ, কত গুণ! কেন গেল? কেন ফিরে এলো না?

সতী। দুঃখ ক'রো না ভাই। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে, আমাকে বল, আমি তাকে গিয়ে বলবো।

বীতশোক। তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

সতী। হবে।

বীতশোক। তার জন্যে মালা গেঁথে রেখেছিলুম, সে এলো না, মালাও পরলো না। এই মালা তার গলায় পরিয়ে দিও, আর ব'লো, আমি তাকে ভুলিনি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সব জান। বলতে পার, কেন সবাই বলে, আমি তাকে মেরেছি? আমি তো মারিনি।

সতী। না ভাই, না; তোমার কোন অপরাধ নেই।

বীতশোক। আমার পাপ হবে না?

সতী। না।

বীতশোক। আমায় নরকে যেতে হবে না?

সতী। না; তোমার স্থান সেই স্বর্গে, যে স্বর্গে তোমার স্ত্রী সোণার সিংহাসন সাজিয়ে ব'সে আছে।

বীতশোক। তুমিও বড় ভাল। আমায় স্বর্গের পথটা দেখিয়ে দাও।

আমি যাবো, আমি স্বর্গে যাবো, আবার তাকে দেখবো। সে গান গাইবে, আমি শুনবো, আমি ঘুমিয়ে থাকবো, সে বাতাস করবে। কত সুখ, কত শান্তি! মা, মা, ওই দেখ মেঘের কোল থেকে সে হাত বাড়িয়েছে, সেই সুন্দর শাঁখা-পরা হাত। আমি যাবো। কিন্তু আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোবো, সে বাতাস করবে। এস মালবি, এস!

[প্রস্থান।

প্রসূতি। ওরে, শোন্—শোন্!

সতী। আর কাকে ডাকছো মা? ও আর তোমার নয়।

প্রসূতি। কি বল্‌ছিস তুই?

সতী। যাও; যে যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছ, ষোলকলায় তা পূর্ণ কর। যজ্ঞ যখন শেষ হবে, দেখবে, তোমার বলতে আর কেউ নেই।

প্রসূতি। তুই মর হতভাগি, তুই মর! [প্রস্থান।

সতী। তোমার কথা সফল হোক মা। বাবাকে একটা প্রণাম ক'রে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

গীতকণ্ঠে চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।

গীত

চিত্রগুপ্ত।—

অশ্রুসাগর নীরে,
ডুবাসনে মা পাগল ভোলায়, বিশ্বধরণীরে!
শ্মশান হ'তে আনলি টেনে যারে মা তুই ঘরে,
ঘরখানি তার দিসনে ভেঙে আপন নিদয় করে,
ফিরে যা তুই, ফিরে যা মা,
আকাশ বায়ু ডাকছে "মা মা",
কেন এসে দাঁড়ালি মা বৈতরণীর তীরে?

সতী। তুমি কে?

চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত।

সতী। কি বলছো তুমি?

চিত্রগুপ্ত। ফিরে যাও মা, ফিরে যাও; রাজার কাছে যেও না, ঘোর অমঙ্গল হবে।

[প্রস্থান।

সতী। অমঙ্গল! শিবানীর অমঙ্গল শুধু শিবের হাতেই হ'তে পারে; আর কেউ তার কিছুই করতে পারে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞমণ্ডপের একাংশ।

ভৃগু ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। ওহে, শুনছো?

ভৃগু। কি? কি বলছো তুমি?

নারদ। বড় গরম যে? তুমি বুঝি এ যজ্ঞের পুরোহিত?

ভৃগু। দেখতেই তো পাচ্ছ।

নারদ। বাড়ীতে বিদায় নিয়ে এসেছ তো?

ভৃগু। কেন?

নারদ। বুঝতেই তো পাচ্ছ। মাথা নিয়ে ফিরে যাবে, সে আশা আর ক'রো না। আর কেউ যদি না-ও মরে, তুমি মরবে নিশ্চয়।

ভৃগু। মরবো কেন ?

নারদ। শিবহীন যজ্ঞের পৌরহিত্য ক'রে বাঁচবার আশা কর ? তা হয় না ভৃগু। যে মুহূর্ত্তে তুমি আহুতি দেবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার হাত দুটো আগুণে পুড়ে যাবে।

ভৃগু। যাও—যাও, এ বয়সে কত যজ্ঞে আহুতি দিলুম, আর আজ হাত পুড়ে যাবে! কেন? হ'য়েছে কি ?

নারদ। হ'য়েছে তোমার মাথা। বলি, এমন যজ্ঞ আর কখনো করেছ ? করা দূরে থাক, দেখেছ কখনো ?

ভৃগু। নাই বা দেখলুম, আজ একটা নতুন জিনিস দেখবো।

নারদ। দেখতে আর হবে না, তার আগেই মরবে।

ভৃগু। তোমার মত কাপুরুষ আমি নই দেবর্ষি। দক্ষ যখন আমায় পৌরহিত্যে বরণ ক'রেছে, তখন যজ্ঞ আমি করবোই ; যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ—

নারদ। আর যেহেতু যজ্ঞে বহু প্রাপ্তিযোগ। ধিক্ তোমাকে! প্রাপ্তির লোভে তুমি শিবের বিরুদ্ধাচরণ করছো ?

ভৃগু। আরে, যাও—যাও, তোমরা গিয়ে শিবের পদলেহন কর ; ভৃগুর কাছে শিবের কোন মূল্য নেই।

নারদ। কতবড় বীরপুরুষ তুমি, দেখা যাবে। নন্দী এসে যখন গলাটা টিপে ধরবে, তখন যদি আর্ত্তনাদ কর, তোমার মুখে জলন্ত লোহা পুরে দেবো।

ভৃগু। নন্দী আসছে নাকি ? ব্যাটা বড় ইতর।

নারদ। একবার তোমাকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া ক'রেছিল, আমিই তোমাকে রক্ষা ক'রেছিলুম। এবার যদি আসে, আমি তো আমি, স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

ভৃগু। নন্দী আসবে কেন? তাদের তো নিমন্ত্রণ হয়নি!

নারদ। নিমন্ত্রণ ছাড়াই বোধহয় এসেছে। শুনছো না, চারিদিকে কেমন একটা হমহাম শব্দ!

ভৃগু। তা—তা বটে! আর কি রকম একটা রামছাগলের গন্ধ ভেসে আসছে।

নারদ। সুতরাং তুমি পালাও।

ভৃগু। তা হ'লে যজ্ঞ করবে কে?

নারদ। ভূতের যজ্ঞ ভূতেই করবে।

ভৃগু। কিন্তু—দশটা সোনার ঘড়া, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা—কাপড় চোপড় —সোণাদানা—

নারদ। বেঁচে থাকলে অনেক পাবে।

ভৃগু। আরে, তা তো বুঝলুম; কিন্তু যদি আমাকে না পায়, তা হ'লে যে আমার গৃহিণীকেই আহুতি দেবে।

নারদ। তাকে নিয়ে শিবলোকে আশ্রয় নাও।

ভৃগু। সেখানেও তো সেই কাঠগোঁয়ার নন্দীটা আছে! না-না, আমি যাবো না, পৌরহিত্যই করবো।

নারদ। তবে যাও; মনে রেখো, আজই তোমার শেষ। যাচ্ছি আমি, নন্দীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভৃগু। ওহে, ও দেবর্ষি, অমন কাজ ক'রো না ভাই। "ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণো গতিঃ।"

নারদ। বুঝেছি, তোমার আয়ু শেষ হ'য়েছে। নন্দী যদি আসে—

ভৃগু। আবার নন্দী! তুমি বড় ভয় দেখাতে পার।

নারদ। আমার কালো ঠাকুরটিকে একবার ডেকে দিও তো।

ভৃগু। যাও না, ঐ যে যজ্ঞকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

নারদ। ওখানে আর যাবো না, তুমি তাকে পাঠিয়ে দিও।

ভৃগু। তা হ'লে যাই, কি বল?

নারদ। মরবার পালক উঠেছে যখন, যাবে বই কি!

ভৃগু। কি একশোবার মরা মরা করছো? ঝগড়ার জন্যে দিনরাত মুখটা চুলবুল করছে বুঝি? মরি—মরবো, তাতে তোমার কি? এই আমি চললুম।

নারদ। ওরে কেশরি, নন্দীকে পাঠিয়ে দে!

ভৃগু। তুমি দেবর্ষি না হ'লে বলতুম, তুমি অতি ইতর।

[প্রস্থান।

নারদ। পিপীলিকার পক্ষ ওঠে মরিবার তরে।

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। কি নারদ এখানে দাঁড়িয়ে যে?

নারদ। তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি ঠাকুর।

বিষ্ণু। কেন?

নারদ। কেন আবার কি? ঘরে চল।

বিষ্ণু। সে কি! আমি যে যজ্ঞরক্ষক!

নারদ। রক্ষক হ'য়ে আর কাজ নেই। ভারী তো যজ্ঞ, তার আবার রক্ষক! তোমার মাথায় কিছু নেই। শিবহীন যজ্ঞের রক্ষক হ'য়ে এসেছ?

বিষ্ণু। আমি তো আসতে চাইনি দেবর্ষি, শিবই আমায় জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন!

নারদ। শিবের না হয় মান-অপমান জ্ঞান নেই, তোমার তো আছে? তুমি এলে কি ক'রে শুনি?

বিষ্ণু। স্বয়ং ব্রহ্মা যখন এসেছেন—

নারদ। ব্রহ্মা তো দক্ষের বাবা; তাঁর আসতেই হবে। তোমার ঠাকুর কি বাধ্য-বাধকতা ছিল? ভোজের গন্ধ পেয়েছ বুঝি? শিবহীন যজ্ঞের ভোজ খাওয়ার চেয়ে ছাই খেতে পারলে না?

বিষ্ণু। তুমি আমায় অপমান কচ্ছো নারদ?

নারদ। শুধু অপমান! চল্ না বৈকুণ্ঠে,—আমি যে বীণা বাজিয়ে তোমার নাম গান ক'রেছি, সেই বীণা দিয়ে তোমার মাথা ভাঙবো। চ'লে এস।

বিষ্ণু। কি ক'রে যাই বল? আমি গেলে যজ্ঞ পণ্ড হবে যে!

নারদ। তুমি থাকলেই যজ্ঞ পূর্ণ হবে বুঝি? তুমি ছাই বুঝেছ। যে যজ্ঞে শিব নেই, সে যজ্ঞ কখন পূর্ণ হয়?

বিষ্ণু। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।

নারদ। কেন? তোমার এত কিসের মাথাব্যথা? যা করতে হয়, ব্রহ্মাই করবেন। তুমি চ'লে এস বল্‌ছি। কি, কথা গ্রাহ্য হ'চ্ছে না? শিবের অপমান না ক'রেই তুমি ছাড়বে না।

বিষ্ণু। স্বয়ং শিবানীই যখন শিবহীন যজ্ঞ দেখতে এসেছেন, তখন আমার দোষ কি, বল? অনেকদিন যজ্ঞভাগ না পেয়ে বড় অগ্নিমান্দ্য হ'য়েছে। শিবের আর কি? বিষ খেয়েও তাঁর মরণ হয় না, দিনের পর দিন অনাহারে থাকলেও তাঁর মনে থাকে না। আমার তো তা নয়! এক-দিন অনাহারে থাকলে ত্রিভুবন অন্ধকার। কাজেই যজ্ঞ যখন একটা হ'চ্ছে, মান অভিমান ত্যাগ ক'রে যজ্ঞভাগ নেওয়াই উচিত। আমি বলি, তুমিও ব'সেও যাও।

নারদ। তোমার মত লোভী আমি নই। যাক্, তুমি তা হ'লে যাবে না তো?

বিষ্ণু। না।

নারদ। বেশ, থাক ; পেট পূরে যজ্ঞের ঘি খাও। কিন্তু বৈকুণ্ঠের পথে আর পা বাড়িও না। বাড়িয়েছ কি মরেছ। [প্রস্থান।

বিষ্ণু। মূর্খ দক্ষরাজ, শিবহীন যজ্ঞ করবে তুমি! যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে শিবানী এসেছেন।

দিকপালের প্রবেশ।

দিকপাল। এ ঠাকুর, তুমি ত বেশ লোক!

বিষ্ণু। কেন, লোকটা মন্দ কি?

দিকপাল। মন্দ কি? আমার পরিবারকে পাগল ক'রে এসেছ কেন?

বিষ্ণু। আমি পাগল ক'রেছি?

দিকপাল। তুমি নয়ত কি আমি? সে যে কেবলি "বাঘ বাঘ" ব'লে চিৎকার করছে, এর আমি করব কি?

বিষ্ণু। আমিই বা কি করবো?

দিকপাল। চালাকী রাখ, কেন তুমি আমার বাড়ী ঢুকেছিলে, শুনি?

বিষ্ণু। তুমি কেন আমায় ডেকেছিলে, শুনি?

দিকপাল। যদি ডেকেই থাকি, তাই আমার পরিবারের মাথা খাবে তুমি। আমার কাছে হ'লে নারায়ণ, আর তার কাছে হলে বাঘ!

বিষ্ণু। তার ভক্তি না থাকলে আমার স্বরূপ দেখবে কি ক'রে?

দিকপাল। ভক্তি নেই! সারাজীবন তোমায় চালকলা খাওয়ালে, আর তার ভক্তি নেই! আর যত ভক্তি আমার! যে চায়, তার কাছে তুমি ধরা দেবে না, আর যে তোমায় দেখতে পারে না, তাকেই তুমি জড়িয়ে ধরবে! কি রকম দেবতা তুমি? তোমার মাথায় কি কিছু নেই?

বিষ্ণু। যে নারী স্বামীকে অগ্রাহ্য ক'রে আমাকে পূজো করে, আমি তার পূজো নিই না।

দিকপাল। তোমার কোন বুদ্ধি নেই। আরে ঠাকুর, আমার না আছে গুণ, না আছে রূপ। কিসের জন্ম সে আমায় আঁকড়ে থাকবে? এমন সোয়ামীর হাতে প'ড়ে মনটা যদি উড়ু-উড়ু করে, তাতে আর হ'য়েছেটা কি? বেরিয়ে তো আর যায়নি? নাও, চল, একটিবার তাকে দেখা দিয়ে আসবে।

বিষ্ণু। তা হয় না দিকপাল। আমি তো বলেছি, তোমার স্থান স্বর্গে, আর তার স্থান নরকে; আমার দর্শন সে পেতে পারে না।

দিকপাল। আমার কোন পুণ্য আছে?

বিষ্ণু। অনেক আছে।

দিকপাল। সোয়ামীর পুণ্য স্ত্রীকে দেওয়া যায় কিনা?

বিষ্ণু। যায়।

দিকপাল। তবে আমার পুণ্যটুকু সব তাকে দিচ্ছি, সে স্বর্গে যাক, তার কষ্ট আর আমি সইতে পারছিনে।

বিষ্ণু। তুমি নরকে যাবে?

দিকপাল। একশোবার যাবো।

বিষ্ণু। একটা নারীর জন্ম সর্ব্বনাশ করবে?

দিকপাল। চোখদুটো ছানাবড়া করলে যে! তুমি বোধহয় মা লক্ষ্মীকে কখনো ভালবাসনি?

বিষ্ণু। ভালবাসিনি?

দিকপাল। ভালবাসলে বুঝতে, যাকে ভালবাসা যায়, তাকে সব দেওয়া যায়। দক্ষরাজের ছেলেটাকে দেখেছ? স্ত্রী মরার পরে আর এক ফোঁটা জল মুখে দিলে না। মা-বোনেরা হিমসিম খেয়ে গেল, কেউ তাকে খাওয়াতে পারলে না। তারই নাম করতে করতে সে মরে গেল। অমন রূপবান্ গুণবান্ রাজার ছেলে, সে যদি তার স্ত্রীর জন্তে প্রাণটা দিতে

পারে, আমি পারবো না আমার পুণ্যটুকু দিতে। যাই করুক সে, তবু তো সে আমার স্ত্রী—আমি তো তার ভালমন্দের ভার নিয়েছিলুম।

বিষ্ণু। দিকপাল, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। সার্থক তোমার যজ্ঞোপবীত। তোমার পুণ্যফলে তোমার স্ত্রীর পাপ ধৌত হোক।

গন্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গন্ধেশ্বরী। বাঘ, বাঘ, ওরে মিন্‌সে, মরবি যে! ওমা, এ কে গো? এ যে দেখছি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ! হ্যাঁ—ঘরে আমার নারায়ণ, আর আমি ডাকছি গোলকবিহারী নারায়ণকে! ছি-ছি-ছি, নরকেও আমার স্থান হবে না।

দিকপাল। ব্রাহ্মণি!

গন্ধেশ্বরী। ওগো আমার আঁধার ঘরের মাণিক, আমার জাগ্রত দেবতা, আমায় ক্ষমা কর, আমায় চরণে স্থান দাও।

দিকপাল। ওঠ, ওঠ ব্রাহ্মণি, কোন ভয় নেই তোমার। বাঘ চলে গেছে, এই দেখ, তোমার সম্মুখে তোমার দেবতা।

গন্ধেশ্বরী। আমার দেবতা তুমি, ওকে আমি চাই না, চাই না। চল, ঘরে চল, যত পাপ করেছি, সারাজীবন চোখের জলে পা ধুইয়ে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বিষ্ণু। যাও ব্রাহ্মণ, স্ত্রীকে নিয়ে গৃহে যাও। নারায়ণ তোমাদের দ্বারে বাঁধা রইলো, যখন প্রয়োজন হবে, স্মরণ ক'রো।

দিকপাল। কিছু মনে ক'রো না দয়াময়, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি বলেছি।

[গন্ধেশ্বরীসহ প্রস্থান।

বিষ্ণু। কবে সৃষ্টির সব মানুষ এমনি সরল হবে!

সতীর প্রবেশ।

সতী। কে? নারায়ণ?

বিষ্ণু। কোথা যাও মাতা?

সতী। যাবো আমি পিতার সদনে।

বিষ্ণু। কথা রাখ, ফিরে যাও;
পিতার সমীপে তুমি যেও না জননি।

সতী। পথ ছাড় নারায়ণ,
পিতারে প্রণাম করি জনমের মত
চ'লে যাবো কৈলাসের পুরে,
আর কভু আসিব না পিতার আলয়ে।

বিষ্ণু। আমি তো সংহারে করেছি বারণ,
শিবদ্বেষী পিতৃগৃহে কেন এলে মাতা?

সতী। তখন ছিল না জানা,
দক্ষ প্রজাপতি সভামাঝে
তোমারে করেছে অপমান
তখন ছিল না জানা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অসংখ্য দেবতাগণ
নীরবে সয়েছে বসি শিবের লাঞ্ছনা।
মহাদেব বলি যা'র শীর্ষস্থানে
বসায়েছে দেবের সমাজ,
সেই শিব—মহামানী মহেশ্বর
হতমান প্রকাণ্ড সভায়,
আর তোমরা দেবতাগণ—

করিলে না অঙ্গুলিহেলন।
ধিক্—ধিক দেবের সমাজে।

বিষ্ণু। মা,—

সতী। সাগর মন্থনে যবে উঠিল গরল,
তখন তো মহেশেরে ছিল প্রয়োজন।
কোথা ছিল চতুর্মুখ, কোথা ছিলে তুমি?
যাও হরি, যাও, লও গিয়ে যজ্ঞভাগ।
স্থির জেনো মনে, মহেশের সনে
তোমাদের আত্মীয়তা এইখানে শেষ।

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। কে? কে? সতী!
সত্য কিম্বা মায়া!

বিষ্ণু। সত্য প্রজাপতি। কিন্তু রাখ এবে
কন্যা সম্ভাষণ। আরম্ভ হয়েছে যাগ।
যাও রাজা, বিলম্বে অনর্থ হবে।

দক্ষ। দেখ নারায়ণ, শিবানীও আসিয়াছে
শিবহীন যাগে।

বিষ্ণু। সে কথায় নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ। আমি জানি, দক্ষের এ মহাযাগে
কেহ বাকী রহিবে না দিতে যোগদান।
ভ্রান্ত শুধু পুত্রবধূ মোর,
আপনি মরিল বালা,
মারিল পুত্রেরে মোর।

ভালই করেছ কন্যা ;
এত বড় মহাযজ্ঞ দেখে নাই কেহ।
কোথা সে ভাঙ্গড় ভোলা ?

সতী। ভোলানাথ আসে নাই।

দক্ষ। তোমারেই পাঠায়েছে বুঝি
ভিক্ষা করি যজ্ঞভাগ নিতে ?

সতী। শঙ্কর ভিক্ষুক নয়,
ত্রিভুবন তারি কাছে ভিক্ষা করে
অঞ্জলি পাতিয়া।

দক্ষ। শুধু গঞ্জিকার তরে
শ্মশানে মশানে ঘোরে অনুগ্রহ মাগি।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। তাতে তোমার কি মশায় ? তোমার কাছে তো হাত পাততে আসেনি।

দক্ষ। বেরিয়ে যাও প্রগলভ পশু।

কেশরী। পশু কে, এখনি টের পাবে। মা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পাগলটার কথা শুনছো ? বাপের বাড়ী আসার সখ এখনও মেটেনি বেটি ?

সতী। চল কেশরি।

বিষ্ণু। যাও মা, যাও ; আর এখানে দাঁড়িও না।

দক্ষ। দেখ নারায়ণ, এই আমার কন্যা সতী। এত রূপ কেউ কখনো দেখেনি। এই কন্যা একটা শ্মশানচারী দিগম্বর ভাঙ্গড়ের ঘরণী।

সতী। বাবা,—

কেশরী। বেরিয়ে আয় বেটি, না হয় বল, আমি ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলি।

সতী। চুপ কর কেশরি, এ আমারই কর্ম্মফল।

দক্ষ। সতি,—

সতী। পিতা, যা বলতে হয় আমাকে বলুন; ভুলেও ভোলানাথের নিন্দা করবেন না।

দক্ষ। নিন্দা! নিন্দা যদি তার গায়ে বিদ্ধ হ'তো, তবু কতকটা সান্ত্বনা ছিল। তার গায়ে গণ্ডারের চামড়া, নইলে সভাস্থলে যেদিন অপমান ক'রেছিলুম, সেদিনই তার চৈতন্য হ'তো।

সতী। তিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর চৈতন্যের অভাব নেই; অভাব আছে আপনার।

কেশরী। তুই বল না বেটি, আমি চৈতন্যটা ভাল ক'রে দিয়ে দিই।

দক্ষ। এই পশুটাকে সংযত কর কন্যা।

বিষ্ণু। মহারাজ দক্ষ, তুমি কি কন্যা সম্ভাষণই করবে, না যজ্ঞ করবে? মঙ্গল চাও তো এখনো এস।

দক্ষ। যাচ্ছি। দেখ নারায়ণ, সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তার আভরণ দিয়ে কন্যা আমায় ঐশ্বর্য্য দেখাতে এসেছে। আমার দেওয়া সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে যে ভিখারীর ঘর করতে গিয়েছিল, তার দেহ হীরামাণিকে সাজিয়ে দিলে কে? ভাঙ্গড় কি শেষে চুরি করতেও শিখেছে?

সতী।   পিতা, সাতদিন অনাহারী আমি,
                 এই সাতদিন একবিন্দু জল
                 আমি করিনি গ্রহণ।
                 থরথরি কাঁপে অঙ্গ মোর,
                 চলিতে চরণ নাহি চলে।

ধরি পায়, যত পার
আমারে আঘাত কর,
পতিনিন্দা শুনায়ো না মোরে।
বহুদিন হেরি নাই জননীরে মোর
তাই না মানিয়া পতির নিষেধ
এসেছিনু পিত্রালয়ে। ভাবি নাই
অনাহূত অতিথি বলিয়া—
পিত্রালয়ে দুহিতারও হ'তে পারে
এত অপমান।

দক্ষ। অপমান! পতি যার ভস্ম মাখে গায়,
ভূত নিয়ে শ্মশানে বেড়ায়,
দিগম্বর দুর্গন্ধ জঞ্জাল স্তূপ,
হাড়মালা দোলে গলে,
ভাঙের নেশায় নিরন্তর
রক্তিম নয়ন, কালামুখি,
সেই অনাচারী শিবের ঘরণী তুই,
তোরও এত মানের বড়াই!

কেশরী। আরও সইতে হবে পাষাণি?

বিষ্ণু। যাও মাগো, ফিরে যাও
কৈলাসের ধাম।

সতী। যাবো; পিতা তুমি, দিয়েছ জনম,
দেহ পদধূলি, এ জীবনে আর কভু
আসিব না পাপগৃহে তব।

দক্ষ। পাপগৃহ! কালামুখি,

কেন তুই পিত্রালয়ে দেখাইলি মুখ ?
কলঙ্কে ডুবিলি নিজে,
উন্নত বংশের মুখে ঢেলে দিলি কালি,
তবু তোর মরণ হ'লো না ?
দূর হ', দূর হ' কলঙ্কিনি।
আমি ভুলে গেছি, কন্যা তুই মোর,
মহামানী দক্ষের আলয়ে
স্থান তোর নাই কোনদিন।
বল গিয়ে প্রেতের প্রধান সেই
অনাচারী শিবে—

সতী। পিতা, পিতা, পতিনিন্দা
শুনিতে পারি না আর।

কেশরী। ওমা,—একবার তুই বল না মা, বাবার নিন্দে যে করে, তার মাথাটা আমি ছিঁড়ে ফেলি।

দক্ষ। চুপ। বল গিয়ে ভূতনাথে—

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, রসনা সংযত কর।
চেয়ে দেখ, কন্যা তব কম্পিত শরীর।
অঘটন এখনি ঘটিবে।
কার নিন্দা কর প্রজাপতি ?
দেবতার শিরোমণি ভোলা মহেশ্বর।
পুনরায় কর যদি তার নিন্দাবাদ,
ধ্বংস তব অনিবার্য্য গতি।

দক্ষ। হাঃ-হাঃ- হাঃ !
ভাঙড় শঙ্কর তোমারেও দেছে বুঝি

গঞ্জিকা-প্রসাদ। দানব অধম
ভ্রষ্টাচারী ভোলা—

বিষ্ণু, কেশরী। রাজা।

সতী। সহিতে পারি না আর।
ফিরে যা রে কেশরি কৈলাসে।
বলিস্ পাগলে মোর,
সতী আর ফিরিবে না গৃহে।
পতিনিন্দা শুনি মহাপাপে
জর্জ্জরিত দেহ,
এই দেহে সতী আর করিবে না
জীবন ধারণ।

বিষ্ণু। স্থির হও জননি আমার।

সতী। হায় হরি, মহাপাপী আমি,
অন্তর্য্যামী ভোলানাথ কতবার
ক'রেছে বারণ; তবু আমি পিতৃগৃহে
এসেছি চলিয়া।
কহিও পাগলে মোর,
ক্ষমা যেন করে অপরাধ।
কতজন্ম পুণ্যফলে পতিরূপে
পেয়েছিনু তাঁরে, নিজ কর্ম্মদোষে
অকালে হারানু তাঁয়।
পরজন্মে পাই যেন রাতুল চরণ।
শিব, শিব।

[প্রস্থান।

কেশরী। মা, মা, ওরে দক্ষ, মা যদি মরে, তোকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখবো না।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। কি করিলে দক্ষ প্রজাপতি ?
পণ্ড বুঝি হ'লো যাগ—

দক্ষ। একি হ'লো ? ভেবেছিনু
সতীরে করিব ক্ষমা,
কিন্তু কে আমার রসনায় বসি
আকণ্ঠ ঢালিল বিষ।
চিনেছি, অশিব তুমি।
সতি, সতি,—

প্রিয়ব্রতের প্রবেশ।

প্রিয়ব্রত। নাই।

[আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইল,—"নাই।"]

দক্ষ। নাই।

প্রিয়ব্রত। রে পাষণ্ড, শিবদ্বেষি পশু,
কাল তোর পূর্ণ এতদিনে।
শিবহীন যজ্ঞে কভু হয় না মঙ্গল।
তবু অনর্থ রোধিতে
শিবের ঘরণী নিজে এসেছিল হেথা ;
মতিচ্ছন্ন তুমি দুরাচার,
অনাদরে দিলে ডালি কৌস্তভ রতন।
ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে

মস্তক ছেদিয়া তব ফেলে দিই
যজ্ঞকুণ্ডমাঝে কিন্তু, এতবড়
গুরু অপরাধে লঘু শাস্তি
হবে সে তোমার।
ভৈরব গর্জ্জনে আসে রুদ্র মহাকাল,
রে পামর, সতী হত্যা প্রতিশোধ
এখনি মিলিবে!

দক্ষ। আমার কন্যারে আমি বধি কি না বধি,
তোমার কি আসে যায়?

প্রিয়ব্রত। কন্যা! মূর্খ প্রজাপতি,
পুণ্যবতী ভগিনী আমার,
তার পুণ্যফলে জগন্মাতা
জনমিল কন্যারূপে তব।
শিব মহাদেব শিবের ঘরণী সতী,
ত্রিভুবন তাহার সন্তান।
রে দুর্জ্জন, বধি তারে
ত্রিভুবন মজাইলে পাপে!
শোন—শোন,
শিব নহে শুধু আশুতোষ;
দেখ নাই শঙ্করের মহাকাল রূপ!
ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
ঘোর রবে বাজিবে পিনাক,
শূল হ'তে কাল-অগ্নি আসিবে ছুটিয়া,
ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস তব অনিবার্য্য গতি।

বিষ্ণু। ক্ষান্ত হও, হে রাজন্,
শোকে দুঃখে বিভ্রান্ত নৃপতি,
হে ধীমান্, করিও না মৃতেরে আঘাত।

প্রিয়ব্রত। ধিক্—ধিক্ নারায়ণ,
আসিয়াছ শিবহীন যজ্ঞরক্ষা তরে ?
এত তুমি লোভী লজ্জাহীন ?
পার যদি, যজ্ঞ রক্ষা কর।

[তূর্য্যধ্বনি করিলেন, নেপথ্যে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল, "জয় রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রতের জয়।"]

সৈন্যগণ, যজ্ঞশালা কর রে বেষ্টন।
দেব নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কেহ যেন পালাতে না পারে।
জয় শিব শঙ্কর জয় শিব শঙ্কর।

[তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান।

বিষ্ণু। হে রাজন্, যজ্ঞেশ্বর আমি,
যজ্ঞ রক্ষা তরে অবশ্যই করিব যতন ;
কিন্তু মনে হয়,
পরিণাম সুখকর নয়।
কথা শোন প্রজাপতি,
এখনও শিবেরে তুমি মনে মনে
কর আমন্ত্রণ।

দক্ষ। কন্যাশোকে দক্ষরাজ হারায়নি
নিজের সম্মান। ভূতেরে আহ্বান
কভু করিব না আমি।

সতী গেছে, শিবসনে আছে
শুধু শত্রুতা বন্ধন।

বিষ্ণু। হে রাজন্, জানি না কি হবে পরিণাম।
তবু যজ্ঞরক্ষা তরে নারায়ণ
নাহি রবে উদাসীন।

[প্রস্থান।

দক্ষ। সতি, সতি,—নিভে গেছে নয়নের তারা।
যাক্, টুটে গেছে মায়ার বন্ধন ;
শিবের শ্বশুর বলি আর কেহ
করিবে না নিন্দাবাদ।
কেন আঁখি ভ'রে আসে জলে ?
এই ভাল, এই ভাল।
মুক্তি, মুক্তি।

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। মহারাজ, এ কি সত্য ?
সতী নাই, নাই সতী মোর ?
মায়েরে দেখিতে
শিবের নিষেধ বাণী
না শুনিয়া কাণে
এসেছিল তোমার আলয়,
সাতদিন জলবিন্দু দেয় নাই মুখে,
তবু তারে করিলে না ক্ষমা ?

দক্ষ। রাণি,—

প্রসূতি।   মহারাজ, কত সবো আর ?
পুত্রবধূ অকালে মরিল,
প্রিয় পুত্র শোকে দুঃখে ত্যজিল পরাণ,
অভাগিনী কন্যা মোর
তারেও অকালে দিলে ডালি।
আমি তো অনন্ত শোক ছাই চাপা দিয়ে
হ'য়েছিনু যজ্ঞে অংশভাগী,
তুমি বীর পুরুষ পুঙ্গব
তুমি পারিলে না ক্ষুদ্র মান
দিতে বিসর্জ্জন ! তাই যদি হয়,
হে রাজন্, আমারেও হত্যা কর।
বহু দোষে আমিও তো দোষী।
শিবহীন যজ্ঞে আমি সত্য বটে ব্রতী,
কিন্তু অন্তর আমার স্পন্দনে স্পন্দনে
শিবনাম করে উচ্চারণ।

দক্ষ।   যাও রাণি, প্রলাপের নহে এ সময়।
টুটিয়াছে যত ছিল বাধা,
শিবহীন যজ্ঞে আমি দিব পূর্ণাহুতি।

প্রসূতি।   পালাও—পালাও রাজা।
জান না, জান না,
সতী নামে আত্মহারা ভোলা
সতীর নিধন কথা শুনিবে যখন,
মহারুদ্রতেজে জ্বলি ঘটাবে প্রলয়।
সতী গেছে, গেছে বীতশোক,

মালবিকা গেছে—যাক্ ;
তোমার অশুভ চিন্তা বেশী মোরে
করেছে পাগল। চল, চল।

দক্ষ। চল রাণি যজ্ঞস্থলে। সব যাক,
পূর্ণ হোক শিবহীন যাগ।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। মা কোথায় ? মা, মা,—

প্রসূতি। কে তুমি ? নন্দি ?

নন্দী। তুমি কে ?

প্রসূতি। আমি তোমার মায়ের অভাগিনী মা।

নন্দী। তোমাকে আমার দরকার নেই। আমার মা কোথায় ?

প্রসূতি। মা নেই।

নন্দী। নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে গীতকণ্ঠে কেশরীর প্রবেশ।

গীত।

কেশরী।—

"মা" বলা ফুরায়ে গেছে, মা আর দিবে না সাড়া,
আকাশ চিরিয়া তাই নামিল অশ্রুধারা।
নিভে গেছে রবি চাঁদ, থেমে গেছে বায়ু রে,
ছিঁড়ে গেছে ধরণীর বন্ধন স্নায়ু রে,
নয়নে ধরে না জল, কত আর কাঁদি বল,
সুখের ভবনখানি আজি কারা মা হারা।

নন্দী। ওরে, কি বলছিস্ তুই! কে মাকে মেরেছে?

প্রসূতি। নিয়তি মেরেছে ভাই।

কেশরী। নিয়তি? আমি কিছু জানিনে? কিদে-তেষ্টায় মার শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে, চলেই যাচ্ছিল, বাপের সঙ্গে যেই দেখা, অমনি দক্ষ রাজাটা বাবার নিন্দে করতে লাগলো। মা হাজারবার বারণ করলে, কিছুতেই শুনলে না।

নন্দী। তারপর? তারপর কি?

কেশরী। তারপর সোয়ামীর নিন্দে সইতে না পেরে মা সেই যে পড়ে গেল, আর উঠলো না।

নন্দী। তবে দক্ষ মাকে মেরেছে?

প্রসূতি। না-না, ওরে না, কথা শোন তোরা।

কেশরী। যাও ঠাকরুণ, যাও।

নন্দী। ওরে কেশরি, তুই এখনও চুপ ক'রে আছিস? কোথায় দক্ষ, কোথায় সে জল্লাদটা? আয় আয়, তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিই। বোম ভোলা, বোম্ ভোলা, না, আগে বাবাকে খবর দিই; তারপর—তারপর। তুই মাকে আগলে থাক, কাউকে ছুঁতে দিস নি। আমি কৈলাসে চললুম। [প্রস্থান।

প্রসূতি। ওরে, নন্দীকে ফিরিয়ে আন; মহা অনর্থ হবে।

কেশরী। তোমার কোন ভয় নেই দিদিমা। আমরা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলি না।

[প্রস্থান।

প্রসূতি। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাস।

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। অকস্মাৎ একি ঝড়!
স্থষ্টি বুঝি যায় রসাতলে!
ওড়ে ধূলি, ভাঙ্গে বৃক্ষ,
মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন গগন,
মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতে শিহরে অম্বর।
বাবা, বাবা,—

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। সতি, সতি কোথা সতী?
বিজয়া। সে কি বাবা? মা তো গেছে পিত্রালয়ে।
মহাদেব। ফিরিয়া এসেছে সতী।
বিল্বমূলে ধ্যানরত আছিনু যখন,
সতী আসি দাঁড়াইল সম্মুখে আমার।
দু'নয়নে ঝরে বারিধারা,
কশাঘাতে বিক্ষত শরীর।
রুদ্ধকণ্ঠে কহিল আমারে,
—"মহেশ্বর, ক্ষম অপরাধ,
সহস্র প্রণাম পায়, ভুলিও না
অভাগী সতীরে।" ভঙ্গ হ'লো ধ্যান,

স্নেহবশে কহিনু ডাকিয়া,—"এস সতি,
কাছে এস মোর।
দু'নয়নে কেন বহে জল? কটুকথা
কে কয়েছে প্রিয়া?"

বিজয়া। বাবা,—

মহাদেব। কোথা গেল? কেন সতী
আসিল না কাছে?
হয়তো বা প্রজাপতি
করিয়াছে কত অপমান।
পাছে আমি প্রমাদ ঘটাই,
তাই কাছে আসিল না ভয়ে।
দেখ রে বিজয়া, দেখ, কোথা বসি
কাঁদিছে বিরলে। বল গিয়ে তারে,
নাহি ভয়, মান অপমান
তুচ্ছ সব শঙ্করের কাছে।

বিজয়া। বাবা, মনে ভয়, কি জানি কি অঘটন
ঘটেছে কোথায়। চেয়ে দেখ,
অকস্মাৎ প্রকৃতি ধরেছে কি এ
ভয়াল মূরতি! কাঁপে সৃষ্টি, ফাটে ব্যোম,
ভাঙিয়া পড়িছে শিলা!

মহাদেব। সত্য। কে বহালো অকালে ঝটিকা!
দক্ষযজ্ঞে পরমাদ ঘটিল কি কিছু?
যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞভার করেছে গ্রহণ,
তবু মম শঙ্কাকুল মন,

শিবহীন যাগে অমঙ্গল
কি জানি কি হয়।
আগে তুই দেখে আয়,
সতী কোথা গেল।

বিজয়া। আমি তো খাইনি ভাঙ,
চোখ দুটো ঠিক আছে মোর,
মা এখনো ফিরে নাই ঘরে।

মহাদেব। দেখ দেখি, কেউ কথা শোনে না আমার।
আসুক ফিরিয়া সতী।
আর আমি থাকিব না ঘরে,
শ্মশানের জীব আমি শ্মশানেই যাবো।

গীতকণ্ঠে চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।

গীত।

চিত্রগুপ্ত।—

ঝড়ের ঘায়ে ঘর ভেঙেছে, আবার শ্মশান ডাকে।
অবহেলায় হারিয়ে গেল পরশমণি যাকে॥
ছাই মুছিয়ে ফুলরেণু যে মেখেছিল গায়,
নিথর হ'য়ে আছে সে আজ মাটির বিছানায়,
হে ভূতনাথ ঘর ছেড়ে দাও,
আবার তুমি শ্মশানে যাও
ভূতের সাথে নেচে বেড়াও, আর কে বেঁধে রাখে।

মহাদেব। চিত্রগুপ্ত, কি বলছ তুমি ?

[চিত্রগুপ্ত নিঃশব্দে চিত্র দেখাইলেন]

বিজয়া, মহাদেব। একি !

[নেপথ্যে :—নন্দী। বাবা,—]

[চিত্রগুপ্তের প্রস্থান।

মহাদেব। কে ?

বিজয়া। নন্দী।

মহাদেব। ডাক, ডাক।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। বাবা,—

মহাদেব। কোথা হ'তে এলি নন্দি ?

নন্দী। দক্ষালয় হ'তে।

বিজয়া। মাও কি এসেছে ফিরে ?
কোথা মা ? কোন্‌খানে মা ?

মহাদেব। সতী কই ? একা তুই কেন এলি ফিরে ?
যজ্ঞ কি হয়নি শেষ ?
কেন তোর দু'নয়নে ঝরে বারিধার ?

নন্দী। বাবা,—

মহাদেব। বল—বল,—

বিজয়া। কি হেতু নীরব ?

নন্দী। মা নাই, মা নাই বাবা।

মহাদেব, বিজয়া। নাই !

[বিশ্বচরাচরে ধ্বনিত হইল,—"নাই !"]

মহাদেব। সতী নাই ! ওরে নন্দি,
সতী নাই মোর !
কি হ'লো, কি হ'লো নন্দি,

কোন ব্যাধি সতীরে আমার
এত শীঘ্র করিল হরণ ?

নন্দী। ব্যাধি নয়, ব্যাধি নয়,—

বিজয়া। কে ?

নন্দী। দক্ষরাজ।

মহাদেব। দক্ষরাজ !

নন্দী। উপবাসে কম্পিত শরীর,
তবু মাতা পিত্রালয়ে জলবিন্দু
করেনি গ্রহণ। যজ্ঞস্থলে দক্ষসনে
সাক্ষাৎ হইল যবে,
তোমার নিন্দায় দক্ষ হ'লো পঞ্চমুখ।
পুনঃ পুনঃ কহিলা জননী,
"পতিনিন্দা করিও না আমার গোচরে।"
তবু দক্ষ না শুনিল বাণী,
ভরিল যজ্ঞের ক্ষেত্র তোমার নিন্দায়।
পতিনিন্দা সহিতে না পারি
মর্ম্মাহত মা আমার ত্যজিল পরাণ।

বিজয়া। মা, মা,—

মহাদেব। সতী নাই, সতী নাই,
অন্ধকার ত্রিভুবন !
টুটিয়াছে স্নেহের বন্ধন।
শিবের শিবত্ব যাক,
ভোলানাথ মরুক সতীর সনে।
যে নারকী বিনাদোষে সতীরে আমার

রাহুগ্রাসে ফেলিল অকালে,
আর তারে না করিব ক্ষমা।

বিজয়া। বাবা,—

মহাদেব। ক্ষমার যে মূল্য বুঝিল না,
শিবহীন যাগে শিবানীর যোগদান
দর্পভরে প্রত্যাখ্যান করিল যে পাপী,
তাহারে মার্জ্জনা করি—
সৃষ্টির অশুভ আর আনিব না ডাকি।

নন্দী। বাবা,—

মহাদেব। মর তুমি ভোলানাথ,
ধ্বংস হও আশুতোষ।
মহাকাল, জেগে ওঠ ভৈরব গর্জ্জনে।

[একটি জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ; একটা
ঘোর রব উত্থিত হইল।]

ভয়াল মূর্ত্তিতে বীরভদ্রের প্রবেশ।

গীত।

বীরভদ্র।—

কেন জাগালে পাগল ভোলা ?
সময় হয়েছে বিশ্বভুবনে দিতে কি প্রলয় দোলা ?
ফুলায়ে সপ্ত সিন্ধু, নিভায়ে সূর্য্য ইন্দু
বিধির সৃষ্ট করতলে চাপি পিষিয়া করিতে বিন্দু,
প্রলয় ডমরু বাজাবো, সৃষ্টির চিতা সাজাবো,
দিক্‌দিগন্তে ফেলিব দু'হাতে মরণ-অগ্নিগোলা।

বিজয়া। কে তুমি ? কে তুমি ? বাবা,—

বীরভদ্র। আজ্ঞা দেহ মহাকাল,
কোন্ গিরি ফেলিব উপাড়ি,
কোন্ সিন্ধু ফেলিব শুকায়ে,
কার শির নিয়ে বল খেলিব গেণ্ডুয়া ?

মহাদেব। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড কর,
সতীহন্ত্যা পাতকের যোগ্য শাস্তি দাও।

বীরভদ্র। হর হর মহাদেব।

[প্রস্থান।

নন্দী। হর হর মহাদেব।

[প্রস্থান।

বিজয়া। স্থির হও ভোলানাথ।

মহাদেব। মরিয়াছে ভোলানাথ :
শ্মশানের 'পরে তার
মহাকাল উঠেছে জাগিয়া।
সতী নাই, সতী নাই।
সতি, সতি, কেন মোরে করেছিলে গৃহী ?
শ্মশান নিবাসী শিব, দুদিনের তরে
কেন তারে দেখাইলে সংসারের মায়া ?
গহন আঁধারে ছিনু, সেই ছিল ভালো।
ক্ষণিকের বিজলী চমক!
ঘোরতর অন্ধকারে করিল নিক্ষেপ।
অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।
সতী গেছে, নিভিয়াছে আলো

[প্রস্থান।

বিজয়া। কারে ডাকি, কোথা যাই,
কেবা দিবে শিবেরে সান্ত্বনা?
মা, মা,—কি করিলে পাষাণী ঈশানি,
তোর সাথে শঙ্করও বুঝি চলে যায়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যজ্ঞশালা।

[নেপথ্যে কলরব,—"হর হর মহাদেব", "জয় প্রজাপতি দক্ষের জয়।"]

ভৃগু ও নারদের প্রবেশ।

ভৃগু। ওহে দেবর্ষি, এখন উপায়?

নারদ। উপায় মৃত্যু।

ভৃগু। মৃত্যু!

নারদ। নিশ্চয়। যাও না, ভাল ক'রে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও।

ভৃগু। পূর্ণাহুতি দেবো কি? আগুনের কাছে কারও যাবার উপায় আছে? যজ্ঞকুণ্ড তো নয়, যেন আগ্নেয়গিরি! কি, কথা বলছো না যে? বুড়োমানুষ—তবে কি অপঘাতেই মরবো?

নারদ। শিবহীন যজ্ঞের পৌরহিত্য যে করে, তাকে এমনি ক'রেই মরতে হয়।

ভৃগু। বলছি আর করবো না, তবু তোমার ওই এককথা। নন্দীকে একটু বুঝিয়ে বল না।

নারদ। নন্দীকে বোঝালে কি হবে ভৃগু। ওই চেয়ে দেখ, সবার হাতে নিস্তার পেলেও, ওর হাতে কারও রক্ষে নেই।

ভৃগু। ও বাবা, ও আবার কে?

নারদ। মহাদেবের রুদ্রশক্তি। ওর নাম বীরভদ্র। সতীর দেহ-ত্যাগের কথা শুনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হ'য়ে একটা জটা ছিঁড়ে ফেলেছেন, তার ফলেই ওর আবির্ভাব। চেয়ে দেখ, সমস্ত বৈষ্ণবসৈন্য, রাজসৈন্য ওর হাতে পর্যুদস্ত। বিষ্ণু রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন। এইবার তোমাদের পালা। সাবধান!

ভৃগু। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর। রক্ষা কর, রক্ষা কর বাবা ভোলানাথ।

[প্রস্থান।

নারদ। জাগো, জাগো মহাকাল।

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। কে? নারদ! কে ওই ভীমকায় পুরুষ, বলতে পার?

নারদ। মহারাজ, ও আর কেউ নয়, মহাদেবের মূর্ত্তিমান ক্রোধ। ওর হাতে কারও নিস্তার নেই। যদি মঙ্গল চান, এখনও শিবের শরণ নিন।

দক্ষ। দক্ষ মরবে, তবু ভাজড় ভূতের শরণ নেবে না।

নারদ। তবে আপনার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

দক্ষ। স্বয়ং বিষ্ণু যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন সহস্র মহাদেবের সাধ্য নেই আমার যজ্ঞ পণ্ড করে। এই ভূতের বাহিনী এক মুহূর্ত্তে শুষ্ক পত্রের মত উড়ে যাবে। শিবহীন যজ্ঞ আমি পূর্ণ করবোই; তারপর শিবলোক আক্রমণ ক'রে শিবকে সমুচিত শিক্ষা দেবো।

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। প্রজাপতি দক্ষ, তোমার অসংখ্য সৈন্য বীরভদ্রের হাতে নিহত; আমার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ। আমি যুদ্ধে পরাজিত।

দক্ষ। পরাজিত! নারায়ণ, তুমিও পরাজিত!

বিষ্ণু। ওই দেখ, প্রমথগণ দলে দলে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ ক'চ্ছে। এক মুহূর্ত্তে যজ্ঞশালা শ্মশানে পরিণত হবে। নিমন্ত্রিত অতিথিগণের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

দক্ষ। যজ্ঞেশ্বর হরি, তুমিও আজ ভীত!

বিষ্ণু। আমি যজ্ঞরক্ষায় অক্ষম।

দক্ষ। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষায় অক্ষম। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—তেত্রিশকোটি দেবতা ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, পলায়িত। বুঝেছি নারায়ণ, বুঝেছি তোমাদের অভিনয়! যজ্ঞে আর কোন শিক্ষা না পেলেও, এই শিক্ষা আমি পেয়ে গেলুম যে, মানুষই মানুষের আত্মীয় হ'তে পারে, দেবতা নয়। তোমরা শিবহীন যজ্ঞে যোগদান করেছ শুধু জগৎকে এই শিক্ষা দিতে যে, শিব ছাড়া তোমরা শক্তিহীন। এ অক্ষমতা তোমাদের অভিনয়, এ পরাজয় তোমাদের ইচ্ছাকৃত।

বিষ্ণু। এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ রাজা।

দক্ষ। যাও, বেরিয়ে যাও দেবতার দল! দেবতাদের হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রে আমি ভুল ক'রেছি, শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেও ভুল করেছি। যদি বাঁচি, এবার দেবতাহীন যজ্ঞ করবো।

বিষ্ণু। যদি বাঁচতে চাও, এখনও শিবের শরণ নাও।

দক্ষ। এই কথাটি বলবার জন্যই তোমাদের এত অভিনয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার জামাতারাও তোমাদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। আমি কি

দেখছি জান? দেবতাদের মধ্যে দেবত্ব যদি কিছুমাত্র থাকে, সে শুধু মহাদেবেরই আছে। সে আমার শত্রু, কিন্তু তোমাদের মত গুপ্তশত্রু নয়।

বিষ্ণু। সঙ্কটে তারই শরণ নাও প্রজাপতি।

দক্ষ। তা হ'লেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। কিন্তু আমি দু'বার তোমাদের ফাঁদে পা দেবো না।

বিষ্ণু। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

দক্ষ। এস মৃত্যু, এস, আমি প্রস্তুত।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। মৃত্যু এসেছে। অনাচারী দক্ষ, তুমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে শিবকে অপমান ক'রে অশিব আশ্রয় করেছ। সংসারে যার তুলনা নেই, তার মুখে অকারণ তুমি পুনঃ পুনঃ থুৎকার দিয়েছ। আমার মাকে তুমি বিনা অপরাধে শোচনীয় মৃত্যু দিয়েছ। ক্ষমার মহাসিন্ধু শিব বহুবার তোমায় ক্ষমা করেছেন। তাঁরই জন্য তুমি এখনো মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, আজ তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। ওই চেয়ে দেখ, তোমার যজ্ঞশালা শ্মশানে পরিণত হয়েছে; ওই শ্মশানে তোমার মাথাটা ছিঁড়ে পূর্ণাহুতি দেবো।

দক্ষ। ওরে ভূত, দক্ষ মৃত্যুকে ভয় করে না। আমি যখন থাকবো না, তোর সেই ভূতকে বলিস, এতদিন আমি শুধু তাকেই ঘৃণা করেছি, আবার যদি আসি, রাশি রাশি ঘৃণার পূরীষকর্দমা নিক্ষেপ করবো তেত্রিশ কোটি দেবতার মুখে; মরার সময় সমগ্র জগৎকে আমি ব'লে যাচ্ছি, মানুষ যেন মানুষকেই ভালবাসে, দেবতাকে নয়।

[প্রস্থান।

নন্দী। মার, মার। [প্রস্থান।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। দক্ষ, দক্ষ, কোথা সতী মোর ?
কোথায় লুটায়ে আছে
শিবানীর হেম অঙ্গখানি ?
সাড়া দাও, সাড়া দাও প্রিয়া ;
সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে,
শিবের শিবত্ব যায়,
নিভে যায় রবি শশি তারা।
সতি, সতি, কোথা সতী মোর ?
কখনো মলিন হ'লে শঙ্করের মুখ,
কত তুমি কেঁদেছ শিবানি,
ভিখারী শিবের লাগি
স্বজনে করেছ ত্যাগ,
বহিয়াছ শিরে কত ঘৃণার পসরা ;
কেন তবে রহিলে নীরব ?
কাঁদে শিব, কাঁদে ত্রিভুবন,
এস সতি, কাছে এস মোর।

প্রসূতির প্রবেশ।

প্রসূতি। জয় শিব শঙ্কর।
[শিবের পায়ে বিল্বপত্র অঞ্জলি দিলেন]
মহাদেব। কে রে ? কে দিল বিল্বপত্র পায় ?

প্রসূতি। আমি অভাগিনী,
প্রজাপতি দক্ষের ঘরণী।

মহাদেব। দক্ষের ঘরণি! সেই দক্ষ—
পত্নীহীন করেছে যে মোরে!
শিবের কল্পিত দোষে
শিবানীরে যে করেছে হেলা?

প্রসূতি। অধমের অপরাধ ক্ষমা কর বাবা।

মহাদেব। ক্ষমা! ক্ষমা!
বিশ্বময় সবাই করিবে দোষ,
আর শিব শুধু ক'রে যাবে ক্ষমা!

প্রসূতি। নীলকণ্ঠ, সবারে অমৃত দিয়া
তুমি না করেছ বিষপান?
এই তো তোমার ধর্ম্ম,
তুমি যে দেবাদিদেব।

মহেশ্বর। দে-বা-দি-দে-ব।
কত ভাগ্য দেবাদিদেবের।
শিরে তার চরাচর ঢেলে দেবে
পুরীষকর্দ্দম, সে শুধু বিলায়ে যাবে
ক্ষমা! জান না, জান না,
কি ক'রেছে প্রজাপতি মোর।
সতী নাই, অন্ধকার শিবের আলয়।

প্রসূতি। তার চেয়ে অন্ধকার আমার ভবন।
পুত্র কন্যা পুত্রবধূ সব গেছে মোর।
পতির বিচ্ছিন্ন শির পুড়েছে অনলে।

পত্নীহারা তুমি আশুতোষ,
আর আমি সর্ব্বহারা ত্রিভুবনে।
চেয়ে দেখ, ধূ ধূ করে মরুভূমি
চৌদিকে আমার। হে শঙ্কর,
হয় মোরে মৃত্যু দাও, না হয়
ফিরায়ে দাও স্বামীরে আমার।

মহাদেব। ধূ ধূ করি মরুভূমি চারিদিকে জ্বলে।
পণ্ড যাগ, পুড়িয়াছে দক্ষমুণ্ড
যজ্ঞকুণ্ডে তার, চারিদিকে কি ভয়াল
শবের পর্ব্বত। ওরে, ওরে,
ক্ষান্ত হও বীরভদ্র, ক্ষান্ত হও
প্রমথনিকর। ওরে নন্দি,
ফিরে যা কৈলাসে। মাতা,
শিবত্ব গিয়াছে মোর,
ক্রোধবশে ঘটায়েছি তাই অঘটন।
পতিমুণ্ড তব ভস্মীভূত যজ্ঞানলে,
যাও মাতা, প্রাণ পাবে দয়িত তোমার;
কিন্তু নরমুণ্ডস্থলে তার ছাগমুণ্ড
হবে। সতি, সতি, কোথা সতী?

[প্রস্থান।

প্রসূতি। জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর।

[প্রস্থান।

ঐক্যতান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চট্টলার পথ।

গীতকণ্ঠে বসুমতীর প্রবেশ।

গীত।

ব্যথার কি শেষ নাই, ব্যথাহারি নারায়ণ?
সতীর মরণে ধরা লভিল চিরমরণ।
নাচে বুকে ভৈরব উন্মাদ নটরাজ,
পঞ্জরে বাজে মোর ইন্দ্রের ভীম বাজ,
কে দিল এ অভিশাপ, যুগে যুগে এ কি তাপ,
পারি না সহিতে আর, ত্রাহি মে মধুসূদন।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। স্থির হও বসুমতি, সতীদেহ স্কন্ধে নিয়া
দীর্ঘকাল ধরি শিব বক্ষোপরে তব
ফিরিছে নাচিয়া। ব্যথায় জর্জ্জর তুমি,
টলিয়াছে বিশ্বচরাচর।
আজি তার হোক অবসান।
চক্রে মোর পঞ্চাশৎ খণ্ড হ'য়ে
সতীদেহ পড়েছে ভূতলে।

আছে শুধু দক্ষিণ বাহুর শেষ।
তারহীন মহাদেব আপনারে
এইবার পাবে ফিরাইয়া। শান্ত হোক
চরাচর, শান্ত হও তুমি বসুমতি।

সতীর প্রলম্বিত দক্ষিণ বাহু বক্ষে ধারণ
করিয়া মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কোথা সতী, কে হরিল সতীরে আমার?
আছে শুধু ছিন্ন এ দক্ষিণ বাহু,
আর কিছু নাই।

বিষ্ণু। স্থির হও মহাদেব। প্রমত্ত নর্ত্তনে তব
সৃষ্টি যায় রসাতলে।
জান কি পাগল ভোলা,
কতকাল ধরি সতীদেহ স্কন্ধে করি
বিশ্বময় ফিরিছ নাচিয়া?

মহাদেব। কতকাল! সত্য? মনে হয়,
কালি সতী কয়েছিল কথা।
নারায়ণ, কে হরিল শিবানীরে মোর?

বিষ্ণু। সৃষ্টি ধ্বংস হয়, তাই আমি চক্রাঘাতে
সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করি
ভূমিতলে করেছি নিক্ষেপ।

মহাদেব। সতী গেছে, দেহটাও নিলে নারায়ণ?
নিশ্চিহ্ন করিলে তবে সতীরে আমার?

বিষ্ণু। না শঙ্কর, সতী অঙ্গ পরশনে

একাধিক পঞ্চাশৎ মহাতীর্থ
হবে ধরাধামে ; যুগ যুগ ধরি
সতীনাথ পৃথিবীতে রহিবে জাগ্রত।
ত্রিগুণ অতীত তুমি,—কেন বাঁধা
মায়ার বন্ধনে ? ফেলে দাও ছিন্ন বাহু,
শ্রেষ্ঠ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হোক ধরাতলে।

[সতীর হস্ত গ্রহণ করিয়া ভূতলে রক্ষা করিলেন]

মহাদেব। যাও সতি, তীর্থে তীর্থে জেগে থাক তুমি,
শিব রবে চিরদিন সাথে।
নারায়ণ, ফিরে যাও ত্রিদশ-আলয়ে।
মহাদেব ফিরিবে না শিবালয়ে আর।
ক্রোধবশে শিবের শিবত্ব গেছে,
তপস্যায় যদি পাই শিবত্ব ফিরিয়া,
শিবালয়ে আবার ফিরিব।
নহে এই শেষ—এই শেষ।
এস প্রিয়া, ধ্যানে এস, জ্ঞানে এস মোর।
দেখাও বিশ্বের জীবে,
শিবসতী চির-অবিচ্ছেদ। [প্রস্থান।

বিষ্ণু। রে জগৎ, শিবনাম পরিহরি
করিও না অশিবের পূজা। [প্রস্থান

যবনিকা।

স্বাবলম্বী হওয়ার কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক

সচিত্র সেলাই ও কাটিং শিক্ষা

মাষ্টার টেলর শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

নিজের পোষাক নিজে তৈরী করা এবং অভিজ্ঞ দরজী ও পোষাক-শিল্পী হওয়ার জন্ত মাষ্টার টেলর ও কাটার রচিত একমাত্র টেলারিং গাইড পুস্তক।

পশম বুননিকা

শ্রীমতী দুর্গারাণী কুমার প্রণীত।

নানা ডিজাইনের পশমের পোষাক, রঙান নকশা, লেস বুনন প্রণালী সহ পশম শিল্পকলা শেখার পুস্তক। প্যাটার্ণের ১২ পাতা এলবাম (ছবি)যুক্ত।

সৌখীন খাবার ও রান্না

শ্রীমতী গৌরী সেন সম্পাদিত।

কম খরচে দেশ বিদেশের মুখরোচক ও পুষ্টিকর ভোজের আমিষ নিরামিষ ও বাদশাহী খাবার, মিষ্টান্ন, জ্যাম-জেলী-আচার, আইসক্রীম, সয়াবীনের খাবার ও বড়ি তৈরীর এবং খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সহ রন্ধনবিজ্ঞানের আধুনিকবই।

সলমা চুমকী (এমব্রয়ডারী শিক্ষা)

শ্রীমতী সারদা চিকনবাঈ প্রণীত।

ওয়াড়, টেবিলক্লথ, কুশন, পরদা, ব্লাউজ, ফ্রক ও শাড়ীতে নানা রকম ছুঁচের কাজের ও চিকন রেশমী জরীর কাজের অজস্র নকশার বই।

সরল ইংরাজী শিক্ষা

শ্রীফণিভূষণ মিত্র, বি, এস-সি প্রণীত।

৩ মাসের মধ্যে অনর্গল ইংরাজীতে নির্ভুল কথা বলা, লেখাপড়ার আদর্শ বই। সর্ব্বাধুনিক পদ্ধতিতে ইংরাজী শিক্ষার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। একত্রে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত।

সরল হিন্দী শিক্ষা

শ্রীফণিভূষণ মিত্র বি, এস-সি প্রণীত

তাড়াতাড়ি নির্ভুল হিন্দী শেখার সবচেয়ে সহজ ও একমাত্র ভাল বই।

আনন্দ এজেন্সী কলিকাতা-৫